অমূল্যধন বিক্রয়।

একস্থানে কি এক ধন বিক্রয় হইতেছিল। এই ধন পাইলে আর লোকের কোন ধনের অভাব থাকে না, সকল ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া যায় এবং কোটি-কল্প সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করা যায়। এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিয়া জুটিয়াছে। মহারাজা, রাজা, সদাগর, ধনাঢ্য অনেক লোক প্রভূত অর্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। বিক্রয়কারী ঘোষণা করিয়া বলিয়া দিলেন, দ্রব্যটী নিলামে বিক্রয় হইবে, যে অধিক ডাকে কিনিবে, ইহা তাহারই হইবে। রাজা রাজড়া ধনী লোকেরা পরস্পরে পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া ডাক বাড়াইতে লাগিলেন, যাঁহার যতদূরসাধ্য ত্রুটি করিলেন না। যাঁর হাজার টাকার সংস্থান, তিনি পাঁচশত ডাক দিলেন, যাঁর লক্ষ টাকার তিনি ৫০ হাজার, যাঁর ক্রোর টাকার তিনি ৫০ লক্ষ, এইরূপে আপনার আয় বিবেচনা করিয়া সকলেই ডাক দিতে লাগিলেন। ডাকই বাড়িতেছে, কিন্তু কাহারও প্রস্তাব বিক্রেতার মনোনীত হইতেছে না। এমন সময়ে সেই পথ দিয়া এক বৃদ্ধা রমণী যাইতেছিলেন। তাঁহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না। তাঁহার পুঁজির মধ্যে এক নাটাই সূতা। সে প্রতিদিন সেই সূতা লইয়া হাটে বিক্রয় করে। যে মূল্য হয়, তার অর্দ্ধেকে জীবনধারণ করে, আর অর্দ্ধেকে তুলা কিনিয়া লইয়া সূতা কাটিয়া পুনরায় বিক্রয় করে। বুড়ী সূতা লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া দাঁড়াইল এবং লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে এত গোলযোগ কেন?" তাহারা বলিল "অমূল্য ধন বিক্রয় হইতেছে এবং তাহার এত গুণ।" বুড়ী বলিল আমার এ ধনের যে দরকার আছে, আমি বড় দুঃখিনী।" তথাকার লোকেরা তাহাকে পাগল ঠাহরাইয়া হাসিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল "দূর বুড়ী, কত লাক লাক কোটী কোটী টাকা ডাকিয়া রাজা রাজড়ারা পাইতেছে না, তোর কি আছে, কি দিয়া কিনিবি!" বুড়ী সূতার নাটাই দেখাইল এবং বলিল এই আমার সর্ব্বস্ব, আমি যদি অমূল্য ধন পাই, নাটাই সুদ্ধ সব সূতা দিব। যে দিকে বুড়ীকে লইয়া লোকে গোল করিতেছে, বিক্রেতার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল এবং বুড়ী ভিড় ঠেলিয়া আসিতে পারিতেছে না, দেখিয়া তিনি বলিলেন বুড়ীর যা ডাক থাকে, পাঠাইয়া দিক্। সূতার নাটাই বিক্রেতার হস্তে পৌঁছিল। বিক্রেতা নাটাই লইল,

কিন্তু বুড়ীর হাতে অমূল্য ধন আসিতেছে না। ইহাতে সে চিৎকার করিয়া এবং বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল "ওরে আমার যে সর্ব্বস্ব দিলাম, আর আমার কিছুই নাই, কৈ অমূল্য ধন কৈ?" বুড়ী কাঁদিয়া উঠিবামাত্র, সেই ধন তাহার হস্তে আসিল এবং সে আনন্দ করিতে করিতে চলিল, সকল লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

পাঠিকা ভগিনি! তুমি ঈশ্বর চাও, ধর্ম্ম চাও, নিত্য সুখ চাও, তোমার মত আরও অনেকে তাহা চায়। কিন্তু ইহার জন্য কি মূল্য দিতে চাও? তোমার যাহা আছে, তাহার এক আনা, কি অর্দ্ধেক বোধহয় অনায়াসে দিতে পার। ধর্ম্মের জন্য কত ধনাঢ্য লোক কত ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু সেও নখে কাটিয়া কিছু কিছু দিতেছেন। 'বুড়ীর মত সর্ব্বস্ব' কি ইহার জন্য দিতে পার? যদি পার, তাহা হইলেই এ ধন তোমার হইবে। ধর্ম্ম-জগতে টাকা দ্বারা মূল্য নিরূপণ হয় না, এক জনের এক পয়সা, আর এক জনের লক্ষ টাকার সমান। সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন, সমুদায় প্রাণ যে ধর্ম্মের জন্য দেয়, আর আপনার জন্য কিছু রাখে না, যে আপনাকে নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া হাহাকার করিতে পারে, সেই এই অমূল্য ধন লাভ করে। এ ধন পাইলে অমৃতের খনি লাভ হয়, অনন্তকালের সুখসম্পদে অধিকারী হওয়া যায়।

বিষম সমস্যা।

(একটী কুমারীর নির্জ্জন কক্ষে মানস চিন্তা)

একটী সচ্চরিত্রা সুশিক্ষিতা যুবতী আপনার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিলেন "এখন কোন্ পথ অবলম্বন করি, জীবনের এ বিষম সমস্যার মীমাংসা করি কিরূপে, এ প্রাণ রাখি, কি মরি?" এই ভাবনায় দিনেমার রাজকুমার হামলেট অস্থির হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমার জীবনে যে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে আমিও তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, তরঙ্গ কুলিত সমুদ্রের ন্যায় আমার হৃদয় বিষম আন্দোলিত হইয়াছে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটী ভিন্ন অন্য চিন্তা স্থান পাইতেছে না, এক তরঙ্গে সমস্ত হৃদয় আন্দোলিত; একটীর পর আর একটী তার পর আর একটী এইরূপ যত চিন্তা আসিতেছে, তাহারা ভিন্ন চিন্তা নহে, এক চিন্তারই ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। আমি বিবাহ করি কি না, এই চিন্তাই বহুরূপীর ন্যায় ভিন্ন

ভিন্ন মূর্ত্তিতে হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু ইহারত কোন মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। কতলোকে কত কি ভাবিতেছে, আবার মনের কথা মুখে ফুটিয়া বলিতেছে, আমার নিন্দা দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে! কেহ বলিতেছেন ইনি আত্মগৌরবে ব্যস্ত, ত্রিজগতে ইহাঁর অনুরূপ যোগ্য বর দেখিতে পান না, আবার কেহ বলিতেছেন, বিপুল ধন সম্পত্তি না হইলে ইহাঁর চলিবে না, সামান্য গৃহস্থ ইহাঁর বিলাসসজ্জা যোগাইতে প্রাণান্ত হইবে। লোকের কথা শুনিয়া কষ্ট হয়, প্রাণে আঘাত লাগে, কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করিব কিরূপে? আমি আত্মগৌরবে, বিলাস-বাসনায় মত্ত হইয়া এ বিষম চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি কি না সে বিচার ঈশ্বর করিবেন। কিন্তু আমার চিন্তা দূর হয় কিরূপে, এ জীবন সমস্যার স্থির মীমাংসা কে করিবে? আমার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা বিসর্জ্জন করিয়াও জগতের একটী দুঃখীর একবিন্দু অশ্রুজল যদি নিবারণ করিতে পারিতাম, জীবন সার্থক হইত। পরম করুণাময় ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সকল পবিত্র সুখের অধিকারী করিয়াছেন, তন্মধ্যে দাম্পত্য প্রেম একটী অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। অনেকে ঈশ্বর প্রেমের নীচেই দাম্পত্য প্রেমের স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমি অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি, যদি জগতের হিতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ এইক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হই, তাহাহইলে এই অতি উচ্চ পবিত্র সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। হায়! আমার জীবনে কি সে সুযোগ উপস্থিত হইবে? জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী ষ্টানলি, কুমারী ফ্লোরেন্সলি সমর ক্ষেত্রে পীড়িত ও আহত সৈন্যদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন; কুমারী কার্পেণ্টার কারাবাসী-দিগের দুঃখ দুর্গতি মোচন করিতে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে, সাপরাধ বালক বালিকাদিগকে নিজ আশ্রয়ে রাখিয়া তাহাদিগকে সংশোধন করিতে কত যত্ন কত পরিশ্রম করিয়াছেন। এইরূপ প্রাতঃস্মরণীয়া চিরকুমারী ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও কত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের পুণ্যপ্রভাবে দেশ পবিত্র হইতেছে। ইচ্ছা হয় এই সকল নারী রত্নের পদচিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের অবলম্বিত শুভপথে অগ্রসর হই, এবং এই ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র শক্তিকে সেই পথে ঢালিয়া দেই। দেশের শত দুর্দ্দশা শত দুর্গতি ভাবিলে ইহা অপেক্ষা জীবনের আর কোন উচ্চতর ব্রত, আর কোন উচ্চতর সুখ আছে এমন ত বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি ইহা ঘটিবে, এ জীবনে এমন শুভদিন কি হইবে? দেশের অবস্থা দেখিলে, লোকের প্রবৃত্তি স্মরণ করিলে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ত

হৃদয়েই মিলিয়া যায়। আমি কি ভাবি, আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি মনে করে? ইহা হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইলে, গৃহের বাহির হইয়া একটী সৎকার্য্য করিতে চাহিলে, আরও যে কত লোকে কত কথা বলিতে পারে তাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, আর এক পদ অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। কিন্তু যদি আর অগ্রসর হইতে না পারি, চিত্রপুত্তলিকার মত এ অবস্থায় থাকিয়া কি করিব? এরূপ চির সঙ্কুচিত অবস্থায় নিজ কক্ষে বসিয়া থাকিয়া কাহার কি উপকার করিতে সমর্থ হইব? যদি পরসেবায়, পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলাম, তবে জীবনের একটী অতি প্রধান সুখকে বিসর্জ্জন করিয়া কি লাভ হইবে?

তবে কি বিবাহ করিব? জগতের সমুদয় লোকের সুখ দুঃখ ভুলিয়া কেবল মাত্র আত্মসুখ চিন্তায় রত হইব? কিন্তু বিবাহ করিলেই যে সুখ হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেইত বিবাহ করে, কিন্তু সকলেই কি সুখী হয়? বিবাহ করিলেই যদি সুখ হইত, তাহাহইলে এত দুঃখ দেখিতে হইত না। অপরের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু নিজের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এ কথা বলিতে পারি পরের সুখ দুঃখ ভুলিয়া কেবল আত্মসুখ চিন্তায় রত হইলে আমি কখনই সুখী হইতে পারিব না। তবে একটী কথা, বিবাহ করিলেই কি পরের সুখ দুঃখ চিন্তা ভুলিতে হয়? আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া পরকে সুখী করিতে হইবে, বিবাহের কি ইহাই মূল মন্ত্র নহে? যে স্ত্রী আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে যত্ন করেন এবং যে পুরুষ স্ত্রীকে সুখী করিতে পারিলে কৃতার্থ হন, তাঁহারাই কি অধিক সুখী নহেন? আত্মবিস্মৃতি এবং পরে অনুরক্তি যদি বিবাহের মূলমন্ত্র হয়, তবে বিবাহ করিলে পরের সুখ দুঃখ চিন্তা বিস্মৃত হইতে হইবে কেন? কেন হইবে' তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সংসারে দেখি অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ হইয়া থাকে। যাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, অবিবাহিত থাকিতে আশা উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিলেন, পরের দুঃখ দেখিলে বিষম কাতর হইতেন, অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইত, স্বজাতীয়া স্বদেশীয়া কুলকন্যার দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া শতবার প্রতিজ্ঞা করিতেন আমার জীবন এ দুঃখ দুর্গতি নিবারণে উৎসর্গ করিব, আমার অর্থ এই শুভ কার্য্যে ব্যয় হইবে, তাঁহারা যখন বিবাহ করিলেন, নিজের নিজের পুত্র কন্যা হইল, তখন সে সমুদায় কথা ভুলিয়া গেলেন। কেহ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলে হাসিয়া বলেন, "অপরিণত বয়সে এরূপ অনেক কথা বলা যায়, অনেক চিন্তা মনে আসিয়া থাকে, কিন্তু ওরূপ কথা ওরূপ

চিন্তার মূল্য কি আছে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কে বলিতে পারে আমারও দশা এইরূপ হইবে না? কিন্তু জগতে যত স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়াছেন, সকলেই কি এইরূপ হইয়াছেন? মিসেস ফ্রাই কি বিবাহিত রমণী—সন্তানের জননী হইয়াও কারাবাসীদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন না; তিন বৎসর বয়সের সন্তানকে গৃহে রাখিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন না, মিসেস চিস্‌হলম কি বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার ভাবী স্বামীকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন নাই, যে তিনি মনুষ্যের দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে তাহার সমুদায় শক্তি সমুদায় যত্ন প্রয়োগ করিবার জন্য যে ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার বিঘ্ন উৎপত্তি করিবেন না? এজন্য তাহাকে সময়ে সময়ে স্বতন্ত্র হইয়া যদি স্থানান্তরেও থাকিতে হয়, তাহাতেও তিনি অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হইতে পারিবেন না। বিবাহের পর এই নারীরত্ন কি আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন নাই? তাঁহার অনুগ্রহে কি অনেক অসহায়া বালক বালিকা বিদেশে গমন করিয়া সুখ সৌভাগ্যশালিনী হয় নাই? বিবাহ যে সকল অনর্থের মূল তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে সৎপ্রবৃত্তি ও সাধু ইচ্ছা থাকিলে যে অবস্থাতেই থাকা যাউক না কেন, জগতের হিতে রত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এস্থলেও ভাবিবার বিষয় আছে। কুমারীর পক্ষে অসঙ্কুচিত ভাবে কার্য্য করা যে কত কঠিন, তাহাত নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। বিবাহিতার পক্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা চলিয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনও নিষ্কণ্টক নহে। মিসেস্ চিস্‌হলম যখন আপনার হৃদয়ের সরল ভাব অকপটচিত্তে স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্বামীর মনে কত আনন্দ হইয়াছিল!। পত্নীর এই সাধু সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আরও কত বৃদ্ধি হইয়াছিল! তিনি পত্নীর শুভ সঙ্কল্পের কখনও বিঘ্ন উপস্থিত করেন নাই, বরং আগ্রহের সহিত সর্ব্বদা সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে এমন পুরুষ কয় জন আছেন, যাঁহারা পত্নীর শুভ সঙ্কল্পের এরূপ সহায় হইতে প্রস্তুত হইবেন? বিবাহ কালে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করা হয়, অধিকাংশ পুরুষ কি সেই সকল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সহস্রপ্রকারে স্ত্রীর দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হন না? যে দিকে যাই, দেশের অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রাণ আকুল হয়, কোন দিকেই পদ নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। তাই ভাবিতেছি বিবাহ করি কিনা? কিন্তু এ বিষম সমস্যার কোন মীমাংসাই হইতেছে না। এই চিন্তা করিয়াই কি জীবন গত হইবে,

জীবনের পরিণাম কি এই হইল? এমন হিতৈষী কে আছে, যে এই বিষম জীবন সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দিবে? চিন্তায় মন ক্লান্ত হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়াছে, দেখি ক্ষণকালের জন্যও নিদ্রা দেবী শান্তি আনিয়া দেন কিনা?

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন।

(২০৯ সংখ্যা ৬২ পৃষ্ঠার পর)

প্রমদা। দিদী নির্ম্মলা! তুমি নারী-জাতির অনেক গুণের কথা বলিলে, সতীত্ব গুণটী কি আমাকে বুঝাইয়া বল।

নির্ম্মলা। প্রমদা! তুমি লেখা পড়া শেখ নাই, কিন্তু তোমার প্রশ্নগুলি শ্রবণ করিয়া বোধ হয় তুমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাক।

প্র। দিদী, চিন্তাই বল আর যা বল, এই সকল কথা আমার মনে তোল পাড় করে, তুমি এখানে না থাকিলে আমার কথা কহিবার আর কেহ নাই। তোমার নিকট জ্ঞানের কথা শুনে আমার বড় উপকার হইয়াছে। তাই সব সন্দেহ ভঞ্জন করিতে চাই।

নি। ভগ্নী প্রমদা! সতীত্বগুণই নারী-জাতির প্রধান গুণ। সতী নামই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। সতীত্ব একটী গুণ নহে, অনেকগুলি গুণের সমষ্টি। অনেকে বলেন, যে যে নারী স্বীয় পতিকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন এবং ভ্রমেও কুভাবে পরপুরুষ চিন্তাও করেন না, তিনিই সতী। ইহা সতীর একটী লক্ষণ বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। কোন স্ত্রীলোক পতিকে একান্তমনে ভাল বাসেন, ভ্রমে কি স্বপ্নেও পরপুরুষ চিন্তা করেন না, কিন্তু মিথ্যা-কথা বলেন, হিংসা দ্বেষে মন ভরা, অন্যের সুখ দেখিলে ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; এরূপ স্ত্রীলোককে প্রকৃত সতী বলিয়া গণ্য করা যায় না। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে পুরুষকে সৎ বলা যায়, তদনুরূপ গুণবতী হইলেই স্ত্রীলোককে সতী বলা যায়।

প্র। দিদী, আজি তোমার নিকট সতী নামের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে, এরূপ ভাবে কজন সতী হইতে পারে?

নি। সতী নাম যে অতি সহজ, তাহাও মনে করিওনা। পূর্ব্বকালে সতী নারীকে দেবতারাও মান্য করিতেন।

প্র। এ কথাটী বুঝিতে পারিলাম না। মানুষ থাকে পৃথিবীতে, দেবতা থাকে অকাশে। তবে দেবতারা মানুষকে সম্ভ্রম করিবেন কিরূপে?

নি। দেবতাও মানুষ। শাস্ত্রে লেখা আছে পূর্ব্বকালে যাহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইতেন, তাহাদিগকেই দেবতা বলা হইত। এজন্য আজিও ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া

থাকে। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাও কশ্যপ মুনির সন্তান বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছেন, সুতরাং তাঁহারাও মানুষের সন্তান মানুষ। আরও অনেক প্রমাণ আছে।

প্র। তা যা হউক দিদী আমার অত তর্কে প্রয়োজন নাই। আমাকে আসল কথা বল। কি কি সদ্‌গুণ থাকিলে সতীনাম পাওয়া যায়, তাই আমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও।

বি। যে যে সদ্‌গুণ থাকিলে সতীনাম পাওয়া যায়,ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ঈশ্বরভক্তি, সত্যকথা, সত্য ব্যবহার, পতিভক্তি, পতিগতপ্রাণ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পিতৃমাতৃভক্তি, মানবজাতির প্রতি ভালবাসা, পাপে ভয়,পুণ্যে শ্রদ্ধা, পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রিপুদিগকে দমনকরা, অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করা, এইরূপ যত কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, সমস্ত গুলি পালন করাই সতীত্ব ধর্ম্মের কার্য্য।

প্র। যে সকল গুণের কথা বলিলে, তাহা এক একটী করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও।

বি। সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর আমাদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। তাঁহার দয়াতেই আমরা জীবন ধারণ করি। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগের নিকট বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জগতে কত সুন্দর বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সকল বস্তু দ্বারা আমাদিগের কত উপকার হইতেছে। যিনি আমাদিগের এত উপকার করিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঈশ্বরকে ভয়ভক্তি না করিলে মনুষ্য কখনই ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে না, সংসারের কাব কর্ম্মে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে।

সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকে মিথ্যা কথা বলিয়া মনুষ্য জাতিকে অবিশ্বাসী করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে, যাহা জানিবে অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই বলিবে। যাহা দেখ নাই, শুন নাই, জান না তাহা বলিলে মিথ্যা কথা হইবে। মিথ্যা কথা পাপ, এমন কি পরিহাস কালেও মিথ্যা কথা বলা পাপ।

যাহা সত্য জানিবে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে তাহাই করিবে। কর্ত্তব্য জানিয়া তাহা না করা পাপ। এক প্রকার জানিয়া অন্যরূপ করা কপটতা।

আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, এজন্য পত্নী পতিকে ভক্তি করেন। মন্ত্রপড়া, অথবা সাতপাক, কিম্বা মালাবদল বিবাহ নহে, স্ত্রী পুরুষের মনের মিলনই বিবাহ। প্রকৃত বিবাহ হইলেই স্ত্রী পতিপ্রাণা হইবেনই হইবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

প্রণয় না থাকিলে উভয়ের জীবনই অপবিত্র হইতে পারে। এই মহাপাপে অনেক সংসার শ্মশান-ভূমি হইয়াছে। যে সংসারে দাম্পত্য প্রণয় আছে, সেই সংসার স্বর্গ। যে স্থলে পতির প্রণয় আছে পত্নীর প্রণয় নাই, সে স্থলে পত্নী বিশ্বাস-ঘাতিনী হইয়া মানবকুলে কলঙ্ক আনয়ন করে। যেখানে পত্নীর প্রণয় আছে,পতির প্রণয় নাই, সেখানে পতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া মানবজাতিকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। লজ্জা ও দয়ার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন ক্ষমার কথা বলিব।

কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার অনিষ্ট না করিয়া তাহার উপকার করাকে ক্ষমা বলে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। মহাভারতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ। সেই যুদ্ধে পঞ্চপাণ্ডব জয়লাভ করিয়া শিবির ত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিতে অন্য স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। শিবিরে দ্রৌপদী ও তাঁহার পঞ্চপুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান ছিলেন। এই ঘোর অন্ধকারময় নিশীথ সময়ে দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের গুপ্তচর হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পঞ্চপুত্রকে বধ করিয়া পলায়ন করেন, দ্রৌপদী পুত্রদিগের মৃত্যু সন্দর্শনে শোকে কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় পঞ্চপাণ্ডব প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই লোমহর্ষণ কার্য্যের কথা শ্রবণ করিলেন। অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে বধ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে পশুর ন্যায় হাতে গলে বন্ধন করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইলেন যে দ্রৌপদীর সম্মুখে তাহার শিরশ্ছেদন করিলে তাহার পুত্র-শোক নিবারণ হইবে। দ্রৌপদী অশ্ব-থামাকে তদবস্থ দেখিয়া বিনয় সহকারে অর্জ্জুনকে বলিলেন "ইহাঁকে ছাড়িয়া দিউন, ছাড়িয়া দিউন। পুত্রশোক কি নিদারুণ, তাহা আমি অনুভব করিতেছি। আমি এ শোক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ইঁহার মাতা গুরুপত্নী এই শোকে আকুল হইবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" দ্রৌপদীর অনুনয়ে অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে ছাড়িয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য ক্ষমার দৃষ্টান্ত!

ক্ষমা ঈশ্বরের গুণ,ক্ষমা মনুষ্যকে দেবতা করে। ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ ও শক্ত-দিগের ভূষণ। মনুষ্যদিগের মধ্যে ক্ষমা-গুণ থাকিলে কত যুদ্ধ হত্যা নিবারিত হয়, পৃথিবী শান্তির আলয় হয়।

ক্ষমাগুণ থাকিলে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে পারে না। সংসার সুখের স্থান হয়।

(ক্রমশঃ)

খোস গল্প।

একটী নেকড়ে বাঘ একটী সজারুকে দেখিয়া বলিল "ভাই এখন তুমি এত অস্ত্র শস্ত্র পরিয়া বেড়াইতেছ, ইহা দেখিয়া আমি বড় আশ্চর্য্য হইতেছি। এখন যুদ্ধের সময় নয়, শান্তির সময়। তুমি ভাই এখন অস্ত্র গুলি খুলিয়া রাখ, প্রয়োজন হইলেই আবার পরিধান করিতে পার।"

সজারু হাসিয়া বলিল "বন্ধু! এখন শান্তির সময় বটে, কিন্তু অস্ত্রগুলি যে খুলিয়া রাখিব, প্রয়োজন হইলে পরিবার সময় পাইব কিরূপে? নেকড়ে লইয়াই যে ঘর করিতে হইতেছে।" দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভোলা নির্বোধের কার্য্য।

একটী হরবোলা পাখী কখনও টিয়া, কখনও সালিক, কখনও বুলবুল প্রভৃতি নানা পক্ষীর নানাপ্রকার ডাকের নকল করিয়া মহা হাস্য পরিহাস করিতেছিল আর বলিতেছিল, সকলেরই স্বরে কিছু না কিছু খুঁত আছে। একটী বুলবুল তাহা শুনিয়া বলিল, "সত্য বটে আমাদের স্বর নির্দ্দোষ নয়, কিন্তু পরের স্বর লইয়াই আপনার জারী জুরি, আপনার নিজের কোকিলকণ্ঠধ্বনি ত জন্মাবধি শুনি নাই।"

যাহাদের নিজের কোন গুণ নাই, অথচ অন্যের কার্য্যের দোষ ধরিয়া বেড়ায়, তাহারা কি অপদার্থ!

একটী রাজহংসী জলে সাঁতার দিতেছিল, পরে ডাঙ্গায় উঠিয়া দুই চারি পা চলিয়া পাখা ঝট্‌কাইতে ঝট্‌কাইতে বলিতে লাগিল "আমার প্রতি সৃষ্টিকর্ত্তার যেরূপ অনুগ্রহ, এমন আর কোন জন্তুর প্রতি নয়। আমি জলে সাঁতারাইতে, স্থলে চরিতে এবং শূন্যেও উড়িতে পারি।"

রাজহংসীর কথা শুনিয়া এক সর্প হাসিয়া বলিল "ওরে তোর বেশী আত্মশ্লাঘা করা বৃথা। তুই জলচর, স্থলচর ও খেচর হইয়াছিস বটে, কিন্তু কোন স্থানেই ভাল করিয়া চলিতে পারিস্ না—না পায়রার মত আকাশে উড়িতে পারিস্, না হরিণের মত মাটীর উপর দৌড়িতে পারিস্, না মাছের মত সাঁতার দিতে পারিস্। এই জন্যে আমার হাতে তোর মরণ সর্ব্বত্রই।"

সকল বিষয়ে খুঁট আখুরে হওয়া অপেক্ষা, এক বিষয়ে দক্ষ হওয়া ভাল।

একটী গণক ঠাকুর পাড়ায় আসিয়াছে, পাড়ার সব স্ত্রীলোক সেই খানে। গণক কাহারও হাত দেখিয়া বলিতেছে তোমার সন্তান হইবে, কাহারও তোমার স্বামী

রাজ-সম্মান পাইবে,' কাহারও তোমার ভয়ানক পীড়ার সঞ্চার হইয়াছে, গ্রহ পূজার টাকা দেও আরোগ্য হইবে। গণকের কথায় স্ত্রীলোকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস! এমত সময়ে এক বেদিয়া এক বৃহৎ ভল্লুকের নাকে দড়ী দিয়া নাচাইবার জন্য উপস্থিত হইল। ভল্লুককে দেখিয়া সুন্দরীগণ হাসিয়া বলিলেন, দেখ এত বড় জন্তুটার নাকে দড়ী দিয়া একটা মানুষ লইয়া বেড়াইতেছে। ভল্লুক আর মৌন থাকিতে না পারিয়া বলিল, "আমিত পশু, আমাকে লইয়া মানুষ ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু তোমরা না বুদ্ধিজীবী মানুষ, এক জন ভণ্ডলোক তোমাদের নাকে দড়ী দিয়া নাচাইতেছে।" আপনার ভ্রম কেহ দেখিতে পায় না।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৯ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠার পর)

এই সময়ে গ্রানাডা স্পানিয়ার্ডদিগের হস্তগত হইল এবং তৎসঙ্গে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার রাজ্যের মধ্যস্থল হইতে মুসলমান ক্ষমতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল; পিরেনিস্ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগ হইতে পর্টুগালের সীমাপর্য্যন্ত স্পানিয়ার্ডদের অধিকার বিস্তৃত হইল। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক নবাধিকৃত নগরে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই মন আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ; জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আশা, নূতন উদ্যমে সকলের হৃদয় নাচিয়া উঠিল; এইরূপ সময়েই লোকের মন দুঃসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী হইয়া থাকে। কলম্বসের বন্ধু লুইন্টানিলা ও সান্টেঞ্জেলও অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহারা কলম্বসের জন্য একবার শেষ চেষ্টা দেখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা ইজাবেলার নিকট আবেদন করিলেন যে তাঁহার পক্ষে, চিরকাল সৎকার্য্যে উৎসাহ দিয়া আসিয়া, অবশেষে এরূপ সুমহৎ উদ্যমে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। এখন যদি এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করা না হয়, তাহা হইলে এরূপ সুবিধা আর হইবে না। কলম্বস বিদেশযাত্রা করিয়াছেন; সেখানে অধিকতর সৌভাগ্যশালী বা সাহসী কোন রাজা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। তাহাহইলে যে ভীরুতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই আবিষ্কার কার্য্যের যশ ও সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতেছি, তাহার জন্য

স্পেনকে ভবিষ্যতে চিরকাল অনুতাপ করিতে হইবে।

এরূপ উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে এই সকল প্রবল যুক্তি শ্রবণ করাতে ইজাবেলার মন ভিজিল। তাঁহাদের কথায় তাঁহার সকল সন্দেহ ও আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। তিনি কলম্বসকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিবার আজ্ঞা দিলেন এবং কলম্বস যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই সম্মত হইতে অঙ্গীকার করিলেন। এমন কি তাঁহার হস্তে অধিক অর্থ ছিল না বলিয়া এই অর্ণবযাত্রার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত নিজের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাণ্টেঞ্জেল এই প্রস্তাব শুনিয়া কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে অধীর হইয়া রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, যে তাঁহাকে অতদূর কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না; এবং তিনি স্বয়ং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে কলম্বস ইংলণ্ড গমনোদ্দেশে কিয়দ্দূর আসিয়াছেন এমন সময় ইজাবেলার দূত তাঁহার নিকট উপনীত হইল। তাঁহার প্রতি রাজ্ঞীর এতদূর অনুগ্রহ হইয়াছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সাণ্টাফিতে প্রত্যাগমন করিলেন; তখনও তাঁহার আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ আশঙ্কা মিশ্রিত ছিল। কিন্তু ইজাবেলা তাঁহাকে এত সমাদর করিলেন এবং এত দিন যে বিষয় তাঁহার সমস্ত চিন্তা অধিকার করিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার এত আহ্লাদ হইল, যে গত আট বৎসর তিনি যে সন্দেহ ও নিরাশার যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াছিলেন সে কষ্ট শীঘ্রই তিরোহিত হইয়া গেল। এখন হইতে সকল বন্দোবস্ত শীঘ্র শীঘ্র সমাহিত হইতে লাগিল। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে একখানি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তাহাতে প্রধানতঃ এই স্থির হইল যে, (১) মহাসাগরের অধীশ্বরস্বরূপে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা কলম্বসকে এই অধিকার দিলেন যে, তাঁহার দ্বারা যে সকল সাগর, দ্বীপ ও মহাদেশ আবিষ্কৃত হইবে, তিনি পুরুষানুক্রমে তৎসমুদয়ের উপর প্রধান আড্‌মিরাল (পোতাধ্যক্ষ) নিযুক্ত হইবেন; এবং কাষ্টাইলের প্রধান আড্‌মিরালের যে ক্ষমতা, তাঁহাদের অধিকার মধ্যেও তাঁহাদের সেই ক্ষমতা থাকিবে; (২) ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা কলম্বসকে তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত দ্বীপ ও মহাদেশে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু যদি ভবিষ্যতে সুচারুরূপে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উহার কোন দেশে ভিন্ন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, তাহাহইলে, তাহার জন্য তিন জন লোক মনোনীত করিবার অধিকার কলম্বসের থাকিবে, ও তাহাদেরই মধ্যে এক জন ঐ কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে; এবং এই রাজপ্রতি-

নিধির পদ ও বেতন এবং অন্যান্য লাভাদি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণও প্রাপ্ত হইবেন; (৩) ঐসকল দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও বাণিজ্য হইতে রাজ্যের যাহা লাভ হইবে, কলম্বস ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ চিরকাল তাহার দশমাংশ প্রাপ্ত হইবেন; (৪) ঐসকল দেশের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে যদি কোন বিবাদ বা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, স্বয়ং কলম্বস অথবা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকদের দ্বারাই তাহার মীমাংসা হইবে; (৫) এই অর্ণব-যাত্রার জন্য এবং ঐসকল দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য যে ব্যয় হইবে, কলম্বস তাহার অষ্টমাংশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে লাভেরও অষ্টমাংশ প্রাপ্ত হইবেন।

যদিও এই অঙ্গীকার পত্রে ইজাবেলার নামের সহিত ফার্ডিনাণ্ডের নাম সংযুক্ত ছিল, তথাপি তখনও কলম্বসের প্রতি তাঁহার এতদূর অবিশ্বাস ছিল যে, তিনি আরাগণ রাজ্য হইতে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং কাষ্টাইলের রাজকোষ হইতেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে এইরূপ স্থির হইল; এবং তৎপরিবর্ত্তে ইজাবেলা প্রথম হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন যে, এই আবিষ্কার কার্য্য দ্বারা যাহা কিছু উপকার হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রজাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এই অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষরের পরেই ইজাবেলা কলম্বসের যাত্রার আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং এতদিন তাঁহার সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া যত শীঘ্র শীঘ্র তিনি বাহির হইতে পারেন তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৩ ই মের ইজাবেলার যাহা যাহা করণীয় ছিল তাহা শেষ হইয়া গেল এবং কলম্বস রাজদম্পতীর শেষ আজ্ঞা গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জানিতেন যে পথ দিয়া যে দিকে যাত্রা করিতে হইবে তাহা কলম্বসেরই বিবেচনার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। তবে পর্টুগালের রাজা যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে না পারেন, এইজন্য তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে গিনি উপকূলে পর্টুগীজদের যে উপনিবেশ আছে এবং অন্যান্য যে যে স্থান তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার নিকটে না যাওয়া হয়। ইজাবেলের আদেশক্রমে আণ্ডালুশিয়া প্রদেশস্থ পেলস নামক একটী ক্ষুদ্র বন্দরে জাহাজ সকল সজ্জিত হইতেছিল। কলম্বস রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধু রাবিডার আশ্রমাধ্যক্ষ জুশান পেরেজ তাহার অনতি দূরেই অবস্থিতি করিতেন। কলম্বস তাঁহার সাহায্যে ও নিজের চেষ্টায় তত্রত্য অধিবাসীদের নিকট হইতে ব্যয়ের যে অষ্টমাংশ অঙ্গীকার পত্রানুসারে তাঁহার দিবার কথা ছিল,

তাহা সংগ্রহ করিলেন। কেবল তাহাই নহে; পেরেজ তাহাদিগের অনেককে কলম্বসের সঙ্গে যাইতেও সম্মত করিলেন। ইহার মধ্যে পিঞ্জন নামক তিন ভ্রাতার নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য, তাঁহাদের প্রভূত অর্থ ছিল এবং নৌবিদ্যায় তাঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইজাবেলা ও কলম্বসের এত চেষ্টার পরেও আয়োজন যাহা হইল, তাহা স্পেনের ন্যায় রাজ্যের পক্ষেও কার্য্যের গুরুত্বের তুলনায় অতি যৎসামান্য বলিতে হইবে। জাহাজ সবে মাত্র তিন খানি। তাহার মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাও অধিক ভারবাহী নহে। কলম্বস তাহারই অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন; এবং খৃষ্টজননী মেরীর প্রতি তিনি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া জাহাজ খানিকে সান্টা মেরিয়া নামে অভিহিত করিলেন। দ্বিতীয় পোতের নাম পিণ্টা মার্টিন, পিঞ্জন তাহার অধ্যক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা ফ্রান্সিস তাহার পথ প্রদর্শক। তৃতীয় খানির নাম নিগ্না এবং ভিনসেণ্ট ইয়ানেজ পিঞ্জন তাহার অধ্যক্ষ। এ দুইখানি বড় বোম্বাই নৌকা অপেক্ষা অধিক বৃহৎ নহে। লোক ৯০ নব্বই জন মাত্র। তাহার মধ্যে অধিকাংশ নাবিক, দুই চারি জন লাভ ও দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রত্যাশায় কলম্বসের অনুগামী এবং অবশিষ্ট কয়েকজন ইজাবেলার সভাসদ; এই শেষোক্তেরা কলম্বসের সঙ্গে যাইবার জন্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন। এক-বৎসরের মত আহার সামগ্রী সঙ্গে লওয়া হইল। যদিও ব্যয়ের জন্যই স্পেনের রাজসভা বিশেষ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তথাপি হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০০০ থাউণ্ড (প্রায় ৪০০,০০০ টাকা) অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় নাই। (ক্রমশঃ)

মুহূর্ত্ত।*

মুহূর্ত্ত সময় মোরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী,
বাটিখানা ডানা ভরে উড়ে উড়ে যাই,
অদৃশ্য পথেতে গতি আছি এই নাই,
একবার গেলে আর ফিরিতে না জানি।

মুহূর্ত্ত সময় মোরা, বহি প্রতি জন,
আপনার সুখ দুঃখ শিরে আপনার,
ধীর ভাবে মুহূর্ত্তের বহ দুঃখ-ভার,
ক্ষণ পরে আর তাহা দিবে না বেদন।

* Translated from "We are but Minutes."

সুখ-সর হতে বারি-বিন্দু আনি যবে,
মুহূর্ত্ত আমরা, পর মুহূর্ত্তেতে নাই,
যতক্ষণ আছি, সুখভোগ কর ভাই,
পর মুহূর্ত্তেতে সুখ না রবে না রবে।

মুহূর্ত্ত কাটাও ভাল ভাবে এই ভবে,
ইহার কি শুভফল বলিব পশ্চাৎ,
মুহূর্ত্ত কাটালে, ভাল যাবে দিবারাত,
মুহূর্ত্ত হারালে বর্ষ হারাইতে হবে।

নূতন সংবাদ।

১। গ্রীষ্মাবকাশের পর বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। এক্ষণ হইতে এই সভা মাসে তিনবার পরিবর্ত্তে চারিবার হইবে। গত ২৪এ জুন যে সভা হয়, তাহাতে ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু অংশুমালী জীবদিগের বিষয় ছবি প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং কতকগুলি জ্ঞাতব্য নূতন সংবাদ অবগত করেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ—

(১) জর্ম্মণি সুইটজর্লণ্ড এবং ইটালীর মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার জন্য সেণ্ট গথার্ড টানেল নামে একসুড়ঙ্গ খোলা হইয়াছে। ইউরোপে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুড়ঙ্গ। (২) বিলাতে ওয়ার্কিং লেডিস গিল্ড নামে এক মহিলাসমাজ আছে, তাহার সভ্যগণ অল্প টাকায় বাড়ী ভাড়া লইয়া গরিব স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেন; বৃদ্ধ পীড়িতদিগকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করেনএবং আরও অনেক প্রকার হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন। (৩) এডিষ্টোনে নূতন বাতী ঘর (Light house) হইয়াছে। (৪) পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতে খন্দ নামক অসভ্য জাতি উপদ্রব করিতেছে।

২। বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ-সভা এবং পশ্চিম ঢাকা হিতকরী সভা শিক্ষা কমিসনের বঙ্গদেশীয় বিভাগের সভাপতি ক্রফ্‌ট সাহেবের নিকট যে অবেদন করিয়াছেন, তৎপাঠে আমারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই আমাদের অনুমোদিত (১) গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বালিকা-দিগের শিক্ষার্থ উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও কলেজ আবশ্যক স্থলে স্থাপন করা। (২) মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তরি শিখিবার ব্যবস্থা করা। (৩) উচ্চশিক্ষার সহায়তার জন্য বক্তৃতা ও পুস্তকালয় স্থাপনে উৎসাহ দান। (৪) বাঙ্গালা শিক্ষার সুবিধার জন্য মাসিক ৭৫টাকা ব্যয়ে ২০টী প্রথম শ্রেণীর এবং ৫০ টাকা ব্যয়ে ৩০টী ২য় শ্রেণীর আদর্শ গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ে স্থাপন করা। (৫) বালিকা বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য অন্যূন অর্দ্ধেক এবং আবশ্যক স্থলে ⅔ অংশে দেওয়া। (৬) বালিকা পাঠশালায় গুরুমহাশয়

দিগকে ৫ টাকা মাসিক বৃত্তি দান। (৭) সার্কেল বালিকা পাঠশালা স্থাপন। (৮) গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সাহায্য অথবা স্থানীয় সভাসকলের সহিত একযোগে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপন। (৯) অন্তঃপুর শিক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ। (১০) স্কটলণ্ডের প্রথানুসারে ডাকযোগে শিক্ষা প্রদান। (১১) উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও পরিদর্শকের ব্যবস্থা।

৩। হালিসহর বাসিনী ইতর জাতীয়া একটী রমণী দাস্য বৃত্তি করিয়া ১০০০ টাকা সংগ্রহ করে। মরিবার সময় এই টাকা দুইটী সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা ও শবদাহ ঘাটে ৫০০ টাকা। এ দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম। ধনাঢ্যা ভদ্র রমণীগণ ইহার অনুকরণ করিলে অল্প গৌরবের বিষয় হইবে না।

৪। ১লা জুলাই হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের যাত্রীদিগের ভাড়া মাইল প্রতি আধ পাই হিসাবে কমিল। পূর্ব্বে মাইল প্রতি তিন পাই ভাড়া ছিল, এখন আড়াই পাই হইবে। এই হিসাবে প্রতি ।৵০ আনা ভাড়ায় /০ কমিবে।

৫। আগ্রা অঞ্চলে ভয়ানক দস্যু ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি ৫০ জন অস্ত্রধারী একটী গ্রামকে আক্রমণ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি লুট করিয়াছে।

৬। পারিসের ভূগোল-আলোচনা সভায় এক সাহেব লিখিয়াছেন, গন্ধকের ধোঁয়া গ্রহণ করিলে ম্যালেরিয়া পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির পীড়া ক্রমে আরোগ্য হয়।

৭। কোন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছে তামাকের পাতা হইতে এরূপ তৈল বাহির করা যায়, যাহার দুই এক ফোঁটা বিড়ালের জিহ্বায় দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। যাঁহারা তামাক সাজিয়া বা চিবাইয়া খান, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের কিছু না কিছু হানি হয়, সন্দেহ নাই।

৮। আমেরিকার এক সংবাদ পত্রে গেঁটে বাত রোগ চিকিৎসার এক আশ্চর্য্য উপায় প্রকাশিত হইয়াছে। রোগী বিশেষে ৪ দিন হইতে ৮ দিন উপবাস দেওয়াইতে হয় এবং ক্ষুধা হইলে কেবল শীতল জল ও লেমনেড খাইতে দিতে হয়। এক ডাক্তার এই উপায়ে বহু লোকের বহু দিনের গেঁটে বাত আরোগ্য করিয়াছেন।

৯। মিরজের দারভাঙ্গাস্থ সংবাদদাতা বলেন সারওয়ে নামক একটী গ্রামে ১৩৭ বৎসর বয়স্ক একটী বৃদ্ধ বাস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার এক গাছি চুল পাকে নাই বা একটী দাঁত পড়ে নাই এবং এ ব্যক্তি আজিও বেশ সবল আছে।

বামাগণের রচনা।

বসন্ত উৎসব।*

১

মধুর নাদিনী বীণে বাজ্‌রে মধুর বোলে।
বসন্ত মঙ্গল গান গাও মন কুতূহলে।
মধুর হেন যামিনী, মধুর হেন ধরণী
মধুর মলয়ানিল বহিছে মধুর স্বনে।
গোলাপ আকুল করি, মধুর সৌরভেশ্বরী,
মালতী চামেলি বেল ফুটে ফুল কুল দলে।
মধুর সৌরভময়, ভুবন ভরিয়া রয়,
সোহাগে প্রকৃতি সতী, সেজেছে চারুভূষণে,
ফুল্ল ফুল তরুলতা, আনত আননে সদা,
অর্পিছে কুসুমাঞ্জলি প্রকৃতি চরণ তলে।
ধরিয়ে পঞ্চম তান, বিহঙ্গে গাহিছে গান,
কুহু কুহু কুহু স্বনে ডাকিছে কোকিল বনে,
ঝরিছে অমিয় ধারা ভাসাইয়া ধরাতল।
পরিয়ে তরঙ্গ মালা, করে মনোমত খেলা,
সাগর সঙ্গিনী বালা ছুটেছে মধুর স্বনে।
বক্ষোপরে তরিগুলি, ধীরি ধীরি যায় দুলি,
নাচায় তরঙ্গ মালা সুশীতল সমীরণে।
সুবিমল নীলাম্বরে, সুধাংশু কিরণ ঝরে,
দুলিছে নক্ষত্রমালা প্রকৃতির চারু গলে।
হাসিতেছে কুমুদিনী মুদিত আছে নলিনী,
নাচিছে সরসী বারি চন্দ্র-কর পরশনে।
নির্জীব সজীব আদি, সমস্বরে নিরবধি,
বসন্ত মঙ্গল গীত গাহিতেছে কুতূহলে।

২

কেন গো ভারতি রাণি, বিষাদ প্রতিমাখানি
মলিন বসনাঞ্চলে ঢেকেছ চারু বদনে,
কি দুঃখে জননি তোর ধারা বহে দু নয়নে।
অধরে সে হাসি নাই, আননে সে কথা নাই
পড়েনা পলক যেন পাষাণ প্রতিমা মত,
খালি চক্ষে খালি মনে, উদার আকাশ পানে
কি দেখিছ? জননিগো ধারা বহে দুনয়নে।
আলু থালু প্রায় বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ,
দীনা ক্ষীণা কলেবরা যেন পাগলিনী মত।
কেঁদনা কেঁদনা আর, জননিগো দুঃখ তার
হবেনা লাঘব তোর কাঁদিলে বিজন বনে!

৩

নীরব ভুবন ত্রয়, নীরব নীরবময়,
সকলি জীবন শূন্য কোন শব্দ নাহি মুখে।
ফুল্ল ফুল তরুলতা, বিষাদে কহেনা কথা
ডাকেনা জীমূতদল সুগভীর গরজনে।
বহেনাকো স্রোতস্বিনী সত্যরূপা মন্দাকিনী,
চঞ্চলা চপলা বালা মিলায়ে গেছে গগনে।
ভীষণা তামসী নিশি, ভারতে ঘেরেছে আসি,
নীরব ভারতবাসী নিদ্রা যায় অচেতনে।

৪

এস বাক্‌বাদিনী সতি, ত্যজিয়া অমরাবতী,
ভারতে উদয় হও, হাসি হাসি আননে,
বাজাও মধুর বীণে, শুনুক জগৎ জনে,
হাসুক এধরাতল মধুর মধুর স্বনে।

পুনঃ এ ভারতবাসী, ত্যজিয়া সে শোক-
রাশি,
ভাসিবে আনন্দস্বরে ললিত বীণার তানে,
হাস,শনি শুক্র সোম,অতল পাতাল ব্যোম,
নদ নদী মরুতল, সপ্তসিন্ধু চলাচল,
হাসরে বাসন্তি শশী, বিতরি কিরণ রাশি,
উঠহে তরুণ ভানু, ভারত গগনাসনে,
দাও ভারতের প্রাণ, গাও হে মঙ্গল-গান,
মলিনা তামসী নিশি মিলায়ে যাক গগনে।
এস মা কমলালয়া, বিতরি স্বর্গীয় ছায়া,
বাজায়ে মোহন বীণা বীণাপাণি চন্দ্রাননে

৫

নতশিরে মেঘমালা,লয়ে সৌদামিনী-ডালা
অর্পিতেছে উপহার বাণীর চরণ-তলে।
হরষিত ঋতুপতি, মল্লিকা মালতী জুতি,
প্রদানিছে উপহার সুকোমল শতদলে।
পরিয়া তারার মালা,আঁচলে আলোক ধরা
সমস্বরে স্তুতি করে দিগঙ্গনা দলে দলে।
বরষিছে উপহার পারিজাত দলে দলে।

৬

কমলার ধন মানে, মন তাহা নাহি মানে,
চাহিনা অমরাবতী জগৎ আরাধ্য ধনে।
তব চরণ-কমলে, পূজিব নয়ন-জলে,
মিনতি মা বীণাপাণি বিরাজ হৃদি-কমলে!
বাজরে মোহন বীণা মধুর মধুর বোলে
বসন্ত-মঙ্গল-গান গাও মন কুতূহলে।

শ্রীতরঙ্গিণী দাসী
মাহেশ।

পুস্তক সমালোচনা

১ বনপ্রসূন—শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বিরচিত মূল্য ৸০ আনা। পুস্তকখানি পদ্যময়, ৮ পেজী ১২৪ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহার নাম বনপ্রসূন যথাযথ হইয়াছে, কবিতা কুসুম গুলি নানা গন্ধের, নানা বর্ণের এবং যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন ও সজ্জিত। কতকগুলির শোভা ও সুগন্ধে আমরা বিমোহিত হইয়াছি বালিকা বিধবা, সুরাপায়ীর বনিতার আক্ষেপ, দেশাচার, স্বপ্ন, প্রণয় প্রভৃতি কুসুম গুলি তুলিয়া অতি উৎকৃষ্ট মালা প্রস্তুত হইতে পারে। এবং তাহা পাঠিকাগণ আনন্দে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু বনের মধ্যে যাহা উৎপন্ন হয়, সকলই উপাদেয় হয় না, কতকগুলি প্রসূন স্পর্শে ও আঘ্রাণে আমরা পীড়িত হইয়াছি। বনপ্রসূন গুলিকে লোকালয়ে আনিবার পূর্ব্বে একটু নির্ব্বাচন হস্ত প্রয়োগ করিলে ভাল হইত।

লেখিকার বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার মত সকল উন্নত ও সুসংস্কৃত। স্থানাভাব না হইলে কতক গুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ও তাহার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া আনন্দিত হইতাম, যাহাহউক পাঠিকাগণের উপরেই সে ভার রহিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১১ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৮৯—আগষ্ট ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী জাতির যে সৌভাগ্য কখনও হয় নাই, তাহা হইয়াছে। মহাত্মা লর্ড রিপণ মান্যবর জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের চিফ জষ্টিস অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি পদে বরণ করিয়াছেন। লর্ড রিপণের এই একটী কার্য্য দ্বারা ন্যায় সমর্থিত হইল, গুণবানের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল, বর্ণগত পক্ষপাতিতা বিদূরিত হইল, ইংরাজ রাজত্বের গৌরব বৃদ্ধি হইল, মহারাণী ভারতেশ্বরীর উদার ঘোষণা-পত্র এতদিন পরে সার্থক হইল। ইহা-দ্বারা বঙ্গীয় সমাজের মুখ যে কত উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। সমুদায় বঙ্গদেশ "মহারাণীর জয়, রিপণের জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন, আমাদের রমণীগণও এই জাতীয় আনন্দের সহিত যোগ দান করুন।

মিশরে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত। তত্রত্য সেনাপতি আরাবী পাশার পরামর্শে দেশবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং তত্রত্য অনেকগুলি ইংরাজকে বধ করিয়াছে। ইংরাজসেনাদলের সহিত মিশরীয়দিগের ঘোর সংগ্রাম হইয়া উভয় পক্ষের অনেকগুলি লোক হতাহত হয়, অবশেষে মিশরীয়েরা সন্ধির পতাকা দেখাইয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত করে; কিন্তু তাহারা আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছে। মিশরের সুয়েজ প্রণালী

দিয়া ভারতবর্ষে গমনাগমনের পথ ইংরাজেরা তাহা সহজে ছাড়িবার নহেন। কিন্তু মিশরবাসীরা স্বাধীনতার নামে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, ইহার শেষ ফল কি হয় বলা যায় না।

ইংলণ্ডে অন্যূন ৩০ হাজার কালা ও বোবালোক আছে। এই সকল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য ৩৬৪টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষার গুণে আপনাদিগের দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদিগের শিক্ষার দুই প্রকার প্রণালী আছে—ফরাসী ও জর্ম্মণ। ফরাসী প্রণালীতে উঁচু উঁচু অক্ষর খোদিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, জর্ম্মণ প্রণালীতে ঠোঁট নাড়িয়া তাহাদ্বারা বোবা ও কালাদিগকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রণালী ফরাসী প্রণালীকে হারাইয়া দিয়াছে এবং ইহাদ্বারা অতি সহজে ও সুপ্রণালীক্রমে মূর্খদিগের শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে। গত জুনমাসের প্রথমে ইহাদিগের সম্বন্ধে এক সভা হয়, তাহাতে স্থির হইয়াছে, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বোবাদিগের "কলেজ" করা হইবে। ইউরোপীয়দিগের কৌশলকে ধন্যবাদ।

কলিকাতা মেডিকল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে দেওয়া হইবে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে। এ বিষয়ে যে প্রথমতঃ অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহা পূর্ব্বহইতেই অবধারণ করা গিয়াছিল। ইংলণ্ডেও প্রথমে এ বিষয়ের প্রস্তাবনার সময় অনেক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সে সকল বাধা তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। গত ১৩ই জুন, লণ্ডনস্থ স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের (London School of Medicine for Women.) পুরস্কার বিতরণ স্থলে সুবিখ্যাত অধ্যাপক হক্সলী স্ত্রীলোকেরা বিজ্ঞান আলোচনায় যে বিলক্ষণ অধিকারিণী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সময়ে তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে যে কমিসন নিযুক্ত হইয়াছিল, সে কমিটি মত দিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বপ্রকার ডাক্তারী উপাধি লাভেরও অধিকারিণী। অধ্যাপক হক্সলী সেই কমিসনের একজন সভ্য ছিলেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে এদেশীয় মহিলারা প্রশংসিতরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছেন, এ সংবাদটী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে উক্ত কলেজের কুমারী ক্রুপাখিষ্টি নাম্নী এক ছাত্রী দ্রব্যগুণে (Materia Medica) প্রথম ও শারীর স্থানে (Anatomy) দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফলতঃ এখন যতদূরই কুসংস্কার বর্ত্তমান থাকুক না কেন, ঈশ্বরপ্রসাদে মহিলা দিগের নিকট যথার্থ জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইলে ক্রমে তাঁহারা সমাজ ও দেশ মধ্যে আপনাদের পদগৌরব ও অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। সহস্র প্রতিবন্ধকেও সে উন্নতি রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।

লণ্ডনের ধর্ম্মালয় সকলে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট এক রবিবারে তত্রত্য চিকিৎসালয় সকলের সাহায্যার্থ অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মযাজকগণ উপাসক মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে দরিদ্রগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার তাঁহাদিগের হস্তে এবং তাঁহারাও তজ্জন্য সাধ্যানুসারে অর্থদান করেন। এ বৎসর কোন কোন ধর্ম্মালয়ে গতবৎসর অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এ উপলক্ষে সাধারণের মনোনীত লণ্ডনের প্রধান মিউনিসিপল কার্য্যাধ্যক্ষের যত্নে এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রোগীদের জন্য মধ্যে মধ্যে শিশুগণ নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মালয়ে আনিয়া থাকে। উপাসনার পর পুষ্পগুলি চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হয়। অনেক রমণীও রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। আমরা নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেই হইল, চিকিৎসালয়ে কত পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ নানাবিধ উৎকট রোগ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে সে বিষয় কখনও ভাবি না। সামাজিক প্রথা বিরোধী বলিয়া আমাদের দেশীয় মহিলারা এখন পর্য্যন্তও প্রকাশ্যে যাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি, শুশ্রূষা ও আশ্বাস বাক্যে রোগীদের কষ্ট যন্ত্রণা দূর করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু আশা করা যায় যে, সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বলে তাঁহারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রোগীদিগের নিকট দয়াশীলা সমদুঃখিনী ভগিনীরূপে পরিচিতা হইবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে পঞ্জাবে একটী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীমতী বিষ্ণুদেবী। তিনি বুদ্ধিমতী উপাধি পাইয়াছেন। পঞ্জাবে ভগিনীদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রভা যতই বিকীর্ণ হইবে, ততই সে দেশ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে।

একজন মুসলমান কয়েকটী বালিকাকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করিবার জন্য বোম্বাইয়ে আনিয়াছিল, তত্রত্য হাইকোর্ট তাহাকে তিন মাস কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজ রাজ্যে দাসব্যবসায় অসম্ভব, কিন্তু গোপনে এরূপ ঘৃণিত কার্য্য স্থানে স্থানে চলিয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের ইহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট সুরা রাক্ষসীকে দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিয়া যে কি সর্ব্বনাশের পথ প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে অশ্রুজল সংবরণ করা যায় না। গুজরাটের বিবরণ পাঠে জানা যায় তথায় উচ্চ নীচ মধ্যম সকল শ্রেণীর পুরুষদিগের মধ্যে যেমন সুরার প্রাদুর্ভাব, নারীগণের মধ্যেও সেইরূপ। সুরাটে স্ত্রী মাতাল ৪৪০০, ব্রোচে ৭০০০, বরদায় উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে ৯০০০ উল্লিখিত হইয়াছে। যে দেশে সুরাস্পর্শ মহাপাপ ছিল, সে দেশে এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমাদিগের রমণীগণ এই রাক্ষসীকে দূরীভূত করিবার জন্য এই বেলা কটি-বন্ধন পূর্ব্বক শতমুখী অস্ত্র ধারণ করুন্।

অত্যাচারী ব্যক্তিদিগের প্রতি কঠিন দণ্ড হইলে অল্প লোকেরই দুঃখ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল পাষণ্ড আশ্রিত অবলার প্রতি পশুবৎ আচরণ করে, তাহাদিগের শাসন নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডে স্ত্রী প্রহারকারী পুরুষের সংখ্যা অনেক এবং তাহাদিগের অত্যাচার এরূপ অসহ্য হইয়াছে যে তাহা নিবারণার্থ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে ব্যক্তি অবৈধরূপে কোন স্ত্রীলোকের শরীরে আঘাত করিবে, তাহাকে অনধিক ৪ ঘণ্টা কোন প্রকাশ্য স্থানে পিলরী* করা হইবে এবং তাহার মস্তকের উপরে এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকে তাহার নাম ও স্ত্রী-প্রহারক এই উপাধি বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকিবে। এ দেশেও অনেক স্থলে এরূপ আইন আবশ্যক।

সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় উপাধিলাভার্থী মহিলারা যথাযোগ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উপনীত হন। লণ্ডনে এরূপ দৃশ্য এই প্রথম। সংবাদ পত্র সকলে এই রমণীগণকে পোরসিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গাউন ও ক্যাপ (টুপী) পুরুষদিগের হইতে বিভিন্ন। তাহা তাঁহারা অতি শিষ্ট ও শোভনরূপে পরিধান করিয়াছিলেন দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন।

বালক বালিকাদের মধ্যে যাহাতে পর দুঃখ বা অভাবমোচন জন্য যথার্থ হৃদয়ের সহানুভূতি জন্মিতে পারে, তজ্জন্য কতক দিন হইল লণ্ডনে একটী পরদুঃখ-নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতি-মধ্যে তাহাতে ১২,০০০ সভ্য হইয়াছে। ইংলণ্ডের যুবরাজের তিনটী বালিকা ইহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। যাহাতে আমাদের দেশে শিশু সন্তান-দিগের মধ্যে কেবল সহানুভূতির ভাব আইসে, তাহা নয়, কিন্তু কার্য্যে সে ভাব প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান আবশ্যক।

---

* ক্রীতদাসদিগের জন্য উদ্ভাবিত অতি যন্ত্রণা-দায়ক দণ্ড, তাহাতে গলা ও হস্তদ্বয় কাষ্ঠের ফ্রেমে বদ্ধ করা হয়।

গার্হস্থ-শিক্ষা।

আমরা এ দেশীয় প্রাচীনা গৃহিণীদিগের সাংসারিক জ্ঞান ও তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালী সমালোচন করিবার নিমিত্ত যে গার্হস্থ-শিক্ষা নামক দীর্ঘ প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ আর দুই মাস ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেই ইহার সমাপ্তি দেখিতে পাইবেন। বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীতে নারীজাতির অবশ্য জ্ঞাতব্য পাক বিদ্যার প্রসঙ্গে যে ছয় প্রকার রস বা আস্বাদেয় বিষয় লেখা হইয়াছে, অগ্রে তাহারই অবশিষ্টাংশ লিখিত হইল। কোন্ কোন্ রস শরীরের কি কি উপকার ও অপকার করে, ইহা পাক বিদ্যার অঙ্গ না হইলেও গৃহিণী-দিগের জানা আবশ্যক বলিয়া এস্থানে সে গুলিও সংগৃহীত হইল।

মধুর রস।

মধুর রস—পোষক অর্থাৎ ধাতু পুষ্টি পক্ষে বিশেষ উপকারী, কেশের হিতকারী, বল ও বর্ণের উত্তেজক। রক্ত-পরিষ্কারক। বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণ-দিগের বিশেষ উপকারী। তৃষ্ণানাশক। কৃমিজনক ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক—এই দুই দোষ। ইহা কদলী প্রভৃতি কয়েক প্রকার মধুর ফলে কিছু অধিক পরিমাণে আছে। এই রস সর্ব্বদা বা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, শ্বাস, কাশ, আলস্য, বমি, স্বরবিকার, গলগণ্ড, ও গোদ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

অম্ল রস।

অম্লরস—আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিবর্দ্ধক, সুতরাং পাচক। অম্লরসে কুপিত বায়ুকে দমন করে। ইহা অধিক পরিমাণে অথবা সর্ব্বদা ভক্ষণ করিলে দন্তরোগ, চক্ষুরোগ ও অন্যান্য কফজরোগ জন্মে। শরীরের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া শিথিলতা জন্মায়।

লবণ রস।

লবণরস—পাচক ও রস রক্তাদির সংশোধক। লবণরসের দ্বারা শরীরে কোমলতা ও চাক্‌চিক্যযুক্ত তারল্য (যাহাকে লাবণ্য বলে) জন্মে। শরীরকে সরস ও মৃদু করে। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে গাত্র কণ্ডূ, শোথ, শরীরের বর্ণনাশ ও তেজ হানি করে। ইন্দ্রিয়-দিগকে দুর্ব্বল করে।

কটুরস।

কটুরস—অগ্নি-বর্দ্ধক সুতরাং পাচক। অরুচি-নাশক। শরীরের স্থূলতা নষ্ট করে। আলস্য প্রভৃতি কফজ দোষ দূর করে। কৃমি দমন করে। বিষাক্ততা ও গাত্রকণ্ডূ দূর করে। এই রসের দ্বারা স্তন্যদুগ্ধ, ধাতু ও মেদের হানি হয়।

শরীরের সন্ধিবন্ধন সকল দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়। এই রস অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে ভ্রম, প্রমাদ, তালু শোষ প্রভৃতি গাত্রসন্তাপ, বলক্ষয়, ও বাতশূল প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

তিক্তরস।

তিক্তরস— রস-রক্ত পরিষ্কারক, অগ্নি বর্দ্ধক, অরুচিনাশক, গাত্রকণ্ডূ দমনকারী, এবং কুষ্ঠ ও জ্বর রোগের বিশেষ উপকারী। এই রসের দ্বারা স্তন্যদুগ্ধ বিশোধিত হয়। মল, মূত্র, মেদ, বসা, (শরীরের চর্ব্বি) ও পূয শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। অতিশয় তিক্তসেবায় গাত্রস্তম্ভ, আক্ষেপ, মস্তকবেদনা, ভ্রম, ও চিত্তগ্লানি প্রভৃতি বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

কষায় রস।

কষায় রস—মলবন্ধকারী, মলের কাঠিন্য-জনক, রক্তের গতিরোধক শোষণস্বভাব ও ক্লেদের নাশক। এই রসের অতিসেবায় হৃৎপীড়া, ও মুখশোষ, অধ্মান (উদর স্ফীত হওয়া), বাক্যবাধা (কথার জড়তা বা তোতলামী) ও গাত্রকম্প প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

এতদ্ভিন্ন অনেক গুণাগুণ আছে, কিন্তু সে সকল পরিত্যাগ করিয়া ছয় রসের স্থূল গুণ গুলিই বলা হইল। যদিও এ সকল বিষয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অঙ্গ, তথাপি ইহা জানা আবশ্যক। যাঁহাদের হস্তে বালক বালিকার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের এতদ্রূপ হিতকারী বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকা উচিত নহে। পূর্ব্বকালের গৃহিণীরা অক্ষর আঁকিতে ও পুস্তক পড়িতে জানিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে উল্লিখিত বিজ্ঞান গুলির কিছু কিছু জানিতেন, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত দুই একটী " স্ত্রী কবি " সংগ্রহ করা গেল।

" রোব্ বিস্যুতি তিতো, খেয়েনা বাপু মিঠো। "

" গুড় কলায় কির্ম্মী, দৈ খেলে নর্ম্মি। "

" রোব্ রবিবার। " বিস্যুৎ " বৃহস্পতিবার। " তিতো " তিক্তরস। " মিঠো " মিষ্ট দ্রব্য। " কির্ম্মি " কৃমি। " দৈ " দধি অর্থাৎ রম্লরস। " নর্ম্মি " নরম অর্থাৎ শ্লেষ্মা-জনক।

রবিবারের ও বৃহস্পতিবারের প্রাতে অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তিক্তরস আহার করা উচিত। আর ঐ দুই দিন অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন মিষ্ট ত্যাগ করা উচিত। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের গৃহিণীরা বালক বালিকাদিগকে রবিবারের অথবা বৃহস্পতিবারের প্রাতে ভাঁইট পাতার রস, কি অন্য কোন প্রকার তিক্তরস খাওয়াইয়া থাকেন এবং দুই এক দিন বলপূর্ব্বক মিষ্ট খাইতে দেন না। বালক বালিকারা মিষ্ট খাইতে ভাল বাসে, কিন্তু প্রাচীনারা তাঁহাদিগকে তাহা হইতে নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক মাত্রেই ছেলেদিগকে গুড়, কলা ও টক্ খাইতে

নিষেধ করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন যে, গুড় ও কলা খাইলে কৃমি এবং দৈ ও অম্ল খাইলে শ্লেষ্মা হয়। প্রাচীনাদিগের বালক বালিকা প্রতিপালনের প্রণালী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তাঁহারা বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ও দ্রব্যগত রসের বহুতর গুণাগুণ জ্ঞাত ছিলেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আনুষঙ্গিককথা রাখিয়া প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করা যাউক।

পাক।

পাকবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ যুক্তি ও কথা সকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তৎসংক্রান্ত বিশেষ ব্যবহার ও পাক বিদ্যা সংক্রান্ত স্ত্রীকবি অর্থাৎ প্রাচীনাদিগের উপদেশ বাক্য গুলির উল্লেখ করিব।

আহারীয় দ্রব্যের দুই প্রকার পাকের ব্যবস্থা আছে। এক উথা-পাক, আর শূল্য-পাক। ইতর ভাষায় যাহাকে "আকা" ও "চুলা" বলে—তাহারই সংস্কৃত নাম "উথ্য" ও "চুল্লী।" উথাতে রাখিয়া যে পাক হয়, তাহার নাম "উথা-পাক" আর শূল অর্থাৎ লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া যে পাক করা যায়, তাহার নাম শূল্যপাক। মাংসের কাবাব্ প্রভৃতি শূল্য পাকের দৃষ্টান্ত।

সংস্কৃত পাকশাস্ত্রের মতে পাক পাঁচ প্রকার। ভর্জ্জন, সন্তলন, স্বেদন, পচন, কথন, তন্দূক, ও পুট। ভর্জ্জন অর্থাৎ ভাজা। সন্তলন অর্থাৎ ঘৃত কি তৈল দ্বারা সাঁতলান। স্বেদন অর্থাৎ উত্তাপ দ্বারা কোমল করিয়া লওয়া। পচন অর্থাৎ জল কি দুগ্ধাদি তরল বস্তুর যোগে পাক করা। কথন অর্থাৎ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার সার লওয়া (যথা পলান্ন-পাকের আব্জুস্), মুখ বন্ধ করিয়া পাক করিলে তাহা তন্দূক পাক (যাহাকে দম বলে), আর মুখ বন্ধ করিয়া নীচে ও উপরে অগ্নি দিয়া পাক করিলে তাহা পুট পাক। মনুষ্যেরা এই পাঁচ প্রকার পাক-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া মাংস ও উদ্ভিজ্জসকল উত্তম সুখাদ্য ও হিতকারী করিয়া আহার করিয়া থাকেন। পাক-দ্বারা প্রত্যেক মাংসের ও প্রত্যেক উদ্ভিজ্জের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাদ্য প্রস্তুত করা যায় এবং দুই বা ততোধিক প্রকার উদ্ভিজ্জ একত্রিত করিয়াও এক অভিনব খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। উদ্ভিজ্জ ও মাংস একত্রিত করিয়া পাক করিলে তাহা বিশেষ সুখাদ্য ও এ দেশের জল বায়ুর উপযুক্ত হিতকারী হইয়া থাকে।

অন্ন ও ব্যঞ্জন।

যাহা প্রধান খাদ্য তাহা অন্ন এবং যাহা অপ্রধান অর্থাৎ সহযোগী খাদ্য তাহা ব্যঞ্জন। এদেশীয় লোকেরা প্রায় উদ্ভিজ্জভোজী; এ নিমিত্ত উদ্ভিজ্জের মধ্যে চাউল ও গম এই দুই প্রকার বস্তু এদেশের অন্ন। মাংস এবং অন্যান্য প্রকার উদ্ভিজ্জ তাহার সহযোগী। মাংস প্রধান খাদ্য হইলেও উষ্ণপ্রধান দেশে অপ্রধান

বলিয়া গণ্য সুতরাং মাংস এদেশের অন্ন নহে। অন্নের অন্য নাম "ভক্ত।" "ভক্ত" শব্দটী অপভ্রষ্ট হইয়া চলিত বঙ্গভাষায় "ভাত" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(২১০ সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠার পর।)

নির্ম্মলা। ধৈর্য্য অতি প্রয়োজনীয়। সাংসারে সর্ব্বদাই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। রাজা দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্রও রাজা হইতেছে। পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষিত ধনী পাত্রে দানকরিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবযোগে অসাধ্য পীড়া সেই সুশিক্ষিত ধনী সন্তানকে নিতান্ত দুঃখী ভিক্ষুক করিয়া ফেলিল, এরূপ পরিবর্ত্তন কিছুই বিচিত্র নহে। আর সকল স্ত্রীলোক স্বামীর নিকট কেবল বস্ত্রালঙ্কার প্রার্থনা করে, না পাইলে অভিশম্পাত দেয়, তাহাদিগকে ধৈর্য্যের উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা। যাঁহারা পতির সুখ দুঃখে পতির অনুগামিনী হইয়া থাকেন,—তাঁহাদিগের পক্ষে ধৈর্য্যাবলম্বন অতি আবশ্যক। রথচক্রের ন্যায় অবস্থা সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। কোন অবস্থাই চিরস্থায়িনী নহে। সুখই হউক কি দুঃখই হউক, সকল অবস্থাতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। সুখে ধৈর্য্য না থাকিলে অহঙ্কার আইসে। দুঃখে ধৈর্য্য না থাকিলে অবিশ্বাস আসিয়া মনকে নানা কুপথে লইয়া যায়।

পিতৃ মাতৃভক্তি—ইহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এ শরীর পিতামাতার, ইহা তাঁহাদিগের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলেই সার্থক হয়। যে নারী স্বামি-গৃহে আসিয়া পিতামাতাকে বিস্মৃত হয়, শাস্ত্রে তাহাকে 'মাতৃমল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

মানব জাতির প্রতি ভালবাসা-আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত মানব জাতিকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। নর নারী মাত্রেই আমার ভাই ভগ্নী। এরূপ জ্ঞান না হইলে মানব জাতিকে ভাল বাসা যায় না। দয়া ও ভালবাসা এক বস্তু নহে। একজন দুঃখী সন্তান পথে পড়িয়া রহিয়াছে, আমার সহোদরের সন্তানটীও তাহার নিকট রহিয়াছে। এস্থলে দুঃখীকে দয়া করিয়া হয়ত কিছু দান করিব, ভাইয়ের ছেলেটীকে ভাল বেসে কোলে লইয়া ঘরে চলিয়া আসিব। দয়া ও ভালবাসায় কত প্রভেদ তাহা ভাবিয়া দেখ। সকল মানুষকে ভালবাসাতেই মনুষ্যত্ব।

ঈশ্বরে ভক্তি হইলেই পাপে ভয় হয়। যাহা অসত্য, অন্যায়, অকর্ত্তব্য ও ঈশ্বর লাভের বিরোধী, তাহাই পাপ। পাপে

ভয় হইলেই লোকে ধার্ম্মিক হইতে পারে। অধিকাংশ লোক লোকভয়ে, রাজভয়ে অথবা লোক লজ্জায় পাপ করে না। যে সকল নারী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পাপ হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ সতী।

যাহা সত্য, যাহা ন্যায় ও কর্ত্তব্য তাহা পুণ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি গাঢ় হইলে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হয়।

পরলোক, রিপুদমন ও জ্ঞানোপার্জ্জন এই কয়েকটী বিষয় আর একদিন বর্ণনা করিব।

প্রমদা। আমি আগে সতী নামের যে অর্থ জানিতাম তাহা কিছুই নহে। তুমি সতীনামের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছ, তাহাতেই ইহার এত মাহাত্ম্য হইয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যা না জানাতে অনেক স্ত্রীলোকের ক্ষতি হইতেছে। আজি দিদী তোমার নিকট বড় উপকার পাইলাম। আচ্ছা সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা এই তিনটী শব্দের একটীর অর্থ শুনিলাম, আর দুটীর অর্থ কি?

নির্ম্মলা। সতী ও সাধ্বী একই কথা —সৎ শব্দ হইতে সতী শব্দ ও সাধু শব্দ হইতে সাধ্বী শব্দ হইয়াছে। পুরুষকে সৎ ও সাধু বলে এবং নারীকে সতী ও সাধ্বী বলে। যে নারী পতিপ্রাণা ও পতিভক্তিপরায়ণা, তাহাকে পতিব্রতা বলে। দেখ প্রমদা, এই ভারতবর্ষে সতী সাধ্বী পতিব্রতা নাম বিশেষ রূপে পূজিত হইয়াছে। এই পূজিত নাম চিরদিন জগতে সম্মানিত থাকে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে সতী সাধ্বী পতিব্রতার অনেক আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। অবসর মতে তাহা তোমাকে শুনাইতে চেষ্টা করিব।

প্র। দিদী, তোমার মিষ্ট কথায় আমার প্রাণ শীতল হইতেছে। তোমার নিকট হইতে যাইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরে গিয়া কি করিব? চুপটী করিয়া থাকিতে হইবে।

নি। কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিতে পার না?

প্র। ও দুঃখের কথা কেন বল দিদী, এই তোমার নিকট দুদণ্ড আসিয়াছি ইহাতেই কত তাড়না সহ্য করিতে হইবে। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিলে কি আর রক্ষা আছে? যখন সকলে ঘুমাবে, ঘরের প্রদীপ নিবাইবে, তখন আস্তে আস্তে কথা বলিতে হইবে।

নি। তোমাদের বাড়ীর কিছু বাড়াবাড়ী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর সরল আলাপ না হইলে দাম্পত্য প্রণয় জন্মিবে কেন? তুমি অল্পে অল্পে আলাপ করা অভ্যাস করিও, একটু তাড়না হয় হইবে, চাটুর্য্যেদের বৌর মত যেন না হয়।

প্র। সে কি দিদী। চাটুর্য্যেদের বৌর কি হয়েছিল?

নি। চাটুর্য্যেদের বৌ গর্ভবতী হইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছিল। চাটুর্য্যে মশাই

কোন কারণে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীকে চেনেন না, কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে চেনেন কারণ তিনি স্বামীকে দিবালোকে দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বামী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীকে আলোকে দেখেন নাই। স্ত্রী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, স্বামী অবাক্ হইয়া গেলেন। কিছু পরে বলিলেন আপনি কে? চতুরা স্ত্রী পরিহাস করিয়া উত্তর দিলেন, আপনার গর্ভস্থ সন্তানের হবু জননী। চাটুর্য্যে মশায় লজ্জায় ক্ষণকাল অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন, "এমন দেশাচারের মস্তকে বজ্রাঘাত হউক। আর আমি কাহারও কথা শুনিব না। দেশাচারের দৌরাত্ম্যে কি না হইতেছে! আজ ভাগ্যে অন্য কোন সম্বোধন করি নাই।" অতএব প্রমদা কুৎসিত দেশাচারের অধীন না হইয়া পতির সহিত সরল আলাপ করিয়া দাম্পত্য প্রণয় সম্ভোগ করিবে। আজ সন্ধ্যা হইল গৃহে যাও।

সমাজিক শিষ্টাচার।

(পূর্ব্বানুরাগ ও প্রণয় লিপি সম্বন্ধে)

মনুষ্য সামাজিক জীব, সুতরাং সমাজের সুশৃঙ্খলা যাহাতে রক্ষিত হয়, তদুপযোগী শিষ্টাচার পালন করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা সকল অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইয়া নূতন ব্যবস্থা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, বস্তুতঃও অনেক বিষয়ে সেই বিশৃঙ্খলার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কোন কোন বিষয়ে তাহা বিলক্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এক্ষণ হইতে যদি বিশেষরূপে সাবধান না হই, এবং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সামাজিক সুরীতি সকল অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমাদিগের দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

আমরা অদ্য একটী মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিব। অতি অল্প বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ দেওয়া আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতি, কেবল মাত্র কুলীন ব্রাহ্মণেরা সময়ে সময়ে এই রীতি অতিক্রম করিয়া কন্যাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া থাকেন; এমন কি সমবয়স্থ পাত্রাভাবে কাহারও কাহারও এককালে বিবাহই হইয়া উঠে না। যাহাহউক কুলীন সন্তানদিগের ব্যবহার বিস্তৃত হিন্দু সমাজের উপর কোন ক্রমে আত্মপ্রভাব

বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের বক্ষ ভেদ করিয়া যে দুইটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বহির্গত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা বিবাহের প্রাচীন হিন্দুরীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হউক, অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়া নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের একটী দেশীয় খৃষ্টান এবং অপরটী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। এই উভয় সম্প্রদায়ই উপযুক্ত বয়স না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত করিয়া যাহাতে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, তৎপক্ষে কতক উপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছে। এই পূর্ব্বানুরাগ জন্মাইবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা অনেক পরিমাণে বিলাতি রীতির অনুকরণ মাত্র। এদেশীয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায় কতক অংশে ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদিগের আনুগত্যাধীন বলিয়া পূর্ব্বানুরাগ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের সামাজিক রীতি অবলম্বন করিয়া চলেন। অন্যদেশীয় অন্য জাতীয় রীতি সর্ব্বাংশে অনুকরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য কি না সে মীমাংসা করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, অপর জাতির কোন রীতি অবলম্বন করিতে হইলে সেই রীতি সুরক্ষা করার পক্ষে সেই জাতির মধ্যে যে সকল সাবধানতা আছে, তাহাও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; অন্যথা বিপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মেরাও বিবাহ সম্বন্ধে অনেকাংশে বিলাতি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে তদুচিত সাবধানতা ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা বলা যায় না। এই অসাবধানতা ও শিষ্টাচারের অভাব হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কোন অনিষ্টের কারণ না হইতে পারে, তথাপি ভবিষ্যতে যথেষ্ট অমঙ্গল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং এখনই পূর্ব্ব-সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

কোন পাত্রীর সম্বন্ধে বিবাহের প্রস্তাবনা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই শিষ্টতা অবলম্বন করিতে বিস্মৃত বা অনিচ্ছু হন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা সামান্য ভদ্রতার রীতিও অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা স্বাভাবিক। তবে একস্থলে এই রীতি অতিক্রম করা দোষাবহ নহে। পাত্রী যদি প্রাপ্তবয়স্কা এবং অভিভাবকহীন হন অথবা এমন অভিভাবকের অধীন হন যে, তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও অভিভাবক বিবাহে প্রতিকূলতা উপস্থিত করিবেন, কেবলমাত্র এইরূপ স্থলেই কখন কখনও প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রীকে সাক্ষাৎ ভাবে পত্র লিখিবার রীতি আছে।

কিন্তু তাহাও অতি অল্প স্থলেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সুরীতি এদেশীয় নব্য সমাজে সুরক্ষিত হইতেছে কি না, তাহা বলা যায় না।

যাঁহারা এই সুরীতি অবলম্বন না করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পত্রের উত্তর দেওয়া সঙ্গত নহে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কুলকন্যাকে বারম্বার এইরূপ পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অভিভাবকের দ্বারা পত্র লেখাইয়া তাহাকে সাবধান করা কর্ত্তব্য। গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া পত্র লেখার দুইটী উদ্দেশ্য আছে, এক, নিতান্ত অপদার্থ ব্যক্তিরা অবিবাহিতা কুলকন্যাদিগকে অন্যায়রূপে বিরক্ত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয়, অপরিপক্কমতি কুলকন্যাদিগের অগ্রে অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করিবার রীতি থাকিলে অপাত্র মনোনীত করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর বিপন্ন হইতে হয় না। জীবনের এইরূপ একটী অতি গুরুতর ব্রতে আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ করা সুবিবেচনা-সঙ্গত কার্য্য।

নিতান্ত অপাত্র ভিন্ন আর যে কোন ব্যক্তি যথারীতি প্রণয় লিপি প্রেরণ করেন, তাঁহারই পত্রের উত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য। পত্রের উত্তর না দিলে অশিষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই উত্তর বিলক্ষণ সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। পাত্র আপনার সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষানুরূপ হইলেও মনের আবেগ সংযত করিয়া ধীর ও শান্তভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা আবশ্যক। যাহাতে বাচালতা ও প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়, পত্রে বা সাক্ষাৎ হইলে নিজের ব্যবহারে এমন কোন ভাব প্রকাশ অথবা ভাষা প্রয়োগ করা অবিধেয়। অপদার্থ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ নারী-প্রকৃতির এইরূপ চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং যিনি বাচালতায় সন্তুষ্ট হন, তিনি যে উপযুক্ত পাত্র নহেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পূর্ব্বে বাক্যে বা ব্যবহারে কোন রূপে অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণরূপে সুরীতি-বিরুদ্ধ। এই সাবধানতার অভাবে ইউরোপে অনেক সময়ে অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাদিগের দেশে কাহাকেও যেন সেইরূপে বিপদাপন্ন হইতে না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

একদিকে যেমন অতি ঘনিষ্ঠতা নিবারণ করা আবশ্যক, অপরদিকে যাহাতে কোনরূপ অশিষ্টতা বা রুক্ষ ব্যবহার প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। প্রণয়ীব্যক্তির প্রতি কোনরূপ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে তাঁহার মনে ক্ষোভ জন্মিবার সম্ভাবনা, তাচ্ছিল্য ভাব অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইলে অনুরাগের স্থলে বিরাগ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

কেবল বিবাহের পূর্ব্বে কেন, বিবাহের পরেও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পর তাচ্ছিল্য ভাব উপস্থিত হওয়া অমঙ্গলকর, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান রক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য। যাঁহারা একে অন্যের প্রেমে মুগ্ধ, এমন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও যখন তাচ্ছিল্য ভাব অনিষ্টকর, তখন যাঁহার প্রণয়প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কি রূপ কোমল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বুদ্ধিমতী পাঠিকা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে একজন ইংরেজ গ্রন্থকার অতি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, অবিবাহিতা কুলকন্যাদিগের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রণয় ভিক্ষা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেন না, যে ব্যক্তি যাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হন, তিনি তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী বরিবার পক্ষে পরিচিত নারীকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া মনে করেন। যে ব্যক্তি এতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, অকারণে তাঁহার মনে কোন প্রকারে ক্লেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাহারও প্রণয়প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হইলে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, যেন উপেক্ষিত ব্যক্তির মনে কোন ক্লেশ জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকে। তাঁহার প্রতি যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান অগ্রে প্রকাশ করিয়া, তৎপরে অতি কোমল মধুর ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত আত্ম অসম্মতি জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। আক্ষেপের বিষয় এই, এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্তির অভাবে আমাদিগের কুলকন্যাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই জ্ঞান সমুচিত রূপে জন্মে নাই। এমন কি যাঁহাদিগের অপর অনেক বিষয়ে সদ্জ্ঞান ও সুবিবেচনা সমুচিত রূপে জন্মিয়াছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে সদুপদিষ্ট নহেন। একটী ইংরেজ কুলকন্যা কি ভাবে আত্ম-অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, একখানি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে একখানি পত্রের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। আমরা আশা করি, পাঠিকাগণ ইহা হইতেই সুরীতির উপযুক্ত আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ;—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনি আমার সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি ততদূর শ্রদ্ধা সম্মানের উপযুক্ত কি না, বোধ হয় উহা কেবল আপনার উদারতারই পরিচায়ক মাত্র। আমার প্রতি আপনার যেরূপ সানুগ্রহ ভাব এবং আপনার প্রস্তাব রক্ষা করিতে

পারিলে আপনি যেরূপ সুখী হইবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমারও মনে হইতেছে যে, আপনার প্রস্তাব রক্ষা করিতে পারিলে আমার পক্ষেও আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু আমি দুঃখিত হইতেছি যে, অনেকগুলি গুরুতর চিন্তা আমায় আপনার প্রস্তাব রক্ষা করিবার সুযোগ দিতেছে না। আশা করি, নিজ উদারতা গুণে এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে বিশেষরূপে সুখী করুন, এই আমার প্রার্থনা।

নারী চরিত।

মনিকা।

এই ধর্ম্মপরায়ণা রমণী প্রায় ১৬ শত বৎসর গত হইল আফ্রিকাখণ্ডের কোন নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর জনক জননী ধর্ম্মপরায়ণ ও ভদ্রবংশজাত ছিলেন। শৈশবাবস্থায় এক জন দাসীর প্রতি ইহাঁর রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ স্ত্রীলোকটী অতিশয় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সৎপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোক ছিল। তাহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বাল্যাবস্থাতেই মনিকার অন্তরে সাধুতার বীজ সকল নিহিত হয়। তিনি কোন প্রকারে বিপথগামী হইলেই বা কোন প্রকার দুষ্টামির চিহ্ন প্রকাশ করিলেই ঐ বৃদ্ধা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শাসন করিত এবং সকল কার্য্যে তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবার এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত। এই পরিচারিকার গুণে মনিকা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্মভীরু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা মাতারও আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিন্তু মনিকা যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন, যখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল সতেজ ও সুখস্পৃহা কিঞ্চিৎ বলবতী হইল, তখন এক জন দাসী এক দিন দেখিল যে তিনি ভাণ্ডারহইতে গৃহের দাস দাসীদিগের জন্য মদ্য বাহির করিতে গিয়া গোপনে সুরা পান করিতেছেন। মনিকার পিতা মাতা সুরা বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে দাস দাসীদিগের জন্য গৃহস্থের ভাণ্ডারে সুরা রাখিবার প্রথা ছিল। মনিকা যে সেই দিন সর্ব্ব প্রথমে ঐরূপ লুকাইয়া সুরাপান করিতেছিলেন তাহা নহে, কিন্তু যখনই তাঁহাকে সুরা বাহির

করিয়া দিতে আদেশ করা হইত, তখনই লোভ পরবশ হইয়া গোপনে এক একটু পান করিয়া দেখিতেন। এইরূপে অনেক দিন চলিতেছিল, এ কার্য্য পিতা মাতার নিষিদ্ধ জানিয়াও তিনি আচরণ করিতেন।

একদিন তাঁহার সহিত সামান্য বিবাদ হওয়াতে ঐ দাসী তাঁহাকে "তুমি চুরি করিয়া সুরাপান কর, তুমি আবার কথা কও," বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিল। মনিকার প্রকৃতি নিতান্ত সৎ ছিল, কেবল যৌবনসুলভ চাপল্য বশতঃ তিনি ও প্রকার আচরণ করিতেন, সুতরাং দাসীর ঐ তিরস্কারে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। জনক জননীর নিষেধ রক্ষা করেন নাই, গোপনে চোরের ন্যায় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, জনক জননীর এমন মহামূল্য বিশ্বাস হারাইয়াছেন, দাস দাসীদিগের চক্ষে আপনাকে নিকৃষ্ট ও অপদার্থ করিলেন—এই সকল চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে ঘোর অনুতাপ অনলে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সরল ও কোমল প্রাণে এই কলঙ্ক অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি জনক জননীর নিকট মার্জ্জনা চাহিলেন, গোপনে তাঁহাদের নিষিদ্ধ কোন কার্য্য করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; এবং আপনার চরিত্র সংশোধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এইরূপ কথিত আছে যে ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হইয়া অবশেষে তিনি বিধিপূর্ব্বক জলাভিষিক্তা হইয়া খৃষ্টের শরণাপন্না হইলেন।

ক্রমে তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইল, তাগস্তা নামক নগরবাসী একজন যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। মনিকার জীবনচরিত লেখক বলেন তাঁহার পতি চরিত্রাংশে অতি উৎকৃষ্ট লোক ছিলেন না। কিন্তু মনিকা আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সপ্রেম ব্যবহার ও সুস্নিগ্ধ বচনের দ্বারা বিপথগামী পতিকে সর্ব্বদা সুপথে আনিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র সেণ্ট অগস্তিন একস্থানে বলিয়াছেন যে জননীর মুখে তিনি কখনও একটী রূঢ় বাক্য শ্রবণ করেন নাই; পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মনিকার নিকটে স্বীয় স্বীয় দুঃখের কথা বলিত, স্বীয় স্বীয় পতির দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিত এবং তাঁহাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া অনেক প্রশংসা করিত, মনিকা কখনও কাহারও নিকটে একটী দুঃখের কথা বলেন নাই; তাঁহার মুখের প্রসন্ন পবিত্রতা দেখিয়া কোন দুঃখের কারণ অনুমান করাও যাইত না। তিনি প্রতিবেশিনী দিগকে যথোচিত সস্নেহ বচনে অনেক সদুপদেশ দিতেন; বলিতেন "ভগিনীগণ! তোমাদের জিহ্বা গুলিকে শাসন করিতে শিক্ষা কর, আর অঙ্গে প্রহারের বেদনা সহ্য করিতে হইবে না। কটূক্তি

দ্বারা বিপথগামী ব্যক্তিকে সুপথে আনা যায় না; প্রেমের দ্বারা এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিবার চেষ্টা কর।" তিনি মুখে যে উপদেশ দিতেন, নিজেও তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার চরিতলেখক বলিয়াছেন যে সাধুতা, বিনয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে তিনি তাঁহার পতির ও আত্মীয় স্বজনের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার চরিত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্বশ্রু ঠাকুরাণীও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাশ্রিতা হইলেন এবং তাঁহার পতিও সমুদায় দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্ট-ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইলেন।

মনিকা যথা সময়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করেন, এই তিনটী সন্তানের মধ্যে আমরা এক জনেরই কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিব। তিনি নিজের অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার গুণে ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার নাম অষ্টিন বা অগস্তিন। সে সময়ে সে প্রদেশে ন্যায় শাস্ত্র এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। যাঁহারা এই সকল বিদ্যাতে পারদর্শী হইতে পারিতেন, তাঁহারা উচ্চপদ ও সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিতেন। অগস্তিনের পিতা মাতা তাঁহাদের প্রতিভাশালী পুত্রকে উক্ত উভয় বিদ্যায় পারদর্শী করিবার নিমিত্ত কার্থেজ নগরে প্রেরণ করিলেন। একে যৌবন কাল, তাহাতে জ্ঞানের গরিমা, তদুপরে আবার অভিভাবক নিকটে নাই, অগস্তিন কার্থেজে গিয়া নানা প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন, এবং এক শ্রেণীর নাস্তিক দলের মতাবলম্বী হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল।

বিধবা মনিকা একাকিনী সেই যৌবন মদে মত্ত পুত্রের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত হইলেন; সন্তান বিপথ-গামী হইলে সেরূপ পবিত্রপ্রাণা জননীর প্রাণে কিরূপ লাগে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। মনিকা পুত্রের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কত বুঝাইলেন; তিনি কি ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছু দিন ধরিয়া তাঁহার সকল প্রয়াস বিফল হইতে লাগিল। মনিকা কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে আর একত্র আহারাদি করিতেন না; এক বাড়ীতে থাকিতেন না; কিন্তু অবশেষে সে উপায়ও পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট ক্রন্দন করাকে এক মাত্র উপায় জানিয়া অবলম্বন করিলেন।

সে ছবিটী মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। প্রতিদিন মনিকা ভজনালয়ে গিয়া কিয়ৎকাল প্রার্থনাতে যাপন করিতেন। ভজনার দিনে ধর্ম্মাচার্য্যকে বিশেষ ভাবে স্বীয় পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেন। ভজনা শেষ হইল, সকল লোক সে গৃহ পরিত্যাগ করিতেছে, তখনও মনিকা হাঁটু গাড়িয়া

বক্ষঃস্থলে অঞ্জলি বাঁধিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইষ্ট-দেবতার নিকট ক্রন্দন করিতেছেন। সকলে চলিয়া গেল, তিনি ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট গিয়া বলিলেন, আমার প্রতি কৃপা করুন, আমার প্রিয়তম পুত্রের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। আচার্য্য একদিন করিলেন, দু দিন করিলেন, নিত্য এই অনুরোধে অবশেষেএকদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি ঘরে যাও, যে পুত্রের জন্য এত চক্ষের জল পড়িতেছে, সে পুত্র কি কখনও একেবারে নষ্টহয়?" তিনি আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যখন কার্থেজ নগরে অগস্তিনের বিদ্যাশিক্ষার একপ্রকার শেষ হইল, তখন তিনি প্রসিদ্ধ রোমনগরে গিয়া কোন প্রকার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। রোমনগর তখনকার সময়ে মহানগরী ছিল, সেখানে যুবকদিগের বিপথগামী হইবার সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত, সুতরাং রোমনগরের কথা শুনিয়াই মনিকার প্রাণ আরও কম্পিত হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন মনিকা তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অগস্তিন তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। অবশেষে রাত্রিযোগে প্রতারণা পূর্ব্বক একাকিনী ফেলিয়া গোপনে তরি আরোহণে রোমনগরে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মনিকা যখন শ্রবণ করিলেন যে পুত্র তাঁহাকে একাকিনী ফেলিয়া বিঘ্নসংকুল সমুদ্র-জলে ভাসিয়াছে, তখন তাঁহার এতদূর মনের যন্ত্রণা হইল যে তিনি সমুদ্রকূলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক আত্মীয় স্বজনগণ বুঝাইয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিধি। যে দেশে গিয়া অগস্তিনের সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া মনিকা বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশে আসিয়া তাঁহার নবজীবন লাভ হইল।

ইতালীর মিলান নগরে আম্বোজ নামা এক জন খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতের সহিত পরিচয় হইয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্র ও সাধুতা দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, নিজের দুর্দ্দশার প্রতি চক্ষু পড়িয়া তাঁহার ঘোরতর আত্মগ্লানির উদয় হইল। এই ভয়ানক অনুতাপের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আপনার সমুদয় পাপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি অশ্রুপাত না করিয়া পাঠ করা যায় না। বিশেষতঃ অগস্তিন যে সকল স্থলে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে পরমেশ্বর! আমি তোমার দাসীর পুত্র, তোমার বাঁদীর

সন্তান, তোমার চিরানুগত পরিচারিকার স্নেহের ধন" ইত্যাদি সেই সকল স্থলে মনিকার কথা স্মরণ হইয়া হৃদয়ে আশ্চর্য্য করুণরসের সঞ্চার হয়।

সে যাহাহউক মনিকা যখন শ্রবণ করিলেন যে পুত্র অবশেষে আবার ধর্ম্ম-পথে ফিরিয়াছে, তখন আনন্দিত অন্তরে আফ্রিকাদেশ হইতে আগমন করিলেন। মাতা পুত্রে এখন এক ধর্ম্ম, এক চিন্তা, এক ভাব, এক আনন্দ! মনিকার আর সুখের সীমা রহিল না। তিনি অগস্তিনের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু অগস্তিন আর পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। যে জীবনের প্রথম ভাগ পাপাচরণে ও সুখভোগে যাপন করিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্ট ভাগ বৈরাগ্য ও ধর্ম্মচর্চ্চায় যাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। মনিকা ইহাতে সমধিক আনন্দিত হইলেন। পুত্রের সহিত পরম সুখে কিয়ৎকাল বাস করিয়া অবশেষে মনিকা এক গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। পীড়ার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি এক দিন অগস্তিনকে বলিয়াছিলেন;—"আমি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে তোমার সুমতি হয়। তুমি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুখে সংসার ধর্ম্ম কর। কিন্তু তিনি আমাকে আশাতিরিক্ত ফল বিধান করিলেন, তিনি তোমাকে বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার সেবক করিলেন। এখন পুত্র! আর আমার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে প্রতিপালন করা ও তোমাকে ধর্ম্মপথে প্রতিনিবৃত্ত দেখাই আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল, সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় তবে তাঁহার দাসীকে এ সংসার হইতে অবসৃত করুন।"

মনিকা যখন পীড়িত হন, তখন তাঁহার সন্তানগণ স্বদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর স্বদেশে ফিরিলেন না। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার অপর পুত্র দুঃখ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন "মা তোমাকে বিদেশে রাখিয়া যাইতে হইল।" তিনি উত্তর করিলেন, "শোক করিও না, এই হাড় কয়খানা যেখানে থাকুক না, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই মৃত্যু-শয্যায় আমার একমাত্র অনুরোধ, যেখানে থাক, যে অবস্থাতে থাক, তোমাদের অভাগিনী মাতার জন্য প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। আমি অনেক বিষয়ে ঈশ্বরের চরণে অপরাধী আছি, তিনি যেন আমার পাপ সকল মার্জ্জনা করেন।" এই বলিয়া তিনি লোক যাত্রা সম্বরণ করিলেন।

তাঁহার শরীর সমাধি-স্থানে নীত হইল। অগস্তিন তখনও এক বিন্দুও অশ্রুপাত করেন নাই। তিনি বলপূর্ব্বক অশ্রু-জল ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, এমন সতী সাধ্বী, যাঁহার স্বর্গ-বাস নিঃসংশয়, তাঁহার

জন্য অশ্রুপাত করিব না। কিন্তু যখন তাঁহার মৃত দেহ সমাধি মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদন করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর তিনি নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "মাগো তোমার পবিত্র মুখ এজন্মে আর দেখিব না" বলিয়া কাঁদিয়া অধীর হইলেন। এই ক্রন্দনের বিষয় উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের এক স্থানে অগস্তিন বলিয়াছেন "হে পরমেশ্বর! যে মাতা আমার জন্য বহু-বর্ষ ধরিয়া নেত্রজল বিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, আমি তাঁহার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত অশ্রু-জল ফেলিয়াছি, ইহাতে যদি কেহ আমাকে অপরাধী মনে করেন, তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করুন।"

সেণ্ট অগস্তিন তাঁহার গ্রন্থে যেখানে যেখানে স্বীয় জননীর উল্লেখ করিয়াছেন, সেই খানেই প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থানে তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন "হে পরমেশ্বর! আমার স্বর্গগতা জননীর পাপ সকল ক্ষমা কর। তিনি দয়ার আধার ছিলেন, সহস্র অপরাধ করিলেও তিনি অপরাধ মনে রাখিতেন না, তুমি তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

মনিকা ৫৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন। উত্তর কালে যখন তিনি মিলান নগরে পুত্রের নিকটে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন অগস্তিনের নাম সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য মণ্ডলীর সংখ্যা তখন অনেক ছিল। মনিকার জীবনচরিত লেখক বলেন, তিনি সমুদায় লোকের প্রতি মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা, গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বাভাবিক বিনয়, আশ্চর্য্য ধীরতা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত; পরামর্শ না লইয়া কেহ কোন কার্য্য করিত না; তাঁহার পদার্পণ মাত্র সকলে সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিত। আমাদের যখন শত শত বার অভিবাদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তখন যাঁহারা এই দেবপ্রকৃতি বিশিষ্টা নারীকে চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অভিবাদন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি!

একজন বড়লোক বলিয়াছেন, সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর পবিত্র মুখশ্রীর ন্যায় দর্শনীয় পদার্থ জগতে নাই, এবং এরূপ নারীর চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখার ন্যায় আর কিছুতেই হৃদয়কে তত উন্নত করিতে পারে না। মনিকার কথা স্মরণ হইলে এই বর্ণনা সত্য বলিয়া মনে হয়। কতদিনে এইরূপ পবিত্রপ্রাণা ও ধর্ম্মানু-রাগিণী জননীর মুখ বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব! কতদিনে এইরূপ জননী-দিগের স্তন্যের সহিত সাধুতা পান করিয়া

আমাদের সন্তানগণ সাধুপ্রকৃতি হইয়া বর্দ্ধিত হইবে!

সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ।

উঠগো মনিকা মাতা, ওই সিন্ধুজলে
ভেসে যায় প্রাণের সন্তান!
কেঁদনা মা, আর বৃথা কি হবে কাঁদিলে,
প্রাণ তার কঠিন পাষাণ!

পাষাণ না হতো যদি তাহলে ভুলারে,
এরূপে কি যায় প্রবঞ্চিয়া?
কেঁদেছত বহুদিন, এখন আলয়ে
গিয়ে চল মরিবে কাঁদিয়া।

এরূপে ডাকিছে লোকে, দেখ ভূলুণ্ঠিতা,
মূর্চ্ছাগতা মনিকা জননী।
গভীর যাতনা বশে আজ নিমীলিতা,
প্রাণ বুঝি যায় বা এখনি!

কতক্ষণে উঠি মাতা ভাসে নেত্রজলে,
হায় হায় কি হলো আমার!
যাবে যদি একা, মোরে কেন গেল ছলে,
সঙ্গে কেহ রহিল না আর!

করাল দুস্তর ওই নীল অম্বুনিধি,
দর্পহারী, প্রচণ্ড, ভীষণ,
কোথা ভেসে গেল পুত্র! রেখ রেখ বিধি
অভাগীর এই নিবেদন।

যৌবনে উদ্ধত হয়ে না শুনিল কাণে,
না গণিল মোর নেত্র জল;
এবার ডুবিয়ে পাপে, মরিবে পরাণে,
কে দেখিবে?—সে যে দুরন্তল।

হা হা পুত্র অগস্তিন! রক্ত মাংস দিয়ে
গড়েছে ত তোমার পরাণ!
কাঁদায়েছ বহু বর্ষ, শেষেতে ভাঙ্গিয়ে
হৃদি মোর, করিলে প্রস্থান।

আমি রে পাপিষ্ঠা বড়, এত নেত্রজলে
প্রায়শ্চিত্ত হলো না কি তার?
আর কত সাজা পাব এ মহীমণ্ডলে?
কবে মোর হবেরে উদ্ধার।

রচিনু অমৃত-পাত্র, না তুলিতে মুখে,
মিশাইল তাহাতে গরল!
আশাতে বাঁধিনু ঘর, ভাবি রব সুখে,
না পশিতে লাগিল অনল।

অশ্রু দিয়া স্বামিধনে যদি বা পাইনু;
পুত্রধনে হইনু বঞ্চনা।
মনিকা থাকিবে সুখে, এখন বুঝিনু,
ইহা নয় বিধির বাসনা।

হা পুত্র! পাইলে পাখা উড়ি উড়ি যাই,
তরি সনে দূর দেশান্তরে!
এ মোর দুঃখের গীত তব পাশে গাই,
পক্ষপুটে ঢাকি রে তোমারে!

হা পুত্র! সুধীর শ্রেষ্ঠ হয়ে কি শিখিলে,
শিখিলে না যদিরে বিনয়!
খোয়াইয়া ধনরাশি কি লাভ করিলে,
পেলে না ত ধর্ম্মের আশ্রয়।

হা পুত্র! করিয়ে আশা পালিনু তোমারে
পদে দলে গেলে রে সকল;
এসেছিনু অশ্রু লয়ে, তোদের সংসারে,
অশ্রু হলো শেষের সম্বল।

এদিকে,—দুর্জ্জয় সিন্ধু অট্ট অট্ট হেসে,
কূলে আসি করে থল থল!
তরঙ্গে উঠিয়া রঙ্গে তরি যায় ভেসে,
অগুস্তিনের বাড়ে কুতূহল!

কুতূহলে তরি পৃষ্ঠে বেড়ায় উল্লাসে,
কারামুক্ত বিহগ যেমন!
যা দেখে আনন্দ তাহে, সবারে সম্ভাষে,
বন্ধুভাবে করে আলিঙ্গন।

কিন্তু ক্রমে দিন গত, নীল জল পারে
রবি ছবি ডুবিবারে যায়;
আকাশে কালির ছড়া, আঁধার সঞ্চারে,
গ্রাসে দিক্ সাগরে ডুবায়।

বিষাদ মাখা সে সন্ধ্যা, সব একাকার,
মিশে যায় অসীমে অসীম্!
আকাশ, আঁধার, সিন্ধু, আর চিনা ভার
নীল, নীল, কেবল নীলিম্!

এল রাত্রি অগস্তিন, সপ্তর্ষি-মণ্ডলে
রাখি আঁখি এখন ভাবিছে;
কি ভাবিছে? জানি না ত, কিন্তু গণ্ডস্থলে
ধীরে দুটী প্রবাহ বহিছে!

বুঝিবা ভাবিছে, মার কোমল পরাণে,
আর কত দিব বা যাতনা;
সেই স্নেহ, সে সাধুতা পাব কোন স্থানে,
এত ভালবাসে কোন্ জনা?

গর্ব্বিত যুবক, সে কি এমনো ভাবিছে?
তবে কেন ফেলিয়া আসিবে?
কার তরে তবে নেত্রে সলিল বহিছে,
একা সে যে কারে বা বলিবে!

রাত্রি হলো, অগস্তিন মুছিল নয়ন,
হেথা নেত্র মুছিলা জননী,
ফিরে মাতা, যায় পুত্র, চিন্তায় মগন,
যায় কক্ষে হাসিয়া অবনী।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কলম্বসের চেষ্টায় ও ইজাবেলার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের যত্নে অতি শীঘ্রই সকল আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কলম্বস অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; তিনি যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তাহা অতি দুরূহ এবং তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তার; এই জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বরের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না। তদনুসারে তিনি তাঁহার অধীনস্থ সকলকে সঙ্গে লইয়া সময়োচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত রাবিডার আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া সকলে পাপ স্বীকার, ক্ষমা গ্রহণ প্রভৃতি কাথোলিক ধর্ম্মানুযায়ী সংস্কার ও উপা-

সমাদি সম্পন্ন করিলেন। আশ্রমাধ্যক্ষ জুয়ান পেরেজও এই মহৎ ব্যাপার যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তদুদ্দেশে তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল; প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের একটী চির-স্মরণীয় দিন উপস্থিত হইল। আমরা এই দিন স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইব কি দুঃখিত হইব বুঝিতে পারি না। এই দিন আমেরিকার আবিষ্কারের সূত্রপাত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে আমেরিকার আবিষ্কার বড় সামান্য ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারের পূর্ব্বে পৃথিবীর দুই অংশ পরস্পর হইতে পৃথক্ ও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল; যত কিছু বিজ্ঞান, সকলই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে নিবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর প্রকৃত আকারের বিষয়ে কত লোকের কত ভ্রম ছিল। আমেরিকার প্রায় সমুদায় অংশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সকল অভাব দূর হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিম একত্রিত হইয়াছে; বাণিজ্য ও আবিষ্কার কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে; আমেরিকার জঙ্গল-ময় স্থান সকল সুন্দর নগর, গ্রাম, রাজপথ, রেলওয়ে প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়াছে; তত্রত্য ভূগর্ভনিহিত স্বর্ণ-রজতাদি পদার্থ সকল উত্তোলিত হইয়া জনসমাজের কত উপকার সাধন করিতেছে; সেখানেও বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা হইতেছে; এবং বর্ত্তমান রাজ-নৈতিক জগতের পক্ষে একটী নূতন রকমের শাসন প্রণালী (প্রজাতন্ত্র) তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহার শেষ ফল কি দাঁড়ায় তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। কেবল তাহাই নহে; যে সভ্যতা ও সৌভাগ্য-সূর্য্য সৌরজগতের দিননাথের ন্যায় পূর্ব্বদিকে (ভারতবর্ষে) উদিত হইয়া ক্রমে মিসর, গ্রীস্, রোম অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মাধ্যন্দিন কিরণ বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে আমেরিকার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং সেই আমেরিকার সাহায্যে কয়েক বৎসর হইল অন্ধকারময় জাপান দ্বীপপুঞ্জে তাহার প্রভাতরশ্মি সকল দেখা দিয়াছে। কে বলিতে পারে সেই অস্তমিত সৌভাগ্যসূর্য্য আর ফিরিবে না? কে বলিতে পারে ভারতের মুখ আবার উজ্জ্বল হইবে না? কে বলিতে পারে ভারত আবার একদিন সভ্য জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না? ভারতের কারণে আমেরিকা আবিষ্কারের সূত্রপাত হইল, ভারতের নামে আমেরিকার নাম পশ্চিম ভারত (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) হইল। আজি সেই আমেরিকা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে পাদচারণ করিতেছে। আর ভারত সভ্যজগৎ কর্ত্তৃক অর্দ্ধ সভ্য ও দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত।

ভারত, মলিনবেশে অধোবদনে, স্বকীয় ছিন্ন মলিন বসনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রোদন করিতেছেন! সম্মুখে তাঁহার বিংশতি কোটী সন্তান নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু আশা আছে সেই সূর্য্য কিরণ স্পর্শে এই কালনিদ্রা একদিন ভঙ্গ হইবে। এই দুঃখ রজনী একদিন প্রভাত হইবে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; দিবসের পরে রজনী, রজনীর পরে দিবস; এইরূপ পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। ভারতের পক্ষেই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন?

কিন্তু আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ তোমাদের পক্ষে অদ্য কি অশুভক্ষণে রজনী প্রভাত হইল! আজি তোমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। সাবধান! ঐ জাহাজে করিয়া নির্ম্মম শ্বেতাঙ্গগণ আসিতেছে; বারুদাগ্নি তাহাদের বিদ্যুৎ, গোলাগুলি তাহাদের বজ্র। ইহার নিকট তোমাদের রক্ষা নাই। আহা! আজি তোমাদের কি কুদিন! আজি হইতে তিন চারি শত বৎসর পরে তোমাদের জাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় হইবে, তাহা তোমরা স্বপ্নেও জানিতেছ না! আমেরিকা! তুমি কি নিষ্ঠুরতারই সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছ! আফ্রিকাবাসী নিগ্রোগণ! তোমরাও প্রস্তুত হও। তোমাদিগকে ঘর ঘর, স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সাগর পারে আমেরিকাস্থ শ্বেতাঙ্গদিগের নিকট বিক্রীত হইতে হইবে। সেখানে পশুর ন্যায় তোমাদিগকে পরিশ্রম ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। পশুগণের প্রতি যে দয়া প্রদর্শিত হয়, তোমাদের প্রতি তাহাও হইবে না। আমেরিকায় যে নিষ্ঠুর ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য নহে। ধন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা! ধন্য খৃষ্টীয় ইউরোপ!

বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্যঘটনা।

(২১০ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

তাপ ও আলোকের সহিত তাড়িতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উষ্ণপ্রধান দেশে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ-ক্রীড়া এবং বজ্র-নিনাদ হয়, যত শীতপ্রধান দেশের দিকে যাওয়াযায়, ততই ইহার মন্দভাব দেখা যায়। হিন্দুস্থান, ভারত মহাসাগর, আফ্রিকার উপকূল, কেপবার্ড এবং মধ্য আমেরিকার বিদ্যুৎ-ক্রীড়া দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় প্রলয়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ মনে করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগের দেশে সেরূপ দৃশ্য বিরল। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী হুম্বোল্ট আমেরিকার অন্তঃ-পাতী কুমানা নামক স্থানে শীতকাল যাপন করেন, তাহাতেই সেখানে

বৈদ্যুতিক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১০ই অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত সায়ংকালে ঈষৎ লাল বাষ্পোদ্গম দেখা যাইত, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহাদ্বারা সমুদায় আকাশ ছাইয়া ফেলিত। বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে কিছুমাত্র আর্দ্রতা নাই, দিনের বেলা উত্তাপের পরিমাণ ৮২ তাপমান হইতে প্রায় ৯০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রে বাষ্প কখন কখন অদৃশ্য হইত এবং মস্তকের উপর হইতে দৃষ্টান্তরেখা পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণের মেঘমালা শোভা পাইত। এই মেঘ কখন কখন এত স্বচ্ছ হইত যে তাহার ভিতর দিয়া চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেখা যাইত এবং চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইত। মেঘমালা সমান সমান দূরে সজ্জিত থাকিত এবং অতি উচ্চ আকাশে অবস্থিত বোধ হইত। ২৮এ অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপেক্ষা কুজ্ঝটিকা ঘনীভূত এবং রাত্রিকালে গ্রীষ্মের আধিক্য অনুভূত হইল। সায়ংকালে বায়ু বহিত না। আকাশ অগ্নিময় বোধ হইত এবং ভূমি সর্ব্বত্র ফাটিয়া ও ধূলাবৃত হইয়া থাকিত। ৪টা নবেম্বর অপরাহ্ণ ২টার সময় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে তত্রত্য পর্ব্বত শিখর আচ্ছন্ন করিল এবং ক্রমে তাহা অর্দ্ধ আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ৪ টার সময় বজ্রধ্বনি শ্রুত হইল, কিন্তু তাহা অনেক উচ্চে এবং মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হইতে লাগিল। যখন ভয়ানক বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিক্‌মণ্ডল আলোকিত করিল, তখন দুইটী ভূকম্পন হইল, একটী আর একটীর ১৫ সেকেণ্ড পরে হইল, রাস্তার লোক বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, হম্‌বোলট শয্যায় শয়ান ছিলেন চমকিত হইয়া উঠিলেন। প্রথম কম্পনের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হয় এবং বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে থাকে। তৎপরে সমস্ত রাত্রি আকাশ মেঘাবৃত ও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ রহিল। সে দিনকার সূর্য্যাস্তগমন যার পর নাই চমৎকার। কৃষ্ণবর্ণ মেঘপট এক স্থানে ছিন্ন হইল এবং সূর্য্যমণ্ডল বৃহৎ ও বিকৃতাকার দৃষ্ট হইল। মেঘের ধারে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া আকাশকে রাম-ধনুকের বর্ণে রঞ্জিত করিল। রাত্রি ৯টার সময় তৃতীয় ভূকম্পন হইল এবং তৎসঙ্গে ভূনিম্নে এক প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর লাল বাষ্প এমন ঘন হইল যে চন্দ্র মণ্ডল কেবল ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। ৭ই নবেম্বর বাষ্প অদৃশ্য হইল, আকাশ মণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার হইল, ১১ই রাত্রি স্নিগ্ধ ও অতি রমণীয় বোধ হইল। অন্যান্য পর্য্যটকেরাও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় তাড়িতের সহিত পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগের এবং বাহিরের বায়ু মণ্ডলের ঘনিষ্ট যোগ আছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় রায়োডি-

লাপলাটা নদীমুখে তাড়িতের সমধিক প্রাচুর্ভাব দেখা যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বুনস আইরিস নগরের ৩২টী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক সময়ে বজ্রপাত হয় এবং তাহাতে ১৯জন লোক মারা যায়। ডাক্টর উইন সাহেব অনেক অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করেন, বড় বড় নদীর মুখেই ঝটিকা ও বজ্রপাত অধিক হয়। নদীর পরিষ্কার জল ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সঙ্গম হেতু তাড়িতের বৈষম্য হইয়া এই ঘটনা হয়।

গার্হস্থ সুখ।

(২১১ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

পরিণামদর্শিতা—জ্ঞান কার্য্যে পরিণত হইলে এই গুণ জন্মে। ইহাদ্বারা কোন্ কার্য্য করা উচিত এবং কোন্ কার্য্য পরিত্যাগ করা বিধেয়, তাহার শিক্ষা লাভ করা যায়। ইহার দ্বারা আরও জানা যায় কোন্ কার্য্য গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে হইলে কিরূপ উপায় প্রণালী অবলম্বন ও সু সময় প্রতীক্ষা করিতে হয়। অনেকে অনেক কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন এবং তাহার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টাও করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় না কেন? যে সময়ের যাহা সে সময়ে তাহা না করিলে এবং যে প্রণালীতে যাহা সহজে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য সেই প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমুদয় শ্রম পণ্ড হয়। লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজা মৃত্যু শয্যায় শ্রীরাম চন্দ্রকে যে রাজনীতির উপদেশ দেন, তাহা পাঠিকাগণের অনেকেই জানেন "শুভস্য শীঘ্রং" এবং "অশুভস্য কাল হরণং" এই দুটী অতি সার কথা। এ দেশের প্রাচীন লোকে সকল বিষয়েই পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন, কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। নব্য গৃহিণীদের স্বামীরা হাজার উপার্জ্জন করুন না, তাঁহাদের সংসারে সুসার নাই, "যত্র আয় তত্র ব্যয়," দু-পয়সা জমে না, তাঁহাদের হাটে আনা, বাটে খাওয়া ঘুচে না এবং ঋণের পরিমাণই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার কারণ কেবল তাঁহারা সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খল অর্থাৎ বিগোচ বলিয়া। প্রাচীন গৃহিণীরা সংবৎসরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঘরে অগ্রে সংগ্রহ করিয়া রাখেন, একটী কুটার অভাব হয় না। নব্যা গৃহিণীদের নিত্য অভাব। নব্যাদিগের গৃহে এক বৎসরের পুরাতন কোন জিনিষ পাওয়া ভার, কিন্তু প্রাচীনাদিগের গৃহে ২০।২৫ বৎসরের বস্ত্র, বাসন, ঘৃত ইত্যাদি যথাস্থানে সজ্জিত থাকে। অপরিণামদর্শীরা বস্তুর চাক্‌চিক্য দেখিয়া ভুলিয়া যান, কিন্তু পরিণামদর্শীরা মূল্য বেশী দিয়া টেঁকসই জিনিষ ক্রয় করেন, তবু

অল্প পয়সায় ঠুনকা জিনিষ অধিক কিনিয়া ঘর সাজাইতে চান না। বিবাহ, যাহার উপর চিরজীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহাতে এই পরিণামদর্শিতা নিতান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এ দেশের রমণীগণ আপনাদের জীবনের সঙ্গী মনোনীত করিবার সময় একটী রাও নিষ্পত্তিও করিতে পারেন না, পিতামাতা আত্মীয়গণই তাঁহাদিগের ভাগ্যের বিধাতা হন। দূষিত দেশাচারের জন্য কন্যাগণকে অপরের অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ করিতে হয়। এরূপ স্থলে পিতামাতা আত্মীয়গণের চিন্তা করা উচিত, অবলা সুকুমারী বালিকাগণকে অপাত্রে সমর্পণ করিয়া যে চিরদুঃখভাগিনী করেন, ইহার জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, তাঁহাদিগের অপরাধের সীমা নাই। (ক্রমশঃ)

মধুচক্র।

বহুসংখ্যক প্রাণী যেখানে একত্রে বাস করে, সেখানে কোন না কোন প্রকার শাসন প্রণালী অবশ্যই প্রচলিত থাকিবে। মনুষ্য সম্বন্ধে এ কথা প্রমাণ করা বাহুল্য মাত্র। পৃথিবীর কুত্রাপি এমন সমাজ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু ইতর প্রাণীদিগের সম্বন্ধেও যে একথা সত্য, ইহা বোধ হয় অনেকেরই ধারণা নাই। হয়ত তাহাদের মধ্যেও রাজা আছে, রাজ-শাসন আছে, ও সেই শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে আপন আপন নির্দ্ধারিত কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করে, একথা বোধ হয় পাঠিকাবর্গ শীঘ্র বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না। আমরা তাঁহাদের এই ভ্রম দূরীকরণাভিলাষে মধুমক্ষিকাদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি অতীব বিস্ময়কর কথা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

একখানি মধুচক্র অনেকাংশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের সমান। মনুষ্য সমাজে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ও একমাত্র রাজশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, মধুচক্রেরও প্রণালী সেইরূপ। একটী বিষয়ে মধুমক্ষিকাগণ মনুষ্যদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সকল দেশেই পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ ভোজনপটু অনেক নরনারী দেখিতে পাই। কিন্তু মধুচক্র-রাজ্যে এরূপ জীবের সম্পূর্ণ অভাব। যে সকল মক্ষিকা সাধারণের কোন উপকারে আইসে না, চক্রের মধ্যে তাহাদের তিলার্দ্ধ স্থান নাই। মধুচক্রের নিয়মানুসারে সকলকেই কোন না কোন

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য সকলকেই আলস্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। কি উৎকৃষ্ট নিয়ম! আমরা মনুষ্য বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি; কিন্তু এ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হেয় মক্ষিকার যে পরিমাণ জ্ঞান আছে, আমরাও যদি সেই পরিমাণে জ্ঞানী হইতাম, তাহা হইলে জগতের দুঃখভারের কত যে লাঘব হইত বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা পরিশ্রমে সক্ষম হইয়াও ইচ্ছা করিয়া পরিশ্রম করিবে না, তাহাদের উদরপূর্ত্তি করিবারও যে কোন অধিকার নাই, এই সামান্য কথাটী মধুমক্ষিকারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানাহঙ্কার পূর্ণ মনুষ্য অদ্যাপি সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই।

মধুচক্রের মধ্যে তিন জাতীয় মক্ষিকা বাস করে, যথা—রাণীমক্ষিকা, অলসমক্ষিকা, ও শ্রমজীবী মক্ষিকা। আমরা যথা-ক্রমে ইহাদিগের বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

একখানি চক্রের মধ্যে অগণ্য মক্ষিকা বাস করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতীয়া মক্ষিকা একটী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম রাণী মক্ষিকা। রাণীমক্ষিকার দেহ সচরাচর অপরাপর মক্ষিকার অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণ, ও উদর ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। রাণীমক্ষিকা চক্রের রাজ্ঞীস্বরূপা। চক্রের মধ্যে যত মক্ষিকা বাস করে, সকলেই তাহার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাহাকে চক্রের "রাজরাজেশ্বরী" বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ইহার উৎপাদিকা শক্তি অতি ভয়ানক। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পাঁচদিন বয়ঃক্রম হইলে ইহা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, এবং প্রতিদিন দেড়শত হইতে দুইশতের হিসাবে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া ডিম পাড়িতে থাকে। এই মহতী উৎপাদিকা শক্তির প্রভাবে অচিরে একটী মাত্র স্ত্রীজাতীয়া মক্ষিকার দ্বারা সমগ্র চক্র প্রজাপূর্ণ হয়, এবং এক খানি চক্রের মধ্যে যত মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই রাণী মক্ষিকার সন্তান।

অলস মক্ষিকাদিগকে ইংরাজীতে ড্রোণ (drone) কহা যায়। কিন্তু তা বলিয়া পাঠিকাবর্গ যেন এরূপ স্থির না করেন যে অলস মক্ষিকা মধুচক্র রাজ্যের কোন উপকারেই আসিবে না। এই ক্ষুদ্র রাজ্যপ্রচলিত আইনানুসারে যাহারা কোন উপকারেই আসিবে না, তাহাদের তথায় স্থান নাই। অলস মক্ষিকাগণ মধু সঞ্চয়াদি কার্য্যের অনুপযোগী বটে, কিন্তু তথাপি ইহাদের দ্বারাও একটী অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সাধিত হয়। নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

সমাজ বলিলে কতকগুলি জীব সমষ্টি বুঝায়। বহুসংখ্যক জীব লইয়া একটী সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং কোন সমাজকে স্থায়ী বা পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে অপত্যোৎপাদন ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

মধুচক্র রাজ্যে প্রথমতঃ রাণীর গর্ভে কতকগুলি সন্তান জন্মে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অলস মক্ষিকা উৎপন্ন হয়, এবং পরিশেষে এই অলস মক্ষিকাদের ঔরসে ও রাণীর গর্ভে সন্তান জন্মিয়া ক্রমশঃ চক্র প্রজাপূর্ণ হয়। সুতরাং ইহাদের দ্বারাও মধুচক্র রাজ্যে একটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত হইয়াছে যে পাঁচ ছয় মাস পরে রাণী আর ডিম্ব প্রসব করে না; সুতরাং তখন অলস মক্ষিকাদিগের দ্বারা চক্রের কোন উপকার হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। রাণীর ডিম্ব প্রসব বন্ধ হইলেই অলস মক্ষিকাদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। তাহাদিগের দ্বারা আর কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া শ্রমজীবী মক্ষিকাগণ দলে দলে তাহাদিগকে সংহার করে অথবা চক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। অলস মক্ষিকাগণ এমনই হতভাগা যে আত্মরক্ষণেও অসমর্থ, কারণ মক্ষিকাদিগের প্রধান অস্ত্র হুল, তাহা ইহাদিগের নাই।

রাণী ও অলস মক্ষিকাদিগের কথা বলা হইল। এক্ষণে শ্রমজীবী মক্ষিকাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। আমরা সচরাচর যে সকল মক্ষিকা দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। রাণী ও অলস মক্ষিকাদিগের অপেক্ষা ইহাদের দেহ ক্ষুদ্রতর। পরিশ্রমে কাতর নহে বলিয়া ইহাদিগকে শ্রমজীবী মক্ষিকা কহা যায়। চক্র নির্ম্মাণ, মধুসঞ্চয়, রাণীর পরিরক্ষণ, রাণীর সংখ্যাতীত শিশু সন্তানগণের লালন পালন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার ইহাদের উপরে। বস্তুতঃ মধুচক্র রাজ্যে ইহাদের প্রভুত্ব অসীম। ইহারাই অলস মক্ষিকাদিগকে আহার যোগায়, এবং পরিশেষে ইহারাই আবার তাহাদিগকে অবমানিত করিয়া চক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ইহারা কোন্ জাতীয়?—স্ত্রী না পুরুষ? পাঠিকাবর্গ হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে শ্রমজীবী মক্ষিকা মাত্রেই নপুংসক।

বিজ্ঞান রহস্য।

১। কাম্পে সম্প্রতি একটী বালকের ক্রুপ অর্থাৎ ঘুংড়ি রোগে মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া আত্মীয়েরা তাহাকে শবাধারে বদ্ধ করিয়া রাখে। মাতা জন্মের মত একবার তাহার মুখখানি দেখিবার জন্য শবাধার যেমন খুলিবেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, সন্তান মরে নাই। ইহাতে সেদেশে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে খুব বিতণ্ডা চলিয়াছে। জীবন্ত অবস্থায় অনেক লোককে মারা হয়, ইহার শত

শত দৃষ্টান্ত দিয়া পারিসের ডাক্তার ফিলিফস গানাল এক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন নাই। মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া হঠাৎ কাহাকে দাহ বা সমাধি করা নিতান্ত অবিধেয়।

২। ইংলণ্ডের নিকট যে সমুদ্র গঙ্গা (gulf stream) বহনাবহন করে, তাহার গতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বোধ হয়। ব্রিটানির নিকট এক প্রকার মৎস্য দেখা যাইত, তাহা ধরিয়া ধীবরেরা দেড় কোটী ফ্রাঙ্ক মুদ্রা পাইত, আর তাহা দেখা যায় না। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এবিষয়ের গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন।

৩। অধ্যাপক সিলবেনস টমসন ক্রষ্টাল প্যালেসে এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন তাড়িতের একটী ভাণ্ডার নগর মধ্যে থাকিলে যেমন সমুদায় নগর উজ্জ্বলরূপে আলোকিত হইতে পারে সেইরূপ বাষ্পের পরিবর্ত্তে তদ্দ্বারায় যন্ত্র সকলের কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে ব্যয় অল্প এবং অল্প লোকের প্রয়োজন। ইহা হইলে অল্প পুঁজিতে অনেক ব্যবসা চালান যাইতে পারে। বিদ্যুৎ ভৃত্য ভবিষ্যতে যে কত আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিবে, কে বলিতে পারে?

৪। কুকুরের আত্মহত্যা—একটী কুকুরের প্রভু তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল তিনি অন্যায় দণ্ড দিয়াছিলেন। আহত কুকুর অপমানিত হইয়া একটী নিকটস্থ সরোবরে গমন করিল। তাহাতে ডুব জল হইল না দেখিয়া সেই জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া রহিল এবং এই অবস্থাতে মরিয়া গেল।

৫। সুখাদ্য পক্ষীর বাসা—চিনেরা যে পক্ষীর বাসা ভোজন করে, তাহার বিবরণ এই পত্রিকাতে আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। বোর্ণিও দ্বীপের পূর্ব্ব-ধারে সাণ্ডাকান উপসাগরে ও কিনা বটঙ্গন নদী-তীরের দুরারোহ স্থান গুলি হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করা হয়। এই বাসা তিন প্রকার দেখা যায়, শ্বেত,—রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের। শ্বেত ও রক্ত একই জাতীয় চাতক পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নির্ম্মাণ করে। কৃষ্ণবর্ণের বাসা অন্য জাতীয় চাতক পক্ষী নির্ম্মিত। বাসাসকলের মূল্য যথাক্রমে ৪৫, ২০ ও ৪½ শিলিং।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গমহিলা সমাজে গত মাসে চারিটী সভা হইয়াছে। তাহাতে উপাসনা, রচনা পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "স্বাধীনতা" এবং ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু 'এদেশের শাসনপ্রণালী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কুমারী লাবণ্য প্রভা বসুর "নারীজীবনের উদ্দেশ্য" বিষয়ক রচনা পাঠ হয়। তাহা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তিনি ২০টাকা পুরস্কার লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন।

২। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভারতসভাস্থাপিত উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যবিধানার্থ ত্রিবৌঙ্কুরের মহারাজা এককালীন ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষা ট্রিপো পরীক্ষায় গার্টন কলেজের দুইটী রমণী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গার্টন কলেজের আর ২টী দ্বিতীয় এবং ৬টী তৃতীয় শ্রেণীতে এবং নিউহাম কলেজের ২টী দ্বিতীয় এবং ১টী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গার্টন কলেজের একটীও পরীক্ষার্থিনী অকৃতকার্য্য হন নাই। নারীগণের উচ্চ-শিক্ষার এই পরিচয় পাইয়া কেনা আনন্দিত হইবেন?

৪। লণ্ডন কিংস্ কলেজের সহিত যে স্ত্রীলোকদিগের কলেজ আছে, তাহার সাহায্যার্থ গত জুন মাসের শেষে একটী সভা হয়। সভাস্থলে একটী স্ত্রীলোক 'short hand' প্রণালীতেসংক্ষেপে কার্য্য-বিবরণ লিখিতেছিলেন, ইহাতে এক জন লেখক বলিয়াছেন "এ বিদ্যাটী স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ উপযোগী, বোধ হয় অল্প দিন মধ্যে ইহা তাঁহারা একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া লইবেন।"

পুস্তক সমালোচনা।

১। মনুসংহিতা কুল্লুক ভট্টকৃত ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত—ঢাকা ধর্ম্মশাস্ত্র কার্য্যালয় হইতে সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মনুসংহিতা আমাদিগের প্রধান ব্যবস্থা শাস্ত্র ইহাতে সামাজিক, রাজনৈতিক পারিবারিক কিরূপ ব্যবস্থা প্রণালী আছে, তাহা অবগত হওয়া এদেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা হিন্দুসমাজের অতি প্রাচীন সময়ের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় এবং বর্ত্তমানকালে তাহার কোন্ কোন্ বিষয়ের পরিবর্ত্তন মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের নিমিত্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে যেরূপ সরল বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইতেছে তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা।

২। সমাজচিন্তা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা এই পুস্তকে সমাজ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং লেখক তাহাতে আপনার চিন্তাশীলতা ও উদারচিত্ততার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির

উন্নতি সাধনার্থ তাঁহার আগ্রহের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কোন কোন বিষয়ে তাঁহার এক দেশদর্শিতা এবং অত্যুদার (radical) মতের সহিত আমরা যোগ দান করিতে পারি না। ঐহিক সুখ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হয়, ইহা অবশ্য প্রার্থনীয়, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা না করিয়া তাহার প্রয়াস করা বিড়ম্বনা মাত্র।

৩। সাহিত্য সোপান ২য় ভাগ শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। এই পুস্তক খানিতে নীতি, বিজ্ঞান ও জীবন চরিত সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর প্রস্তাব আছে এবং সেগুলি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য হইবার যোগ্য।

৪। মহাপূজা—শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য /১০ আনা। ইহাতে দেশহিতৈষণা উদ্দীপক কয়েকটী কবিতা আছে, শ্রীহট্টকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত।

৫। সন্ধ্যাসঙ্গীত—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকার ইতিমধ্যে কবিনামের খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বারা এই খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত হইবে। ইহার বর্ণনাগুলি স্বাভাবিক ও অতি হৃদয় গ্রাহী। ইনি হৃদয়ের ভাব সরল ভাষায় অথচ কবির তুলিকায় চিত্র করিয়া প্রকাশ করিতে জানেন। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সমান সুখ লাভ করিয়াছি। ইহাতে 'বিষ ও সুধা' বলিয়া যে একটী কবিতা আছে, তাহা কবির বাল্যকালের রচনা। "উঠন্ত মুলের পত্তনেই চেনা যায়" ইহা সত্য।

৬। Hand Book of Homeward-bound Travellers from India and the East—ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত ভ্রমণের ব্যয় প্রভৃতি আবশ্যক বিষয় এই পুস্তকখানি হইতে জানা যায়। King-London এই ঠিকানায় অথবা তাঁহার কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এজেন্টের নিকট চিঠি লিখিলে পুস্তক বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

৭। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক বিবরণ আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রাবৃট-বর্ণনা।

আইল প্রাবৃট কাল পৃথিবী মাঝারে।
গ্রীষ্ম ঋতু চলি গেল হেরিয়া তাহারে॥
ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম কালে প্রকৃতির কায়।
আহা মরি হয়েছিল ঠিক্ মৃতপ্রায়॥

এবে বর্ষা আগমনে সজীব হইল।
আহা মরি বসুন্ধরা কি শোভা ধরিল॥
নব পরিচ্ছদ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
দেখ চেয়ে দশদিক্ সেজেছে কেমন॥
অসংখ্য অগণ্য ওই জলধর দল।
ঢাকিয়া রয়েছে সদা গগনমণ্ডল॥
ঝম ঝম রব করি বর্ষিতেছে নীর।
ভীম রব করি কভু গর্জ্জিছে গভীর॥
মাঝে মাঝে মেঘ-কোলে চমকে চপলা।
সেরূপ কি অপরূপ নাহি যায় বলা।
উঠে না গগনে এবে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
জলধরদলে সদা ঢাকা আছে তারা॥
কভু যদি উঠে সূর্য্য গগন উপরে।
অমনি জলদদল গ্রাস করে তারে॥
সুখকর সুশীতল পেয়ে বারি ধার।
কত ফুল ফুটিয়াছে কানন-মাঝার॥
কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকর।
ফুটিয়া কাননকায় হয়েছে সুন্দর॥
নীর পেয়ে গন্ধ হ'ল ফল কত শত।
আতা, জাম, আদি তার নাম কব কত॥
দেখিয়া অম্বর-কোলে জলধর দলে।
শিখি কুল আহ্লাদেতে কদম্বের ডালে॥
নৃত্য করে মহা সুখে পুচ্ছ বিস্তারিয়া।
নয়ন মোহিত হয় তাহা নিরখিয়া॥
পাইয়া বরষা-রাজে সবে সুখী হ'ল।
যমুনা জাহ্নবী বক্ষ উথলি উঠিল॥
নবীন তৃণের দল পৃথিবী উপর।
কেমন সেজেছে আহা মরি কি সুন্দর॥
সরেতে নলিনী অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে।
জলের হিল্লোলে মৃদু দুলিছে সঘনে॥
তদুপরি পড়িয়াছে বারিবিন্দুচয়।
মুক্তামালা প্রায় তাহা কিবা শোভাময়॥
বক, হংস, জলচর আহ্লাদ অন্তরে।
সরসীতে নামে কেলী করিবার তরে॥
মরাল মৃণাল লোভে শশব্যস্ত হয়ে।
কমলের বনে যায় আনন্দ হৃদয়ে॥
যত ক্ষুদ্র জলাশয় শুষ্ক হয়েছিল।
পয় পেয়ে এবে তারা পূর্ণ হয়ে গেল।
এইরূপে বসুন্ধরা কত শোভা পায়।
বিচিত্র অদ্ভুত তাহা বর্ণন না যায়।
প্রকৃতিসুন্দরী হয়ে আহ্লাদিত মন।
নব পরিচ্ছদে করে তনু আচ্ছাদন।
কত অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেছে।
আহা মরি কিবা শোভা তাহাতে হয়েছে॥
আপনার রূপে হয়ে আপনি পাগল।
মৃদুমন্দ হাসিতেছে করি ঢল ঢল॥
দেখিয়া সে হাসি তার সুচারু বদনে।
জগৎও হাসিছে হেন বোধ হয় মনে॥
বিচিত্র ভূষণে অয়ি ভূষিতা সুন্দরি।
তোমার নিকট আমি নিবেদন করি॥
যে করেছে তব এই সুখময় কায়।
বারেক দেখাতে কিগো পার মোরে তাঁয়॥
কোথায় আছেন তিনি সত্য কহ মোরে।
দেখা পেলে কব আমি তাঁ'র পায়ে ধরে॥
"ওহে পিতঃ পরমেশ অনাথার নাথ।
কন্যা প্রতি একবার কর দৃষ্টিপাত॥
ক্রন্দন করিয়ে আমি ধরি তব পায়।
কৃপা কর পরমেশ দুঃখী অনাথায়॥"

শ্রীমতী নীরদমোহিনী বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১২ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৮৯—সেপ্টেম্বর ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের রমণীগণ দেশের লোক সংখ্যা গণনাকার্য্য (Census) অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করা পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা তাঁহারা অতি সহজে হস্তগত করিয়াছেন। নারী-প্রকৃতিতে কত গুণ লুক্কায়িত রহিয়াছে, শিক্ষা এবং কার্য্য-ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়া দেও, সে গুলি সহজে বিকশিত হইয়া সমাজের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে।

আসিয়ার মধ্যে জাপান স্বাধীনভাবে আপনার উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি তথায় বিবাহ বিষয়ে এক নিয়ম হইয়াছে, পুরুষ ২৪ এবং স্ত্রীলোক ১৮ বৎসরের ন্যূনে বিবাহিত হইতে পারিবে না। এদেশে ইহার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে আমাদিগের জাতীয় উন্নতির আশা করা বৃথা।

ফরাসীদেশে সম্প্রতি বিবাহচ্ছেদের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের সম্বন্ধের অন্যথা হইলে কোন কোন সময় বিবাহবন্ধন ছেদন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ" স্ত্রীলোকের এই পাঁচ প্রকার আপদ ঘটিলে পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, পুরুষের পক্ষে আরও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তথাপি তাহার শাসন

আছে। কিন্তু ফরাসীদিগের সকলই বিপরীত। নূতন বিধি অনুসারে কোন গুরুতর কারণ থাকুক না থাকুক, স্বামী ও স্ত্রী ইচ্ছা করিলে পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন। ইহাতে উক্ত জাতির নীতি বিষয়ক শিথিলতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিলাতি সংবাদ পত্রে পাঠ করা গেল যে, ইংলণ্ডে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এ সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। লণ্ডন সহরে অনেকগুলি দরিদ্রাবস্থার যুবতী স্ত্রীলোককে প্রতিদিন নানাপ্রকার পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। কেহ বা টেলিগ্রাফ আপীসে কর্ম্ম করে, কেহ বা কারখানাতে খাটে, কেহ বা অন্য কোন কাজ করে। এই সকল স্ত্রীলোকের অনেকেই পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে; সহরে তাহাদের বাড়ী ঘর নাই; সুতরাং তাহারা কখনও কখনও অনেকে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকে; কখনও বা কাহারও বাড়ীতে টাকা দিয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে যখন এই সকল স্ত্রীলোক কর্ম্ম হইতে ছুটী পায়, তখন আর তাহাদিগকে দেখিবার কেহ থাকে না; লণ্ডন সহরের ন্যায় প্রকাণ্ড সহরের প্রলোভন কত প্রকার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সকল প্রলোভনের মধ্যে এই সকল অরক্ষিতা যুবতী স্ত্রীলোকের বাস করা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়। আমরা যে সভার উল্লেখ করিয়াছি, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যে লণ্ডন নগরে সাতটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ২৬০টী স্ত্রীলোককে স্থান দিয়াছেন। ইহারা নিজের বাড়ীতে যেরূপ স্নেহে ও যত্নে থাকে এবং যেরূপ সুখ ও সুবিধা ভোগ করে, এখানে সে সমুদায় পাইয়া থাকে। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়; সায়ংকালে গান বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়, পড়িবার উত্তম উত্তম কাগজ ও পুস্তক যোগান হয়; প্রতি দিন তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডের লোকের একটী গুণ এই, কোন বিষয়ে প্রকৃত উপকার হইবে দেখিলেই অর্থ সাহায্যের অপ্রতুল থাকে না। অনেকে এই সভাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যে সকল পুরুষ এবং রমণী এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, জগদীশ্বর তাঁহাদের শুভ সংকল্প সুসিদ্ধ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উড়িষ্যা অঞ্চলে অল্পদিনের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ১৮৭৮ সালের পূর্ব্বে তথায় শিক্ষাবিভাগীয় কোন প্রকার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় একটী বালিকাও উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু ঐ বর্ষে

দুইটী দেশীয় খৃষ্টীয় বালিকা নিম্নছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়। ১৮৭৯।৮০ সালে অনেকগুলি দেশীয় খৃষ্টীয় বালিকা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিল, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হয় এবং একজন মেরী কার্পেণ্টার ছাত্রবৃত্তি লাভ করে। ১৮৮১ সালে ৬টী বালিকা প্রেরিত হয়, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং দুইটী বালিকা মেরী কার্পেণ্টার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ২টী হিন্দু বালিকা, তন্মধ্যে একটী ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যে বালেশ্বরেই এই সন্তোষ-কর উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। তত্রত্য ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর একজন উড়িষ্যাবাসী বি, এ। অধিকন্তু তাঁহারই যত্নে এইরূপ সুফল ফলিয়াছে, ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এইরূপ চেষ্টা করিলে স্ত্রী-শিক্ষার ভূয়সী উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইবে।

বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব।

ঈশ্বর প্রসাদে বামাবোধিনী ঊনবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা চিন্তা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নয়। আজ অন্তরের কৃতজ্ঞতার সহিত সেই মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহারই শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহার কৃপা সহায় করিয়া এই পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই কৃপাই ইহার এই দীর্ঘ জীবনের অবলম্বন হইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব জীবনে অনেক দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল ঘটনাতে ইহার প্রাণ কিরূপে রক্ষা পাইল তাহা ভাবিলে কেবল ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপার হস্তই জাজ্বল্যমান দেখা যায়। বামাবোধিনী মৃত্যুশয্যা হইতে আবার যে উত্থান করিবে, আবার যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বামাকুলের কল্যাণবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, কিন্তু মানুষের নিকট যাহা অসম্ভব, ঈশ্বর কৃপায় তাহা অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে। বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধু এবং গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ আজি ইহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, ইহা যেন আরও পূর্ণাঙ্গ হইয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়।

বিবী ফ্রাই।

আজি পাঠিকাদিগের সমক্ষে যে বিখ্যাত রমণীর জীবনের দুই একটী কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহার নাম এলিজাবেথ ফ্রাই। নরফোক্ সায়রের অন্তঃপাতী অর্লহম নামক নগরে একটী সুখী পরিবারে ইহাঁর জন্ম হয়। এলিজাবেথ বালিকা বয়সেই মাতৃহীনা হয়েন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় নাই। ইহাঁরা ভাই ভগ্নীতে একাদশটী ছিলেন, মাতৃহীনা বালিকা এলিজাবেথ সর্ব্বদাই প্রায় উদ্যানে ভাই ভগিনীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। এলিজাবেথ যেন প্রকৃতির একটী পোষা পুত্রী ছিলেন, যেখানে তরুলতা শ্যামল পত্রপল্লবে বিভূষিতা থাকিত, যেখানে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজী উদ্যানকে মনোহর করিয়া থাকিত, যেখানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইত, বালিকা এলিজাবেথ বিমুগ্ধার ন্যায় সেই স্থলেই বসিয়া থাকিত। নিজের গৃহের চতুঃপার্শ্বে মনোহর উদ্যানবাটিকা ছিল, বালিকাকে সর্ব্বদাই প্রায় সেই স্থানে দেখা যাইত। এলিজাবেথ স্বভাবতই বড় ভীরু ছিলেন; পিতার হস্তে বন্দুক দেখিলেই কাঁপিতেন। অন্ধকারের দিকে তিনি বালিকা বয়সে কখনও সাহস করিয়া তাকাইতে পারিতেন না, খুব পরিশ্রম করিতে পারেন, এমন স্বাস্থ্যও বড় ছিল না। শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃই বুঝি এলিজাবেথ বাল্যকালে আর আর ভগ্নীদিগের মত পুস্তক পড়িতে পারিতেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহায়তায় ভগ্নীদিগের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। বাল্যকাল গত হইল, এলিজাবেথ কৌমার্য্যে পদ-বিক্ষেপ করিলেন। এই সময় হইতেই অঙ্গসৌন্দর্য্যের বিকাশের সহিত তাঁহার ভবিষ্যতের অতুল মহৎকীর্ত্তির সূচনা-স্বরূপ চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কুমারীকে যিনি সন্ধ্যাকালে পুষ্পোদ্যানে দেখিতে পাইতেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবী ভিন্ন কিছুই বলিতে পারিতেন না। সুকণ্ঠ বিহঙ্গমও সমস্ত সন্ধ্যা নিশ্চিন্ত মনে গান গাইতে পারে না, এলিজাবেথ সন্ধ্যাকালে ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া যখন পুষ্পোদ্যানে বসিয়া গান গাইতেন, তখন কে বলিবে যে ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ে চিন্তার লেশ মাত্র আছে? ক্রমে এলিজাবেথের বয়স সপ্তদশ বর্ষ হইল। এই সময়ে তিনি তাঁহার মনের দুই একটী কথা ক্ষুদ্র একখানা স্মরণ পুস্তকে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া রাখিয়াছেন "আমি সংসার-সাগরে কাণ্ডারী-হীন তরণী, আমার জীবনের উপর কি যেন একটী বোঝা

চাপিতেছে; আমার অবলম্বন কি?" আর এক স্থানে যেন ইহারই উত্তর স্বরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "আহা আমার কেমন ইচ্ছা হয় যে, নগরের দুঃখীদিগের সহিত এক স্থানে বসিয়া কাঁদি—আর যাহারা দেশের মঙ্গলের জন্যে আহত হয়, তাহাদিগের ক্ষত স্থানে ঔষধি প্রদান করি।" ইহার পরে এক দিন উপাসনালয়ে পাদরীর মুখে জীবন উৎসর্গ বিষয়ে উপদেশ শুনিয়া এলিজাবেথ ভাবিলেন "আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে কি আমি ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতে পারি না?" আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, এলিজাবেথ যেমন কোমল হৃদয়া, তেমনি দুর্ব্বলা এবং ভীরুস্বভাবা ছিলেন; কিন্তু এই স্থানে একটী কথা না বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার কোমল প্রকৃতির মধ্যে পাষাণ প্রতিজ্ঞা ছিল। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, কোনরূপ বাধা বিপত্তিতেও তাহা টলিত না। যখন আচার্য্যের মুখের উপদেশ ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার হৃদয়কে আঘাত করিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার স্মরণ পুস্তকে লিখিয়া রাখিলেন, "প্রভু পরমেশ্বর! দাসীর এই প্রার্থনা সফল কর, যেন সে দুঃখীর দুঃখ মোচনে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে; আজি সে তোমার পবিত্র সন্নিধানে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করিল।" পাঠিকা, এ সংসারে দুর্ব্বল কে? যে ঈশ্বরের বল সম্বল করিতে পারে না। যখন এলিজাবেথ ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, তখন কে বলিবে তিনি দুর্ব্বলা? এই সময়ে তিনি পিতৃগৃহে অনাথ দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে একত্র করিয়া প্রত্যহ তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিতেন। এক দিন কোন কারণ বশতঃ তাঁহাকে নগরের উন্মাদাশ্রমে যাইতে হইয়াছিল; সেই স্থানে উন্মাদদিগের ক্লেশ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি ভাবিলেন ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রাখিবার বন্দোবস্ত করান কি যায় না? ইহার দুই বৎসর পরেই ১৮০০খৃঃ অব্দে ফ্রাই নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত এলিজাবেথের বিবাহ হইল; এবং তিনি মিসেস্ ফ্রাই নামে অভিহিতা হইলেন। মিসেস্ ফ্রাই একাদশ সন্তানের জননী হইলেন। পাঠিকা ভগ্নি, যখন তোমার প্রতিবাসীর বাড়ীতে বড় বিপদ্ উপস্থিত 'কোলের ছেলে ফেলিয়া কি করিয়া যাইব' বলিয়া আপত্তি তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে আর কখনও শুইয়া থাকিও না! যাহার সংসারে এগারটী সন্তান, তাহার যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। কিন্তু মিসেস্ ফ্রাই নিশ্চিন্তরূপে সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া সন্তান সন্ততিদিগকে লালন পালন করিয়া কেমন পরের উপকারে জীবন অতিবাহিত করিতেন একবার দেখ! যাহা-

দিগের অন্তরে সাধু বাসনা আছে, ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস আছে, আত্ম পারিবারিক কার্য্যে উদাসীন না হইয়াও তাহারা অনায়াসে পরোপকারব্রত পালন করিতে পারে। মিসেস্ ফ্রাই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। দাসদাসীগণ নিয়মিতরূপে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে কি না, সন্তানদিগের আহারাদি এবং পাঠের শৃঙ্খলা আছে কি না, ইহার সমস্ত তত্ত্ব লইয়াও তিনি অনায়াসে পরের অশ্রু মুছাইয়া নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিতেন। বিবাহের পর হইতে এলিজাবেথ ফ্রাই কিছু দিন লণ্ডন নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। লণ্ডন নগরীতে আইরিষ্ রো নামক স্থান দুঃখী দরিদ্র এবং মূর্খদিগের আবাস। পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতার "বস্তি" দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লণ্ডনের আইরিষ্ রো সহজে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইস্থানে তিনি নিজে যাইয়া ছোট ছোট বালক বালিকদিগকে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পাঠ করাইবার জন্য তাহাদিগের পিতা মাতাদিগকে খুব জিদ্ করিতেন। তাঁহার উত্তেজনায় অনেক দরিদ্র বালক জুয়াচুরি অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় মনোভিনিবেশ করিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি সাধ্যমত দরিদ্রদিগের ক্ষুধার অন্ন এবং শীতের বস্ত্র যোগাইতেন। তাঁহার দানশীলতা এবং সদাশয়তায় তিনি আইরিষ রোর জননী বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইস্থানের আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে জননীর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। নগরের বালক বালিকারাই তাঁহার দৃষ্টিকে বদ্ধ রাখিতে পারে নাই; নগরের দূরবর্ত্তী প্রান্তে জিপসি নামক ভ্রমণকারী বেদিয়া দল আপনাদিগের শিবির সংস্থাপন করিত; জিপ্সিদিগের বাসভূমির কিছুই স্থিরতা ছিলনা, চুরি করিয়াই প্রায় উদর পূর্ত্তি করিত। উদারচরিত্রা ফ্রাই, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের শিবিরে যাইতেন; তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন; আর অতি নম্রভাবে পাপের পরিণাম ফল বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এ সংসারে তো কত লোক আছে, অনেকেইতো সৎ হও, সাধু হও, প্রভৃতি উপদেশ দিয়া লোকদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কয়জনের কথা প্রকৃতরূপে কার্য্যে পরিণত হয়? যাঁহারা পাপীদিগকে ভাল বাসিয়া উপদেশ দিতে জানেন না, তাঁহাদিগের দ্বারা কোন সুফলই ফলিতে পারে না। ফ্রাইয়ের মৃদু-মধুর দুই একটী উপদেশ বাক্য, কিন্তু উহাতেই জিপসি দলের অনেকে আপনাদিগের গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইতে শিক্ষা করিতে লাগিল। পাঠিকা ভগ্নি, ভাল বাসিয়া শিক্ষা দেওয়ার অর্থ ভাল করিয়া হৃদ্গত করিয়া রাখুন, যখন আপন সন্তান দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাচারী হয়, তখনকার প্রকৃত ঔষধ কি ইহাদ্বারা বুঝিয়া লউন। অন্তঃসলিলার

মত এ কালপর্য্যন্ত মিসেস্ ফ্রাই কর্ত্তব্য পথে চলিতেছিলেন; কিন্তু যে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি সকলের নিকট পরিচিতাহইলেন, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে তাহার আরম্ভ হয়। একদিন তাঁহার একটী বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "দয়াবতি! নিউগেট নগরীর কারাবাসিনীদিগের দুর্দ্দশার প্রতি যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে অনেক ভাল কাজ হইবার সম্ভাবনা।" এলিজাবেথ ফ্রাই তৎক্ষণাৎ এনা বক্সটন্ নাম্নী সহচরীর সহিত সেই কারারুদ্ধ-দিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইতে চলিলেন। যাহা জানিলেন তাহা অতীব শোচনীয়! রক্ষকদিগের চরিত্রহীনতা এবং কর্ত্তব্য-বিমুখতার ফলে কারা-বাসিনীগণ অনায়াসে মদিরা সেবন করিতে পারিত। তাহাদিগের যে প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। ফ্রাই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতি লইয়া কারাগারে যাতায়াত আরম্ভ করি-লেন। প্রথমে আমোদজনক গল্প; পরে গল্পচ্ছলে উপদেশ, পরে ধর্ম্মোপদেশ, তাহার পর ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং নীতি শিক্ষা দান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনবরত পরিশ্রম এবং প্রার্থনার সুফল ফলিতে লাগিল; যে সমুদায় দোষে সকলে লিপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা দূর হইতে লাগিল। দ্বিগুণতর উৎসাহে ফ্রাই আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি যখন কারা-বাসিনীদিগের বাসস্থানে প্রবেশ করেন, তখন তাহা ভীষণ পশুর আবাসভূমি দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মানুষের আবাস দেখিয়া সহচরীদিগের হস্তে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া অন্যান্য মহৎ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রত্যাবৃত্ত হই-লেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট কারাবাসিনী-দিগের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন এবং মিসেস্ ফ্রাইকে কারা-গারে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মিসেস্ ফ্রাই পরম আহ্লাদে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানে বন্দিনীদিগের নীতি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মিসেস্ ফ্রাইয়ের সৎদৃষ্টান্ত সমগ্র ইয়োরোপে অনুকারিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে প্রথম দুষ্ট উন্মাদাশ্রম তাঁহারই যত্নে সুশৃঙ্খল হইয়াছিল। এই সময়ে নগরের উচ্চপদস্থ মহিলাগণ, এমন কি রাজ-বংশীয়া রমণীরা পর্য্যন্ত এলিজাবেথ ফ্রাইয়ের সহিত পরিচিতা হইয়া সুখী হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ সম্মান ফ্রাইকে অহংকৃত করিতে পারিল না; তিনি আপনার মনে বলিতেন; "আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের কণা মাত্রও ভাল করিয়া সাধন করিতে পারি নাই; তবে লোকে এত করিয়া আমায় সুখ্যাতি করে কেন? জগদীশ্বর এ জীবনে তো-মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" এইরূপে নিন্দা প্রশংসায় উপেক্ষা করিয়া যিনি আপনার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন তিনিই ধন্য!! হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ

এই সময়ে তাঁহার স্বামী দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে সেই বহু দিনের সুন্দর উদ্যানসংযুত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। গাড়ী গেল, ঘোড়া গেল, এখন ফ্রাইকে পদব্রজে চলিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইত; কাজেই পরিশ্রম দ্বিগুণিত হইল। শারীরিক পরিশ্রম করিবার বয়স আর নাই; ফ্রাই বৃদ্ধা হইয়াছেন। পরিশ্রমে পরিশ্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিল। এলিজাবেথ ফ্রাই চলৎশক্তিহীন হইয়া রোগশয্যায় শায়িতা হইলেন। ফ্রাই এখন মরিতে বসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মুখ প্রফুল্ল এবং হাস্যপূর্ণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র পৌত্রদিগকে পার্শ্বে বসাইয়া করযোড়ে ঈশ্বরের কাছে এই শেষ প্রার্থনা করিলেন "জগদীশ্বর! এই তোমার দাসদাসীগুলি থাকিল; দেখিও তাহারা যেন তোমার সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করে।" পরে বিশ্বস্তা পরিচারিকা মেরিকে ডাকিয়া বলিলেন "মেরি, আমি এখন চলিলাম আমার জন্যে প্রার্থনা কর।" বলিতে বলিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্ব্বল শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; সেই দিনেই সেই মুহূর্ত্তে প্রাতঃকাল ৬ঘটিকার সময় (১৮৪৫খৃঃ অব্দে) মিসেস্ ফ্রাই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জীবন তো যাইবেই, তবে এইরূপ পরের জন্যে খাটিয়া খাটিয়া যায় না কেন?

প্রভাতে চাঁদের প্রতি।

পাণ্ডুবর্ণ কেন মুখখানি?
পরিভ্রমি অনন্ত গগন
অবিশ্রান্ত সারাটি যামিনী
এমে ক্লান্ত হ'লে কি অমন?
বল চাঁদ বল তাহা বল
কি দুঃখে বদন শুকাইল?
কত না সুন্দর আভা তোরে,
দেখেছিনু বিগত নিশীথে,
তাই গো এসেছি এত তোরে
সমুজ্জ্বল সে শোভা হেরিতে।
নিদারুণ ভ্রমণের ক্লেশে
হাসি মুখ যদি শুকাইত,
তাহ'লে তো অধরের পাশে
একটুও হাসি লেগে রত?
প্রাণে কেউ ব্যথা দিল নাকি
তাই তোরে এত ম্লান দেখি?
সুনীল প্রাচীরে বুঝি বড় ভাল বাস?
আনন্দে সে কোল ছেড়ে,
বাহিরিলে ভ্রমিবারে
অনন্ত আকাশ পথ, তারকার সাথে;
এখন এসেছ দূরে
পারনাক ফিরিবারে,
তাই কি মরমে জ্বলি শুকালে বিবাদে?
প্রাচীরে পাবে গো পুন, হাস চাঁদ হাস!

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

(২১১ সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠায়।)

আহারীয় উদ্ভিজ্জ ও তাহার পাকের প্রণালী।

যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তাহাকে উদ্ভিজ্জ বলে। ভূমিজাত বস্তু মাত্রেই উদ্ভিজ্জ বটে, কিন্তু সকল উদ্ভিজ্জ মনুষ্যের খাদ্য নহে। যে যে উদ্ভিজ্জ মনুষ্যের আহারের যোগ্য, তাহা এক প্রকার সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শস্য, শাক, পুষ্প, ফল ও মূল—এই পাঁচ প্রকার উদ্ভিজ্জই মনুষ্যের খাদ্য এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ অখাদ্য, ইহা ক্রমিক পরীক্ষার দ্বারা মনুষ্যেরা জানিতে পারিয়াছে।

ধান্য, যব, গম ও কলায় প্রভৃতিকে শস্য বলে।

পত্রবহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং তাহার পত্রকে শাক বলে।

কদলীর পুষ্প অর্থাৎ মোচা প্রভৃতি আহারীয় পুষ্প।

পটোল, বস্তা, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি আহারীয় ফল।

আলু, মূলো, পলাণ্ডু প্রভৃতি আহারীয় মূল।

উষ্ণ প্রধান দেশে উদ্ভিজ্জ ভোজন করাই ভাল। সেই জন্যই জগদীশ্বর এদেশে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার আহারীয় উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উদ্ভিজ্জ পাকের মধ্যে অন্ন পাকটী সহজ; যেহেতু তাহা অন্যের যোগ-বিয়োগ অপেক্ষা করে না। অন্নের উপাদান দ্রব্য তণ্ডুল, তাহা স্বভাব-মধুর বলিয়াই দ্রব্যান্তরের সহযোগ অপেক্ষা করে না, কিন্তু ব্যঞ্জন পাক সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য একত্রিত করিয়া সাধিত হয়, সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপদেশ ও অভিজ্ঞতার অপেক্ষা আছে। এই বিষয়ে একটী স্ত্রী-কবি বচন আছে।

"যারে না জানি সেই বড় রাঁধুনী
ব্যান্নের বেলা কাঁদুনী।"

"ব্যান্নন" ব্যঞ্জন। "কাঁদুনী" ক্রন্দন করণ। "রাঁধুনী—রন্ধনকারিণী। যাহারে জানি না সেই নারী "আমি ভাল রন্ধন করিতে পারি" বলিয়া অহঙ্কার করেন করুন, কিন্তু তাঁহাকে ব্যঞ্জন পাক করিবার সময় ক্রন্দন করিতে হইবেক অর্থাৎ ব্যঞ্জন পাক উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করা কেবল মুখের কথায় হয় না, তাহাতে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে।

অন্ন অর্থাৎ তণ্ডুল পাক যেমন কেবল জলে স্বিন্ন করিলেই হয়, ব্যঞ্জন সেরূপে হয় না। ব্যঞ্জনের প্রধান প্রধান দ্রব্য গুলি, দ্রব্যবিশেষে স্বিন্ন করিয়া ও দ্রব্য বিশেষে ভর্জ্জন করিয়া লইয়া পরে বিশেষ বিশেষ মশলার যোগে পুনর্ব্বার পাক করিতে হয় এবং পাক সম্পন্ন হইলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ প্রক্ষেপ

দিতে হয়, তবেই তাহা সুস্বাদু, সুঘ্রাণ ও গুণকর হয়। যে সকল মশলার দ্বারা ব্যঞ্জন পাক সুসাধিত হয়, পাক-শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। হিঙ্গ, আদা, মরিচ, জীরা, হরিদ্রা, ধনে, সর্ষপ, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র এবং তদ্রূপ অন্যান্য মশলাও আছে। পলাণ্ডু ও লশুন এই দুইটী দ্রব্য মাংসপাকেই প্রশস্ত, উদ্ভিজ্জপাকে প্রশস্ত নহে। উদ্ভিজ্জ পাকে পলাণ্ডু কি লশুন ব্যবহার করিলে যে দোষ হয়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে। এদেশের হিন্দুরা পূর্ব্বে একমাত্র উদ্ভিজ্জ ও দুগ্ধভোজী ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহারা পলাণ্ডু ও লশুন খাইতেন না।

ব্যঞ্জন পাকের মশলার সংস্কৃত নাম "বেশবার।" স্ত্রীলোকেরা নিজ ভাষায় উহাকে "ব্যাশার" বলে। বস্তুতঃ ব্যাশার নামটী সাধারণ নহে, উহা প্রকার-বিশেষের নাম। মশলা সকল পিষিলে সেই পিষ্ট মশলাই ব্যাশার। সেই পিষ্ট মশলা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহাকে "বলক" বলে। ইহার সংস্কৃত নাম "বার্যাক্ত"। আর মশলা সকল চূর্ণ করিয়া লইলে স্ত্রীভাষায় তাহাকে "গোটা" বলে, সংস্কৃতে তাহাকে চূর্ণ ও প্রক্ষেপ বলিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধেও একটী স্ত্রীকবি আছে।

"ব্যাশার বলক গোটা।
বাটা গোলা ফোটা।"

অনাথা ও পতিতা রমণীগণের উদ্ধার চেষ্টা।

প্রায় ১৪।১৫ বৎসর গত হইল আমেরিকা দেশ হইতে এক জন ভদ্রবংশীয়া মহিলা কলিকাতা সহরে আগমন করেন। এদেশে অনেকগুলি খ্রীষ্টান মিশনরিদিগের সভা আছে, ঐ সভার লোকেরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া এ দেশের ভদ্র গৃহস্থদিগের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। উক্ত মহিলা প্রথমে এইরূপ একটী মিশনরি-সভার অধীন থাকিয়া শিক্ষিকার কার্য্য করিবেন বলিয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি তাঁহার প্রিয় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন এই উৎসাহে মনে মনে চির-কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতাতে উপস্থিত হইয়া তিনি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দয়ার কার্য্যেরও সূত্রপাত করিলেন। পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, যে কলিকাতার মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালে অনেক দরিদ্র লোক পীড়িত হইয়া চিকিৎসার

নিমিত্ত আসিয়া বাস করে। মাতা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতি কোন আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকে না; তাহাদিগকে একটী মিষ্ট কথা বলে এমন কেহ থাকে না; রোগ-যন্ত্রণাতে যখন তাহাদের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দুইটী ধর্ম্মের কথা বলিয়া তাহাদিগকে একটু আশ্বস্ত করে এমন কাহাকেও দেখা যায় না। উক্ত সাধ্বী রমণী এদেশে আসার কিছু দিন পরেই এই নিয়ম করিলেন যে প্রতি রবিবার যখন তাঁহার অন্য কাজ থাকিবে না, উক্ত হাঁসপাতালে গিয়া রোগীদের শুশ্রূষা করিবেন, এবং তাহাদের নিকট নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। তাঁহার এমনি সস্নেহ ভাব, এমনি সৌজন্য, এমনি দয়া, এমনি অমায়িক ব্যবহার যে রবিবারে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কত রোগী উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিত। তাঁহাকে পাইয়া অনেকের মাতা ও ভগিনীর অভাব দূর হইতে লাগিল।

যাহাহউক সেই সময়ে উক্ত হাঁসপাতালে দুই একটী ইউরোপীয় বারবনিতা পীড়িতা হইয়া বাস করিতেছিল। ঐ সকল হতভাগিনী রমণী উদরের অন্নের জন্য এদেশে আগমন করিয়া ঘোর পাপের কূপে নিমগ্ন হইয়া নানাপ্রকার দুর্গতি ভোগ করিতেছিল। তাহাদের শোচনীয় দশা দেখিয়া উক্ত ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি ভগিনীর ন্যায় তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন এবং পাপের জঘন্য মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ হতভাগিনীদিগের মধ্যে একজন অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে বলিল "ভগিনি! আমাদের নিকট আর ধর্ম্মের কথা বলেন কেন। আমাদের ত আর সৎপথে ফিরিবার আশা নাই। আর আত্মীয় স্বজনের ঘরে আমাদের স্থান নাই; আর বন্ধুবান্ধবের নিকট আদর নাই; সমাজের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, আমাদিগকে সকলে এই পাপের কূপে আজন্ম ডুবিয়া মরিবার জন্য বিদায় করিয়াছে। যদি পারেন আমাদিগকে আশ্রয় দিন, এ পাপজীবন হইতে উদ্ধার করুন, নতুবা ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমাদের অনুতাপের আগুণ আর প্রজ্বলিত করিবেন না।" এই কথাগুলি বাণের ন্যায় ঐ পবিত্রপ্রাণা সদয়হৃদয়া ধর্ম্মশীলা রমণীর প্রাণকে বিদ্ধ করিল। তিনি যখন রবিবার রবিবার ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিবার সঙ্কল্প করিয়া উক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন যে আবার কাহারও রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। এই অনুরোধে তাঁহার চিত্তকে আর এক পথে ফিরাইয়া দিল। কিরূপে এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দি, এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সাধু যার সম্বল ঈশ্বর তাহার সহায়; তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া এবং তাঁহার চিন্তার কারণ জানিতে পারিয়া একজন বন্ধু ও তাঁহার স্ত্রী ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোককে আপনাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। কুমারী ফি— প্রফুল্ল অন্তরে তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে লইয়া উক্ত পরিবার মধ্যে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার রবিবারের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিল। ক্রমে আরও দুই তিনটী পতিতা রমণী আশ্রয় ভিক্ষা করিল, তখন তাহাদের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করা আবশ্যক হইল। কুমারী ফি— একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন, সেই বাড়ীতে তাহাদিগকে স্থান দিলেন, এবং নিজে তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। এক্ষণে তাহাদের রক্ষা ও শিক্ষা দান তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল।

কিন্তু দুই একটী করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক জুটাতে চাঁদার টাকা দ্বারা আর তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত টানাটানি হইতে লাগিল। একদিন এমন অবস্থা উপস্থিত যে আর একদিনেরও খরচের টাকা নাই। উক্ত সাধ্বী মহিলার হৃদয় চিন্তাভারে অবসন্ন হইতেছে, কোন দিকে টাকার কোন সম্ভাবনা দেখেন না; ইতিমধ্যে অনেক ঋণ হইয়াছে আর ঋণ করা উচিত বোধ হইতেছে না; এ দিকে এত গুলি নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছেন। এই মনের ক্লেশে ঘরে দ্বার দিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন; হা পরমেশ্বর! ইহাদিগকে পাপপথ হইতে এতদূর আনিয়া কি শেষে পরিত্যাগ করিতে হইল! কাঁদিয়া তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—বলিলেন, হে নাথ! আমি অনাথা স্ত্রীলোক, দরিদ্রের কন্যা। আমার কি সাধ্য আছে, যে ইহাদিগকে প্রতিপালন করি। যদি ইহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করা তোমার ইচ্ছা হয়, এ দাসীকে সে বিষয়ে সমর্থ কর। আশ্চর্য্যের বিষয় পরদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ এক জন বন্ধু অনেকগুলি টাকা দান-স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। ঋণের দুর্ভাবনা দূর হইল, এবং তাঁহার কার্য্যও সুন্দররূপে চলিল। তদবধি আর তাঁহাকে চাঁদা করিতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার এই প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের কথা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি দিলেন। সেই ভূমি খণ্ডে তিনি ৭৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এই সকল হতভাগিনী স্ত্রীলোকের রক্ষণের জন্য একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে অন্যূন ২০।২৫টী স্ত্রীলোক আশ্রয় পাইয়া শিক্ষিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে অনেক স্ত্রীলোক এখান হইতে বাহির হইয়া কর্ম্ম কাজ করিতে যায়, কেহ কেহ

আবার বিবাহ করিয়া পরমসুখে ঘর কন্না করিতেছে; কেহ কেহ সুশিক্ষিত হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছে। এই রমণী এখনও জীবিত থাকিয়া উৎসাহ, অনুরাগ ও ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিতেছেন; এই জন্য তাঁহার নাম এখন আমরা প্রকাশ করিলাম না।

এই সদাশয় নারীর দয়ার কথা শুনিয়া কাহার না হৃদয় আর্দ্র হয়? ইহাত একটী দৃষ্টান্ত, এরূপ আরও কত স্ত্রীলোক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে দেহ, মন, উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের এ দুর্ভাগ্য দেশে বিবাহিত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকা ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গত্যন্তর নাই। এমন কি হিন্দুসমাজে যে অসংখ্য বালবিধবা বাস করিতেছেন, পরের গলগ্রহ হইয়া পরের কৃপাদত্ত অন্নমুষ্টি দ্বারা জীবন ধারণ করা ভিন্ন তাঁহাদেরও আর গত্যন্তর নাই। অন্তঃপুর অন্ধকার মধ্যে এমন অনেক দয়াবতী বিধবা নিশ্চয় আছেন, যাহাঁরা কার্য্যক্ষেত্র পাইলে এইরূপে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি সকল ম্লান হইয়া গেল। যখন এ দেশের নারীগণ আপনাদিগকে ধর্ম্মপথে রাখিয়া পবিত্রতা বলে বলী হইয়া ঈশ্বরের কৃপা ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া দেশের দুর্গতি নিবারণে দুঃখীর দুঃখ হরণে, দরিদ্রের দারিদ্র্যে বিমোচনে, পাতকীর উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইবেন, তখন সমাজের প্রকৃত উন্নতির দিন নিকটস্থ হইবে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মাতা।

(১৮৫ সংখ্যা—৫২ পৃষ্ঠার পর।)

মাতার এই প্রকার পক্ষপাতী ব্যবহারে নেপোলিয়ন অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। আজি তিনি ফ্রান্সের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা এবং "অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর"। কোথায় সপরিবারে সৌভাগ্যের উচ্চতম মঞ্চে আরূঢ় হইয়া সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা উপভোগ করিবেন, না মাতা তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন, এই চিন্তায় সম্রাট্ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। এই জন্যই যখন তিনি পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথম উপাধি ও পদ বিতরণ করেন, তখন মাতার নাম মাত্রও করেন নাই। ইহাতে রামলিনী অণুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দ প্রকাশ করিতেন, যে সে সময়ে নেপোলিয়ন্ তাঁহাকে উচ্চনাদী পদ প্রদান করিলে তিনি দুর্ভাগ্য লুসিএনের যথোচিত সান্ত্বনা বিধান করিতে পারিতেন না। যাহা-

হউক মাতা ও পুত্রের এরূপ অসদ্ভাব বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। রামলিনী স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ অপত্যস্নেহ বশতই হউক, অথবা অতিদর্পীর গঠিত অভিমান স্বাভাবিক ভাবে পরাস্ত হইয়াই হউক, কিপ্রকারে যে ইঁহাদিগের পরস্পরের পুনর্মিলিন হইয়াছিল, ইঁহাদিগের চরিতাখ্যায়কেরা তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। কিছুদিন পরেই রামলিনী পারিসে আহূত হইলেন। সম্রাট্ মাতার উপযুক্ত আড়ম্বর ও সম্মাননা প্রদর্শনে অণুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। সম্রাট-কুলপ্রথারূপ তিনি ম্যাডাম মিয়ার নামে আখ্যাত হইলেন, ৮০০০০ অশীতি সহস্র লিবর তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি নিরূপিত হইল, পান্থনিবাস, আতুর নিবাস, অতিথিশালা এবং যাবতীয় ধর্ম্মশালার তিনি একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। রুসেণ্ট ডোমিনিক নামক অট্টালিকা তাঁহার বাসার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা সম্রাট্ মাতার বাসোপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করিতে প্রভূত অর্থ ও যত্ন ব্যয়িত হইয়াছিল। স্বয়ং নুসিত্রন ইহার সজ্জা পরিদর্শন করিতেন। রামলিনী এই দেব-বাঞ্ছিত প্রাসাদে বাস করিয়া অর্দ্ধ ভূমণ্ডলাধিপতি সম্রাটের মাতা ও অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া রাজভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সম্পদের উচ্চশিখরে আরোহণ করিলে, ঊর্দ্ধে নেত্র উন্নত করিয়া অনেকেরই মস্তক বিলোড়িত হইয়া থাকে, এবং দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য যত্নাতিশয় করে—পাছে নামিতে হয় বলিয়া প্রাণান্তেও নিম্ন দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করে না। কিন্তু রামলিনী সেরূপ ধাতুর স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি সৌভাগ্যের উচ্চতম চূড়ে অবস্থিতি করিয়াও সর্ব্বদাই পূর্ব্বকার দীন অবস্থা স্মরণ করিতেন, এবং পার্থিব সকল পদার্থের মধ্যে সম্পদ অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া তাহাতে অণুমাত্র আসক্তি প্রদর্শন করিতেন না। "সম্রাট্-মাতা" নাম অপেক্ষা বিনীত ব্যবহার ও চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপন করিতেন, তিনি আর কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। তিনি ধনী দীন, উচ্চ নীচ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের সহিত সম্মিলিত হইতেন। অধিশ্রিত স্থাপনা সকলের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রতি-বেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার সান্ত্বনালাপে কৃতার্থমন্য হইয়া চির কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার গুণানুবাদ করিত। সম্পদের পর সম্পদ ক্রমে তাঁহার আর চারিটী পুত্রও চারিটী প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। জোসেফ্ নেপল্‌সের পরে স্পেনের রাজা, লুসিএন কেনিনোর রাজা, লুই হলাণ্ডের রাজা এবং জিরোম ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা হইলেন। কন্যাগণও এক এক জন প্রসিদ্ধ খ্যাত

নামা নরপতির পাটরাণী হইয়াছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে এই সকল লোকাতীত সম্মান ও আশাতীত সম্পদ একমাত্র ভুবনবিজয়ী সম্রাটের অলৌকিক বাহুবলে ও অসামান্য বুদ্ধি কৌশলেই সংঘটিত হইয়াছিল। রত্নগর্ভা রামলিনী এইরূপে সম্রাট্‌মাতা, রাজমাতা ও রাজ্ঞী-মাতা হইয়া জগতে পূজিতা হইলেন। তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এক কোটি ফ্রাঙ্ক নির্দ্ধারিত হইল। এরূপ অতুল সমৃদ্ধি-শালিনী ও লোক-দুর্লভ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াও রামলিনী ক্ষণ মাত্রও গর্ব্বিতা বা স্ফীতা হইতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাব সর্ব্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশিত থাকিত। তিনি বহুদিন হইতে পার্থিব অবস্থার অস্থায়িত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এ সম্পদ যে চিরদিন থাকিবে না তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এই জন্যই তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মিতব্যয়িতা তাঁহার একটী স্বাভাবিক গুণ, সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারিত অপরিমেয় বৃত্তির অধিকাংশই তিনি সঞ্চয় করিতেন। অসময়ে এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য সন্তান সন্ততির দুঃখ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন ইহা ধারণা ছিল। (ক্রমশঃ)

ভারতে নারীহত্যা।

ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ জয় করিয়া যখন তথায় আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন, তখন সার চারলস্‌ নেপিয়ার নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষের উপর উক্ত প্রদেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়। সার চারলস্‌ নেপিয়ার শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াই জানিতে পারিলেন, যে সিন্ধুদেশের লোকেরা সামান্য অপ-রাধে স্বীয় স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করিয়া থাকে। তিনি অবিলম্বে এই নৃশংস আচরণ নিবারণ করিবার জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের উপায় করিলেন। দণ্ডের ভয়ে লোকে আর এক কৌশল অবলম্বন করিল, স্ত্রীদিগকে হত্যা করিয়া প্রচার করিয়া দিত যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে। লর্ড নেপিয়ার ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সিন্ধুবাসীদিগের প্রতি এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। উক্ত ঘোষণা পত্র ১৮৪৭ সালে প্রচারিত হয়, আমরা নিম্নে সেখানি অনুবাদ করিয়া দিতেছি—দেখিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন এই ভারতবর্ষে নারীজাতিকে কত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে।

"সিন্ধুবাসিগণ প্রণিধান কর, গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে স্বীয় স্বীয় স্ত্রী-হত্যা করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন।

ইংরাজেরা তোমাদের দেশ যখন জয় করেন, তখন এই মহাপাপ তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তোমাদের জেতাদিগের ধর্ম্মে স্ত্রীহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া গণ্য করে—তাঁহাদের আইনকে অগ্রাহ্য করে এমন সাধ্য কার? যাহারা তাঁহাদের বিধি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়, তাহাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। কেবল তাহাই নয়, হে সিন্ধুবাসিগণ! বেলুচি স্থান বাসিগণ! তোমরা ত মহম্মদের শিষ্য, তোমাদের প্যাগম্বর কি স্ত্রীহত্যা করিতে নিষেধ করেন নাই? তোমরা স্ত্রীদিগকে হত্যা করিয়া কেবল যে আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ কর তাহা নহে, তোমাদের নিজ ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধাচরণ কর। গবর্ণমেণ্ট কখনই এরূপ করিতে দিবেন না; এই জন্য গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীঘাতকদিগকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করেন, এবং এই মহাপাপ হ্রাস হইতে লাগিল। তোমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক এমন মূর্খ যে তাহারা মনে করে ইংরাজদিগকে সহজে প্রতারণা করা যায়; অনেক স্থলে অনেক লোক আপন আপন স্ত্রীদিগকে ফাঁসি দিয়া মারিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে যে ঐ হতভাগিনীরা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তোমরা কি মনে কর, যে গবর্ণমেণ্ট তোমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিয়াছেন, যে এত গুলি স্ত্রীলোক বাস্তবিক আত্মহত্যা করিয়াছে, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে এরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিতে পারিবে, যে গবর্ণমেণ্ট এত গুলি স্ত্রীলোককে অবাধে হত হইতে দিবে? যদি তোমাদের এরূপ বিশ্বাস হয়, তবে তোমাদের সে বিশ্বাস যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নিশ্চয় জানিও তোমরা যদি এখনও এই পাপে লিপ্ত থাক, তোমাদিগকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইবে। তোমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে যদি কোন গ্রামে কোন স্ত্রীলোককে হত দেখা যায়, তাহা হইলে সমুদায় গ্রামের লোককে কঠিন অর্থদণ্ড করা হইবে, এবং বলপূর্ব্বক ঐ জরিমানা আদায় করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট সে গ্রামের কার্দ্দারকে পদচ্যুত করিবেন; করাচি পর্য্যন্ত এই সমুদায় প্রদেশের মধ্যে হত স্ত্রীলোকদিগের স্বামীদিগের যত স্বসম্পর্কীয় লোক থাকিবে, সকলকে ধৃত করা হইবে, এবং তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলা হইবে যে, অতঃপর কোন স্থানে কোন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে শুনিলে তোমাদিগকে কম্পিত হইতে হইবে, কারণ যে দিন যেখানে এমন ঘটনা ঘটিবে সে দিন সেখানকার লোকের পক্ষে এক অশুভ দিন হইবে। তোমরা সকলেই জান যে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ন্যায়-সঙ্গত, কারণ আমরা স্ত্রীহত্যা নিবারণের জন্য শাস্তির নিয়ম করিবার পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে স্ত্রী-

লোকের আত্মহত্যার কথা শ্রুত হওয়া যায় নাই এবং এই বৎসরে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে উদ্বন্ধনে হত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহাদের পরিবার পরিজনের লোকেরা এই মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাদের স্বামীদিগকে ধিক্, তাহাদের ভাগ্যে অনেক যাতনা আছে, কারণ এরূপ পাপিষ্ঠদিগের দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কখনই প্রতারিত হইবেন না। ঐ ঘাতকদিগকে কঠিন পরিশ্রমে জীবন শেষ করিবার জন্য সাগর পার করিয়া দ্বীপান্তরে পাঠাইব আর কেহ তাহাদের বার্ত্তাও শুনিতে পাইবে না।"

এই ঘোষণা পত্রটী পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকার মনে কি ভাব হইতেছে? হায়! হায়! এদেশের হতভাগিনী অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন ইংরাজ শাসনকর্ত্তাকে কতই না চেষ্টা করিতে হইয়াছিল! যিনি একজন সেনাপতি ছিলেন, মানুষ মারাই যাঁহার ব্যবসায়, এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের জন্য তাঁহারও প্রাণ এত কাঁদিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের আত্মীয় স্বজনের প্রাণ কাঁদিত না। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীহত্যা প্রথা চিরকালই প্রচলিত ছিল। যেখানে বহুবিবাহ এবং কঠিন অবরোধ প্রথা, সেখানে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার হইতে পারে এবং বাহিরের জন প্রাণী তাহার সংবাদ জানিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আগরাস্থিত মুসলমান সম্রাটদিগের কেল্লাতে যাঁহারা কখনও পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় মাটির নীচে একটী অন্ধকার ঘর দেখিয়া থাকিবেন, ঐ ঘরে একটী প্রকাণ্ড ফাঁসি কাষ্ঠ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; শুনা যায় সম্রাটের অগণ্য স্ত্রীর মধ্যে যখন কাহারও প্রতি সম্রাট বিরক্ত হইতেন, তখন তাহাকে ঐ ঘরে ফাঁসি দেওয়া হইত। এইরূপে যে কত অসহায় স্ত্রীলোকের প্রাণ গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে!

এখনও কি স্ত্রীহত্যা দেশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে গিয়াছে? এরূপ অনেক ঘটনা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, যে স্থানে স্থানে স্বামী বা শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূদিগকে শাস্তি দিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, এবং পরে গলে রজ্জু দিয়া ঝুলাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দিয়াছে। এরূপ কত নৃশংস কাণ্ড সমাজের মধ্যে ঘটিতেছে! বঙ্গীয় কুলবধূদিগের অবস্থার বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

দেশ ভ্রমণ।

সুয়েজ খাল।

বর্ত্তমান কালে বাণিজ্য ও গতায়াত জন্য যত প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে সুয়েজ খাল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা ইয়ুরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী ভূমধ্যস্থ সাগর এবং আফ্রিকা ও আরব দেশের মধ্যবর্ত্তী লোহিত সাগরকে সংযোগ করিয়া কর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ইয়ুরোপীয় জাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, যে খৃষ্টের জন্মের পঞ্চশত বৎসরপূর্ব্বে এই দুই সাগর সংযুক্ত করিয়া অন্য একটা স্থান দিয়া একটি খাল কাটা হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে খালের মুখটি বালুকারাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়া শেষে অষ্টম শতাব্দিতে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইয়ুরোপের কয়েকটি প্রধান প্রধান জাতি, উক্ত স্থানে খাল কর্ত্তন হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় বিবেচনার্থ কয়েকটি সভা নিযুক্ত করেন। সভ্যেরা দেখিলেন যে ভূমধ্যস্থ সাগর ও লোহিত সাগরের সমতা একই। কিন্তু এই অসমসাহসিক কার্য্যে কেহই প্রথমতঃ অগ্রসর হইলেন না। এমন কি, যে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের, ভারতবর্ষের সঙ্গে এত নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল, তথাকার বৈদেশিক মন্ত্রিপ্রবর লর্ড পামরষ্টোন ইহার বিরোধী ছিলেন। অবশেষে ফার্ডিনাণ্ড লিসেপ্স নামক প্রসিদ্ধ ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার তদানীন্তন মিসরের খিদিবের নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহা শেষ করেন। এজন্য নূতন নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। মিসরে শ্রমজীবীদের মজুরি কম ছিল, সেই জন্যই সহস্র সহস্র লোক আনিয়া খাটান হইয়াছিল। যে রাজ্ঞী ইয়ুজিন এখন ইংলণ্ডে নির্ব্বাসিতের মত বাস করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ফ্রান্স হইতে আসিয়া ইয়ুরোপীয় ও অন্যান্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের অগ্রণী হইয়া এই খাল খুলিয়া যান। যে ব্যাপার সম্পাদিত হইবে না বলিয়া লোকে উপহাস করিয়াছিল, লিসেপ্সের অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা সম্পন্ন হইল। ইংলণ্ড পূর্ব্বে খাল খনন পক্ষে বিমুখ ছিলেন, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর হইল সুয়েজ খাল খনন কোম্পানীর অনেক অংশ ক্রয় করিয়াছেন। খালে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার তৃতীয় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডীয় অর্ণবপোত।

১৮৭৯ সালের ৩রা মার্চ্চ রাত্রি দুই প্রহরের সময় মাল্‌টা পরিত্যাগ করিয়া

৭ই মার্চ্চ রাত্রিতে আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল ও দূরে পোর্ট সেডের আলো দৃষ্ট হইল। ৮ই মার্চ্চ প্রত্যূষে আমরা খালে উপস্থিত হইলাম। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র হইতে খালে আসিয়া বড়ই আরাম বোধ হইল। পূর্ব্ব রাত্রিতে যে আলো দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা খালের মুখে অত্যুচ্চ আলোঘর হইতে আসিতেছিল। খালের উভয় উপকূলেই কেবল বালুকারাশি। তবে আমাদের দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূলে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ জলরাশি দেখা যাইতেছিল। এ সব লবণাক্ত জলাভূমি। খালটিতে একেবারে একখানার অধিক জাহাজ যাইতে পারে না, কিন্তু কিছু দূরে দূরে মধ্যে মধ্যে ষ্টেসন আছে, তথায় যে জাহাজখানা পূর্ব্বে পঁহুছে, তাহাকে নঙ্গর করিয়া থাকিতে হয়। অপর দিক্ হইতে জাহাজ চলিয়া গেলে, আবার যাইবার পথ খোলসা হয়। খালের পাড় দিয়া বরাবর তার চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সহজেই জাহাজাদির গতিবিধি অনুভব করা যায়। পোর্ট সেডে বাজার আছে, তথা হইতে এক জন করিয়া পথ প্রদর্শক (Pilot) নাবিক ও আবশ্যকানুসারে কয়লা ও ভাল জল লওয়া হয়। এই জল কোথাকার, পাঠিকারা কি তাহা ঠিক্ করিতে পারেন? দূরস্থিত কেরো নগর সমীপস্থ নীলনদ হইতে খাল কাটিয়া পোর্ট সেডে এবং সুয়েজ রাস্তার অর্দ্ধপথ ইসমেলিয়াতে আনীত হইয়াছে। তথা হইতে খালের সকল স্থানেই মিষ্ট পানীয় জল পাইবার সুবিধা করা হইয়াছে। আমরা জাহাজ লাগাইবার ষ্টেসনে ষ্টেসনে কতক গুলি গাছ দেখিতে পাইলাম, তাহা কেবল সেই জলসিঞ্চনে বর্দ্ধিত হইতেছে। লবণাক্ত জলে কখনও গাছ হয় না। আরব উপকূলে কেবল বালুকারাশি, কোন এক জায়গায় কতকগুলি কুড়ে ঘর, উষ্ট্র ও খালের পারে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ স্ত্রী ও শিশু দৃষ্ট হইল। পোর্ট সেড্ ছাড়িয়া অল্পদূরেই, খাল পার হইবার জন্য নৌ-সেতু আছে। এরূপ প্রবাদ যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঠিক্ এই রাস্তা দিয়া লোক সকল খৃষ্টের জন্মস্থান পালেষ্টিন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে মিসরে গমন করিত। যাহারা খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত থাকিবেন যে এই স্থান দিয়া জাকবের সন্তানগণ শস্য সংগ্রহার্থ মিসরদেশে গমন করিয়াছিলেন। এই নৌ-সেতু ধূমকল দ্বারা চালিত হয়। পূর্ব্বতন কালের লোকেরা কি প্রকারে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেন, আর এ সময়ে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত নূতন কল স্থাপিত হইয়া গমনাগমনের কত সুবিধা হইয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ইংরেজদের সঙ্গে মিসরীয় সৈনিক দলের যুদ্ধ সংবাদ জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বেই

উপরের বর্ণনাগুলি লিখিত হয়। এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সুয়েজ খালের আবশ্যকতা ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট অধিকতর প্রতিপন্ন হইতেছে। বোম্বে হইতে ভারতবর্ষীয় লোকের ব্যয়ে যে প্রায় ১০০০০ হাজার সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই সুয়েজ বন্দরে পঁহুছিয়াছে। ওদিকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের আক্রমণের পর আফ্রিকার এসেণ্টী দেশের যুদ্ধ-প্রসিদ্ধ জেনেরল উল্‌সলি ইংরেজ সৈন্য সমেত মিসরে পঁহুছিয়াছেন।

সুয়েজ খালের পরে পোর্টসেড, ইস্‌মেলিয়া ও সুয়েজ বন্দরের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। সুয়েজখাল দীর্ঘে ৮৪ মাইল। খাল খনন হওয়ার সময় হইতেই,পোর্টসেড বন্দরের উৎপত্তি। ভূমধ্যসাগর হইতে খালের মুখে আসিয়া প্রায় সকল জাহাজকেই এই বন্দরে কতক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। এই স্থান হইতে কয়লা বা পানীয় জল আবশ্যকমত গ্রহণ করিতে হয়। ইয়ুরোপ হইতে আসিতে এইস্থলেই প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় মুদ্রা ভাঙ্গান যায়। ইস্‌মেলিয়ার সম্মুখেই বৃহৎ হ্রদ। সেই হ্রদে যাহাদের কেরো প্রভৃতি যাইতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের জন্য একখানা ছোট জাহাজ অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদ্বারা তাঁহারা ইস্‌মেলিয়ায় গমন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে আসিতে খাল হইতে বাহির হইয়াই সুয়েজ নগর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া বিলাতের পত্রাদি সুয়েজ হইতে রেলযোগে আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত না হইয়া বরাবর সুয়েজ খাল দিয়া ইতালিবন্দর ব্রিণ্ডিসিতে পঁহুছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমির পরেই সুয়েজ বন্দর। রেল হওয়ার পূর্ব্বে, উষ্ট্র ভিন্ন তথায় যাতায়াতের অন্য কোন উপায় ছিল না। আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সৈন্যদের সুয়েজ হইতে কেরো যাওয়ার জন্য অনেক উষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে তথায় পাঠান হইয়াছে। যে সুয়েজ, মরুভূমির মধ্য স্থিত হইয়া সভ্যতা-সম্ভূত সুখ-স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত ছিল, এখন সুয়েজ খাল খনন দ্বারা তাহা সমগ্র ইয়ুরোপীয় জাতির বাণিজ্য সমাগমের প্রধান বন্দর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপাকথন।

(২১১ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর।)

প্রমদা। দিদী! কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই, চাটুর্য্যেদের বৌর কথা মনে হয় আর হাসি পায়। তবে এদেশে স্ত্রীলোক পতিব্রতা হবে কেমন করে?

নির্ম্মলা। কেন বোন! এদেশে পতিব্রতা হবার বাধা কি?

প্রমদা। স্বামীর সর্ব্বদা সেবা করা তাঁহার অনুগত হওয়া যখন পতিব্রতার লক্ষণ, তখন এদেশে সে কার্য্য কি প্রকারে হবে? সমস্ত দিন স্বামীর সঙ্গে দেখা শুনা নাই, চোরের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়, তবে সেবা ভক্তি করিবে কিরূপে?

নির্ম্মলা। ও কুপ্রথা ভারতবর্ষে ছিল না, মুসলমান রাজপুরুষদিগের ভয়ে বৌ ঝিকে গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে হইত, ক্রমে সেই ভয় দেশাচারে দাঁড়াইয়াছে। যাহাহউক এখন ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে লোকের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে, এখন কোন কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারে স্বামীস্ত্রী সকলের সম্মুখে আলাপ করেন, তাহাতে কেহ নিন্দা করেন না।

প্র। মরুক, ও দেশাচার উৎসন্ন গেলেই ভাল, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। তুমি বলিয়াছ যে, পতিপরায়ণা হওয়া, পতি সেবা করা, পতির অনুগতা হওয়াই পতিব্রতার লক্ষণ। সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক পতি হইলে তোমার কথা অনায়াসে পালন করা যায়। বিবেচনা কর, পতি মাতাল দুশ্চরিত্র, তাহার ব্রতা হইব কি প্রকারে?

নি। যখন পতি ভিন্ন নারীর অন্য বন্ধু নাই, তখন পতিকে সেবা করিতেই হইবে। কিন্তু মাতাল দুশ্চরিত্র পতির অনুগতা হইব না। স্ত্রী যদি পতিকে আন্তরিক ভাল বাসিতে পারেন, তবে পতি নিশ্চয়ই ভাল হইবেন সন্দেহ নাই। অনেক স্ত্রী আছেন তাঁহারা পতির একটু দোষ দেখিলে তাহা ভাল প্রমাণ করিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন পতিকে নিন্দা করিলে পতি নিন্দাভয়ে ভাল হইবে। কেহ কেহ দুশ্চরিত্র পতিকে গালিবর্ষণ করিয়া শতমুখী অস্ত্র দ্বারা শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দুশ্চরিত্র পতি ইহাতে ভাল না হইয়া বরং ক্রমে অধিক বিকৃত হইয়া পাপের হ্রদে মগ্ন হইয়া থাকে।

প্র। তবে কি উপায়ে স্বামীকে ভাল করা যায়? শুনেছি ঔষধ খাওয়াইলে স্বামী শীঘ্র বশ হইয়া যায়।

নি। ছিছি বোন! ঔষধের কথা মুখেও আনিও না। উহাতে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। ঐ দেখ চৌধুরীদের কি দুর্ঘটনা হইয়া গেল। এ গ্রামে চৌধুরীরা যে বড় লোক তাহা সকলেই জানে। ঐ বড় বংশের একটী মাত্র বংশধর ছিলেন। চৌধুরীর স্ত্রীর মনে সন্দেহ হইল যে, চৌধুরী দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। এই সন্দেহে চৌধুরাণী চৌধুরীকে বশীভূত করিতে বিবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। শর্ষে পড়া, গোবরের শিব পূজা করা, প্রভৃতি যত উপায় আছে সকলই করিলেন, কিছুতেই কিছু হইলনা। অবশেষে ভয়ানক ঔষধ সংগ্রহ করিয়া খাওয়াইলেন। সেই ঔষধের তেজে চৌধুরী

রুগ্ন হইতে লাগিলেন, জ্বর, পীলে, অগ্নিমান্দ্য, বহুমূত্র, উদরী, অবশেষে ক্ষয় কাশ হইয়া গত মাসে মরিয়া গিয়াছেন।

প্র। আহা! চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার অধিক বয়স নয়, ছেলে মানুষ বলিলেই হয়।

নি। প্রমদা! দেখ ঔষধের কি বিষময় ফল। দুশ্চরিত্র স্বামীকে বশ করিতে হইলে কেবল ভাল বাসা দ্বারা বশ করিতে হইবে। উহার দৃষ্টান্ত নবদ্বার পুরের রায় মহাশয়। নবদ্বার পুরে ২ জন প্রধান ধনী বাস করেন। তাহার মধ্যে রায় মহাশয় একজন। রায় মহাশয় ইংরাজি একটু মাত্র পড়িয়া আপনাকে মহা পণ্ডিত মনে করিতে লাগিলেন। হুট হাট করিয়া কাহাকে গ্রাহ্য করেন না। সাহেব সাজিতে ইচ্ছা হইল। সাহেবের পোষাক পরিলেন, মদ ধরিলেন। কিন্তু সাহেবদের গুণগ্রাম ধরিতে পারিলেন না। ক্রমে দুচারি জন ইয়ার জুটিয়া রায় মহাশয়কে ঘেরে মাতাল করিয়া তুলিল। রায় যেমন মাতাল তেমনি দুশ্চরিত্র হইল। রায় গ্রামের ছেলে, কিন্তু তাহার সম্মুখে বৌ বাহির হওয়া সুকঠিন। ক্রমে কুদৃষ্টি বোধ হয় যেন খাইয়া ফেলিল। নবদ্বার গ্রামে রায় অদ্বিতীয় বদলোক হইয়া উঠিল। রায়ের স্ত্রী সতী লক্ষ্মী। তিনি স্বামীর অবস্থা দর্শন করিয়া নির্জ্জনে রোদন করেন, এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। যদি কোন দিন স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে নিশ্চয়ই প্রহারে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইবে। এত অত্যাচারেও তাঁহার ভাল বাসা যায় নাই, তাঁহার প্রতি ভক্তি অচলা। পতির আহার না হইলে তিনি আহার করিতেন না। প্রাণান্তেও পতি নিন্দা করিতেন না এবং তাহা শ্রবণ করিতেন না। প্রাণপণে পতির মঙ্গল চিন্তা করিতেন। রায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কিছু দিন শয্যাগত হইলেন। এই অবস্থায় পত্নীর অসাধারণ ভালবাসা, সেবা শুশ্রূষা দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে অনুতাপ আসিল। তিনি পত্নীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন দেখ আমি তোমার প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আর তোমার প্রতি অত্যাচার করিব না। ডাক্তার আমাকে বলিয়াছেন, আমি মদ না ছাড়িলে এই ভয়ানক রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। যাহাতে আমি মদ ছাড়িতে পারি, তুমি তাহার উপায় কর। প্রতিদিন মদ কমাইয়া দিও, তাহা হইলে ক্রমে মদ ছাড়িতে পারিব। রায়ের স্ত্রী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেই রূপে স্বামীর সেবাতে প্রবৃত্ত হইলেন। রায় মহাশয়ও মদ রূপ রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

অতএব প্রমদা ভাল বাসাই ভাল করিবার উপায়। আর দ্বিতীয় পথ নাই। যাহারা স্বামীকে ভাল বাসে না,

তাঁহারা তো স্বামীকে ভাল করিতে পারেই না, অবশেষে নিজে দুশ্চরিত্র হইয়া যায়। পূর্ব্বকালের কত পুণ্যবতী নারী দুশ্চরিত্র স্বামীকেও ধর্ম্ম পথে উদ্ধার করিয়াছেন।

প্র। দিদি! পূর্ব্বকালে যে সকল পতিব্রতা ছিলেন তাঁহাদের গল্প করনা শুনি।

নি। পূর্ব্বে অনেক পতিব্রতা ছিলেন। দুই একজনের কথা বলি মন দিয়া শুন। মহাভারতে লেখা আছে এক ব্রাহ্মণ কোন বৃক্ষমূলে তপস্যা করিতেছিলেন একদিন উর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার মুখে মলত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে উর্দ্ধমুখে চাহিবা মাত্র বক ভস্ম হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিল যে আমার দৃষ্টি মাত্র যখন বক ভস্মীভূত হইল, তখন আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই। এইরূপে হর্ষযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এক কৃষকপত্নীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কৃষকপত্নী ভিক্ষা আনিতেছি বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। এই অবসরে কৃষক হলচালনা দ্বারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষকপত্নী স্বামীকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্তা হইলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে বিস্মৃত হইলেন। কৃষকের স্নান আহার হইলে তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন কৃষকপত্নীর মনে ভিক্ষুকের কথা উদয় হইল। তিনি দ্রুতবেগে ভিক্ষা লইয়া দ্বারে উপনীতা হইয়া বলিলেন, ঠাকুর আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পতিসেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, পাপীয়সী! তুই আমাকে জানিস্ না, ব্রাহ্মণের অপমান? ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও কি পতিসেবা বড়?

ইহা শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা কৃষক-পত্নী মৃদু হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন "ঠাকুর! আমি বক নহি। বক স্বল্পপ্রাণী, আপনার দৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিয়া আপনি সিদ্ধিলাভ করেন নাই। আজিও আপনার ধর্ম্মজ্ঞান হয় নাই। যাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তাহার তপস্যা কোথায়? পতিসেবাই পতিব্রতার প্রধান ধর্ম্ম। পিতামাতার সেবা সন্তানের প্রধান ধর্ম্ম। সন্তান প্রতিপালন পিতা মাতার, প্রধান কর্ত্তব্য। প্রজাপালন রাজার প্রধান ধর্ম্ম। ঈশ্বর পূজা মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং আপনার ধর্ম্ম-জ্ঞান থাকিলে আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন না।"

কৃষক পত্নীর বাক্য শ্রবণে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হতজ্ঞান হইয়া বলিলেন "তুমি বকের কথা কোথায় শুনিলে?" কৃষকপত্নী বলিলেন, "পতিসেবাই আমার সকল জ্ঞানের মূল। যদি ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে চান, তবে জনকপুরে ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করুন। ব্রাহ্মণ পতিব্রতাকে প্রণাম করিয়া জনক-

পুরে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে পতিব্রতার কত সম্মান ছিল এই আখ্যায়িকাই তাহার প্রমাণ।

পুরাণে পতিব্রতার অসংখ্য বিবরণ বর্ণিত আছে পতিসেবা করা ভারতনারী-দিগের প্রধান ব্রত ছিল। (ক্রমশঃ)

সুখের মিলন।

জাতিতে কৈবর্ত্ত, নাম মহেশ সর্দ্দার
মাছ ধরে, ভূমি চষে খায়!
পিতামাতা ভাই বন্ধু সব গত তার,
পত্নীমাত্র সহায় ধরায়।

দুজনে গাছের পাড়ে একা ঘর করে,
দুঃখ অন্ন সুখের করিয়া;
মহেশ লাঙ্গল চষে; প্রসন্ন অন্তরে
সৌদামিনী দেয় নিড়াইয়া।

সবল পুরুষ সেই বিশাল উরস,
বাহু স্থূল বজ্রের সমান,
প্রসন্ন, প্রফুল্ল চিত্ত সাহসী সবল
মুখ দেখে সুখী হয় প্রাণ!

যেমন পুরুষ সেই, তেমনি সে নারী,
সুস্থ দেহ, সবল শরীর,
কৃষ্ণকায় তবু কান্তি দেখি মনোহারী
আলো যেন করেছে কুটীর!

শ্রমে কেহ ক্লান্ত নয়, খাটে পাশাপাশি,
সুখে কাটে খাটিয়া সময়,
দুজনে বেগুণ তুলে, আর হাসি হাঁসি
প্রণয়েতে কত কথা কয়!

গোধন চরায় আর দুই জনে গায়,
কণ্ঠে কণ্ঠ হরিষে মিলায়ে,
কপোত কপোতী যেন বেধেছে কুলায়,
গায় গীত উভয়ে কুলায়ে।

অল্প ভূমি চষি যাহা করয়ে সঞ্চয়,
সুখে চলে তাতেই সংসার!
দুজনে দুমুষ্টি খেতে কতই বা ব্যয়?
হৃষ্ট চিত্ত তাই অনিবার।

আসিল অকাল ঘোর দেখ কিছুদিনে,
হাহা রব দেশেতে উঠিল;
কত যে মরিল প্রজা কেবা তাহা গণে,
ধনে প্রাণে গরিব মজিল।

মহেশ করিয়ে ঋণ মহাজন পাশে,
কোনরূপে তরিল দুস্তর।
ভাবিল করিবে শোধ পরের বরষে
সে সাহসে বাঁধিল কোমর।

কিন্তুরে দৈবের গতি কে বলিতে পারে,
রোগে তারে ফেলিল পাড়িয়া,
পড়িয়া রহিল ক্ষেত, কেবা দেখে তারে,
সৌদামিনী শুশ্রূষা লইয়া।

আপনি স্ত্রীলোক সেই কোদাল ধরিয়া,
যাহা পারে বুনিল ফসল,
তাই বেচে কোনরূপে দেয় চালাইয়া,
পতিসেবা করিছে কেবল।

উঠিল মহেশ, কিন্তু ঋণেতে ডুবিল,
একা আর সামালিতে নারে,
ওদিকে দারুণ ধনী ধরিয়া বসিল,
মায়া দয়া নাই একেবারে।

একদিন ক্ষেতে একা খাটিছে মহেশ
সৌদামিনী আছে পাকশালে,
আসিয়া ধনীর লোক ধরে তার কেশ,
ভাবে টাকা দিবে তাহা হলে।

উঠিল নারীর স্বর "রাখ রাখ" করি
নিমেষেতে ছুটিল মহেশ,
কুপিত সিংহের সম তার গলে ধরি
দিল শিক্ষা তাহারে বিশেষ।

শুনিয়া কুপিল ধনী, বলে কারাগারে
পাঠাইব, দিব প্রতিফল।
বলিয়া নালিশ করে গিয়ে রাজদ্বারে,
মহেশের কি আছে সম্বল।

অবলা কাঁদিয়া পড়ে সে ধনীর পায়,
বলে, "দয়া কর দুঃখী বলে;
সর্ব্বস্ব বেচিয়া দেনা করিব আদায়,
করে যাব অন্যদেশে চলে।"

শুদখোর ধনী সে যে কঠিন পরাণ,
অবলার অশ্রু না গণিল,
হেসে ফিরাইল তারে হইয়ে পাষাণ
মহেশেরে কয়েদে ফেলিল।

কারাদণ্ড হলো তার ছয় মাস তরে,
বন্দী করে লইল জেলায়,
কোথা থাকে সৌদামিনী বিরস অন্তরে,
বেচে কিনে চলিল তথায়।

মহেশ চলিল জেলে, সে থাকে বাজারে,
নিত্য নিত্য দেখিবারে যায়,।
কঠিন রক্ষক দ্বার ছাড়েনাক তারে
দ্বারে বসে কাঁদিয়ে কাটায়।

তিন দিন কাঁদে, শেষে সাহেব দেখিল,
দয়া করে হইল আদেশ;
সৌদামিনী মৃতদেহে পরাণ পাইল,
কারাগারে করিল প্রবেশ।

তদবধি নিত্য নিত্য ফল মূল আনি
পতিপাশে করায় আহার,
দেখিয়া পত্নীর মুখ স্নিগ্ধ হয় প্রাণী,
কারা দুঃখ লাগে না তাহার।

প্রভাতে গৃহস্থ ঘরে খাটে সৌদামিনী,
দ্বিপ্রহরে আসে কারাগারে,
থাকিয়া দু তিন ঘণ্টা হইয়া সুখিনী,
পুন যায় আপন আগারে।

একদিন দ্বিপ্রহর হইল অতীত
সহ্য আর জেলে ত আসে না;
বাড়ে বেলা মহেশের পরাণ কম্পিত,
আর মন কিছুতে বাসে না।

উঠে, বসে, পথে চায়, জিজ্ঞাসে সবারে,
উপহাস করি সবে যায়,
কি করে, তাহার তত্ত্ব কে দেয় তাহারে,
দুই নেত্রে সলিল গড়ায়।

সন্ধ্যাতে সংবাদ এল মরে সৌদামিনী,
বিসূচিকা ধরেছে বাজারে;
"দেখাও পতিরে" বলে কাঁদিছে কামিনী,
অনুরোধ করিছে সবারে।

শুনিয়া উন্মত্ত মত ছুটিল মহেশ,
লৌহদ্বার নাহি সে গণনা,
দেখে দ্বার খুলে মাত্র করিছে প্রবেশ,
জল লয়ে ভৃত্য এক জনা।

জ্ঞানশূন্য হয়ে বেগে যায় বাহিরিয়া,
রক্ষী এক আছিল সেখানে,
কয়েদী পলায় দেখে আসিল ছুটিয়া,
শিরে তার লৌহদণ্ড হানে।

সজোরে হানিল দণ্ড, ছিন্ন তরু-সম
বিচেতন পড়িল ভূতলে;
প্লাবিত রুধিরে ভূমি একিরে বিষম!
একদণ্ডে প্রাণ গেল চলে।

মৃতদেহ বহে পুন লয় কারাগারে;
সৌদামিনী ও দিকে গোঙায়!
"ডেকে দেও ডেকে দেও" বলে বারে বারে,
কেঁদে ধরে সকলের পায়।

শেষে বলে ফল মূল লয়ে কেহ যাও
খাওয়াইয়া এস দয়া করে,
যাই আমি বলে এস যদি দেখা পাও,
এই বলে যাচে সর্ব্ব নরে।

ক্রমেতে চৈতন্য তার মিলায়ে আসিল,
অশ্রুরোধ তখনো মুখেতে।
বাজারে শরীর তার পড়িয়া রহিল,
আত্মা ছুটী মিলিল সুখেতে।

বঙ্গমহিলা সমাজের তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব।

গত ১লা আগষ্ট মঙ্গলবার সভ্যদিগের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে বঙ্গমহিলা সমাজের মহোৎসব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই মুখে যেন আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন প্রতিভাত হইতেছিল। প্রথমে একটী সঙ্গীত সহ সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে কবিতা আবৃত্তি হয়। বালিকাদিগের প্রকাশ্য সভাতে আবৃত্তি করিতে যে প্রকার সঙ্কোচ ভাব হয়, তাহা সেদিনকার সভাতে লক্ষিত হয় নাই, তাহারা স্পষ্ট ও সুন্দর রূপে কবিতা দুইটী আবৃত্তি করিয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা বসু যে কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন, তাহা হইতে আমরা কতক অংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সাধারণতঃ সভা গত ৪।৫ মাসে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা ও আয় ব্যয়ের সচ্ছলতা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কার্য্য বিবরণ পাঠের পর শ্রীযুক্তা সংস্কৃতী সেন ও কুমারী কাদম্বিনী বসু সময়োপযোগী দুইটী রচনা পাঠ করেন।